লিঙ্কন-চরিত।

শ্রীকালীশঙ্কর স্কুল এম্, এ,

প্রণীত।

ওয়াসিংটন চরিতসংগ্রহ

প্রকাশিত হইবে

লিঙ্কন-চরিত	(কাপড়ে বাঁধাই)	মূল্য	১৲ টাকা।
ঐ	(কাগজে বাঁধাই)	„	৸৹ আনা।
ওয়াসিংটন-চরিত	(কাপড়ে বাঁধাই)	„	১৲ টাকা।
ঐ	(কাগজে বাঁধাই)	„	৸৹ আনা।

লিঙ্কন-চরিত।

পিতামহ।

১৭৮০ সাল।—আমেরিকার মহাসমরাগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই ; যে মহাসমরে বিজয়লাভ করিয়া ওয়াসিংটন জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সে সমর এখনও সমাপ্ত হয় নাই ; যে সংগ্রামে বিজয়লাভ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্য পৃথিবীতে একটি শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিগণিত হইতে সমর্থ হইয়াছে, সে সংগ্রাম আজও চলিতেছে ; যে সংগ্রামে আমেরিক ইংরেজ আশ্চর্য্য সাহস এবং তদপেক্ষাও আশ্চর্য্যতর কষ্টসহিষ্ণুতা ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পৃথিবীবাসীকে স্তব্ধ ও মুগ্ধ করিয়াছিল, সে সংগ্রাম এখনও পর্য্যবসিত হয় নাই,—ধীরে ধীরে সে সমরানল এখনও প্রধূমিত হইতেছে। তবে এখন আর শত্রু-মিত্র কাহারও বুঝিতে বাকী নাই যে ভুবনবিজয়ী শ্বেতদ্বীপবাসী ইংরেজের পক্ষে, আমেরিক ইংরেজকে করায়ত্ত রাখা সম্ভবপর নহে—আমেরিক-ইংরেজের পরাধীনতার নিগড় স্খলিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।

আমাদের লিঙ্কনের পিতামহ, ভর্জ্জিনিয়া প্রদেশের দরিদ্র লিঙ্কনও এ সময়ে অপরাপর স্বদেশবাসীর ন্যায় স্বার্থাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। অপরাপর আমেরিক ইংরেজের ন্যায় তাঁহাকেও অনাহারে ও বিনা-বস্ত্রে এ সময়ে রক্তাক্ত কলেবর

হইতে হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এই ৫।৬ বৎসর-কাল যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে এখন তাঁহার পরিবারের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে আর অন্ন বস্ত্র যুটিতেছে না। এ অবস্থাতেও স্বদেশের জন্য মরিবার প্রয়োজন থাকিলে লিঙ্কন তাহাতে কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু এখন স্বদেশের জয় অবধারিত, সুতরাং তাঁহার মত লোকের পক্ষে আর যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা নিষ্প্রয়োজন তাই লিঙ্কন ভর্জ্জিনিয়াতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু সেরূপ ভীষণ যুদ্ধের সময় ভর্জ্জিনিয়ার মত স্থানে অন্নসংস্থান করা কি লিঙ্কনের পক্ষে সম্ভব হইবে ?—লিঙ্কন বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিলেন না। তাই অবশেষে ভর্জ্জিনিয়া পরিত্যাগ করতঃ সুদূর পশ্চিমে, কেণ্টকী প্রদেশে গমন করা স্থির করিলেন। কেণ্টকীর ভূমি উর্ব্বরা, তথায় যুদ্ধের স্রোত পঁহুছে নাই, পঁহুছিবে না। সেস্থানে গেলে উদরান্নের জন্য লিঙ্কনকে ভাবিতে হইবে না। সুতরাং লিঙ্কন সপরিবারে কেণ্টকী প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে স্ব স্ব প্রদেশে জীবিকার্জ্জনে অক্ষম হইয়া অনেক আমেরিকাবাসী দরিদ্র ইংরেজ পরিবারই এই সুদূরবর্ত্তী নবাবিষ্কৃত কেণ্টকী প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন। কেণ্টকী প্রদেশের ভূমির আশ্চর্য্য উর্ব্বরতা শক্তির কথা শুনিয়া এবং তথায় যাইলে অচিরে মহা ধনশালী হওয়া যায় এইরূপ গল্প শুনিয়া লিঙ্কনের মত তাঁহারাও সপরিবারে দেশান্তরিত হইয়াছিলেন।

লিঙ্কন কেণ্টকী প্রদেশের মারসার নামক স্থানে একটী যৎসামান্য কুঁড়েঘর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অপরের ভাগ্যে যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, লিঙ্কনের ভাগ্যে হঠাৎ ধনবান্ হওয়া ঘটিল না। দরিদ্রতানিবন্ধন তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত ঊষর স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। এবং তৎসন্নিহিত স্থানে কিছু জমি জমা করিয়া লইয়া তাহারই চাষে যাহা কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল তদ্দ্বারা কষ্টে স্বষ্টে তাঁহাকে স্বীয় স্ত্রী ও ৫টী সন্তানের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইল।

লিঙ্কনের দুরদৃষ্টবশতঃ কালে ইহাতেও বিধাতা বাম হইলেন। ৪বৎসর কাল এইরূপে চলিয়া গেলে, একদিন তিনি এক খণ্ড জমিতে বেড়া দিবার জন্য স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র টমাসকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিলেন।—এই টমাসের বয়স তথন কেবল মাত্র ছয় বৎসর। ইনিই আমাদের লিঙ্কনের ভাবী পিতা। টমাস পিতার সহিত ক্ষেতে যাইয়া তাঁহার সাহায্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাঁহার অপর দুইজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিকটবর্ত্তী অপর একখণ্ড জমিতে কাজ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটী ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত একদল আদিম-নিবাসী আমেরিক বন্দুক হস্তে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কেণ্টকী প্রদেশে ইংরেজের নূতন বসতি আরম্ভ হইয়াছিল; আর, যাঁহারা সেখানে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেককেই ছলে বলে কৌশলে তাম্রকায় আমেরিকার আদিম-নিবাসীদিগের ভূমি কাড়িয়া লইতে হইয়াছিল। সুতরাং স্থানচ্যুত এমন কি স্বদেশতাড়িত আদিম

নিবাসী আমেরিক সুযোগ পাইলেই ইংরেজকৃত অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে কুণ্ঠিত হইত না।

লিঙ্কন পরিবার আজ এইরূপ এক দল প্রতিহিংসাপরায়ণ আমেরিক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত তাম্রকায় আদিম নিবাসীর হস্তে বন্দুক বিজলীব ন্যায় খেলিতে লাগিল; বন্দুকের চটাপট্ চটাপট্ শব্দে সেই নীরব অরণ্যানীর প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। টমাসের পিতা—লিঙ্কন পরিবারের পাতা, ভূতলশায়ী হইলেন। তাঁহার পুত্রগণ ভীতিসন্ত্রস্ত চিত্তে যে যে দিকে পাইল পলাইল; শিশু টমাস ভয়ে বিহ্বল হইয়া সেই স্থানেই বসিযা পড়িলেন। টমাসের বড় দাদা দৌড়িযা কুটীরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার ছোট দাদা আশ্রয়ের জন্য দুই মাইল দূরবর্ত্তী একটী দুর্গের দিকে দৌড়িযা গেলেন। টমাসের বড় দাদা কুঁড়ে ঘবের বেড়ার একটী ছিদ্রের মধ্য দিয়া আদিমনিবাসীদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

একজন বর্ব্বর টমাসকে মাটী হইতে তুলিতে যাইতেছিল। টমানের বড় দাদা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িলেন। রক্তচর্ম্ম আমেরিক অমনি পড়িয়া গেল। টমাসও এবারে প্রাণের দায়ে কুটীরে দৌড়িযা গিযা রক্ষা পাইলেন। টমাসের বড় দাদা সাহসের সহিত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং বৃক্ষের অন্তরাল পরিত্যাগ করিয়া যে আমেরিক প্রকাশ্য স্থানে আসিতে চেষ্টা করিল তাহার দিকেই গুলি ছুঁড়িতে লাগিলেন। কিছুকাল এইরূপে কাটিয়া গেল। অবশেষে টমাসের ছোট দাদা নিকটবর্ত্তী দুর্গ হইতে কয়েক জন ঔপনিবেশি-

কের সহিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রক্তচর্ম্ম আমেরিক তখন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

টমাসের পিতার জীবনশূন্য, রক্তাক্ত-দেহ, গৃহের ভিতর আনীত হইল; অনাথ পরিবারে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। বন্ধুগণ যথোচিত সম্মানসহকারে মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া স্বীয় স্বীয় গৃহে চলিয়া গেলেন। কিন্তু শ্বাপদসঙ্কুল-অরণ্যানীর মধ্যস্থিত ভীষণ, হিংস্র, বর্ব্বর, আদিমনিবাসী পরিবেষ্টিত সে কুটীরে আজ যে বিষাদের—নৈরাশ্যের গাঢ় কালিমা পড়িল, তাহা কি কখনও অপনোদিত হইবে?—শক্তিসামর্থসম্পন্ন, পরিবারের পিতা ও পাতা আজ চলিয়া গেলেন, সেই নির্জ্জন প্রদেশে এখন সে পরিবারকে হিংস্র জন্তু ও হিংস্রতর বর্ব্বর মনুষ্যের হস্ত হইতে আর কে রক্ষা করিবে? তাঁহাদিগকে আর কে খাওয়াইবে? কে লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র আনিয়া দিবে?

চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া, শোকোচ্ছ্বাসের পর শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়া লিঙ্কনের পত্নীকে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ফেলিল। এ অবস্থায় আর সে নির্জ্জন প্রদেশে বাস করা সে পরিবারের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিল না। সত্বরই লিঙ্কন পরিবার স্থানান্তরে উঠিয়া গেল। টমাস ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে এ অবস্থায় শীঘ্রই জীবিকা উপার্জ্জনের পথ দেখিতে হইল।

পিতা।

কিশোর ও কুমার বয়সে আমাদের লিঙ্কনের পিতা টমাস বড়ই অলস প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোনও কার্য্যেই তাঁহার মন বসিত না। কেবলই এখানে ওখানে, এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া

বেড়াইতে ভাল বাসিতেন। অধ্যবসায় ও পরিশ্রম কাহাকে বলে জানিতেন না। একদল ভবঘুরে সঙ্গীদের সহিত মিশিয়া কেবলই আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতেন। সুতরাং কালক্রমে বিষয়কর্ম্মে গাঢ়রূপে মনোনিবেশ করা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তবে এরূপে যাহারা কাল কাটায় তাহারা অতি সহজেই চুট্‌কীগল্প ও রগুড়ে কথায় জাহাজ হইয়া পড়ে। টমাসও এ গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অবশেষে যৌবনের প্রারম্ভে—ষড়বিংশবর্ষ বয়সে টমাসের চক্ষু খুলিল। চুট্‌কি গল্পে আমোদ ও রগড়ে যে পেট ভরে না, তাহা তিনি বেশ দেখিতে পাইলেন। সুতরাং এলিজাবেথ টাউন নামক কেণ্টকী প্রদেশের একটী সহরে যাইয়া যোসেফ হাঙ্ক্‌স্ নামক জনৈক সূত্রধরের কারখানায় তিনি কাজ শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শৈশবের অভ্যাস কি সহজে যায়? প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও টমাসের পক্ষে কোনও কার্য্যই উত্তমরূপে শিক্ষা করা সম্ভব হইয়া উঠিল না। সূত্রধর টমাস মোটামুটি গোছের কাজ ব্যতীত কখনও সূক্ষ্ম কার্য্যে হাত বসাইতে পারিলেন না। সে যাহাহউক যোসেফ সাহেবের বাটীতে তাঁহার একটী পরম লাভ হইল। নান্‌সী নামক যোসেফের একটী ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে টমাস তাঁহার প্রণয়াকর্ষণে সমর্থ হইলেন এবং অচিরে সেই গুণবতী রমণীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জীবনের প্রায় সকল অভাবই পূর্ণ হইয়া গেল। অপরিপক্ক, বিষয়কর্ম্মে অপটু, অথচ সদাশয় মানবের ভাগ্যে, গুণবতী, বুদ্ধিমতী, কার্য্যদক্ষা, বিষয়কর্ম্মে প্রজ্ঞাবতী ভার্য্যার মত আর কি মহল্লাভ সংঘটিত হইতে পারে?

বিবাহান্তে টমাস ভার্য্যাকে লইয়া স্বীয় পৈত্রিক ভিটায় গমনপূর্ব্বক তথায় একটী কুঁড়েঘর নির্ম্মাণ করতঃ কষ্টেসৃষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এসময়ে তাঁহাদের অবস্থা এমনই খারাপ ছিল যে যে ঘরে তাঁহারা বাস করিতেন তাহাতে মেজে দ্বার জানালা প্রভৃতি কিছুই ছিল না।

মাতা।

নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া এইরূপ একটী যৎসামান্য গৃহে টমাসের ঘরকন্না আরম্ভ হইল। বুদ্ধিমতী নান্‌সী স্বামীর ঘরে আসিয়াই তাঁহার বিদ্যার দৌড় বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু নান্‌সী দমিবার লোক ছিলেন না। স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিয়াই তাহার উন্নতিকল্পে তাঁহার চিন্তা প্রধাবিত হইল। টমাস আদৌ লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। জীবনের মধ্যে তিনি একটী দিনের তরেও কোনও স্কুলে লেখা পড়া শিখেন নাই। নান্‌সী কোন রূপে ছাপার লেখা পড়িয়া উঠিতে পারিতেন, তবে চিঠি লিখিতে পারেন এতটা বিদ্যা তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি নিজের নাম স্বাক্ষরাদি করিতে পরিতেন। তাঁহার স্বামী ঢেরাসই ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিতেন না।

দম্পতির এক রক্তমাংসে পরিণত হইবার কিছুদিন পরেই নান্‌সী একদিন স্বামীকে বলিলেন "ভাল, তুমি এখনত লেখা পড়া শিখিতে পার, অধিক বয়সের সহিত লেখা পড়ারত কো বাদ বিষম্বাদ নাই।"

টমাস ঈষৎ মাথা নাড়িয়া, ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "সেইত হচ্ছে কথা।"—কিন্তু নান্‌সী ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "কথা আবার কি ? আর কিছু না হয়, নাম সইটাত অন্ততঃ শিখিতে পার ? সে পর্য্যন্তত আমিই তোমায় শিখাইতে পারি।" অবশেষে নান্‌সীরই জয় হইল। আটাস বৎসর বয়সের সময় টমাসের হাতে খড়ি পড়িল। অল্পকালের মধ্যে টমাস পৃথিবীর সেই সকল উদামবিহীন নিরক্ষর নরনারীর সংস্রব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন যাহাদিগের নাম ×

নান্‌সীর আর একটী সদ্‌গুণ ছিল। ধর্ম্মে তাঁহার আন্তরিক আস্থা ছিল। সেই সময়ে যে সকল ভাল ভাল লোক সে প্রদেশে বাস করিতেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। স্ত্রীর ধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা পরিচালিত হইয়া টমাস শীঘ্রই এইসকল ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিদিগের সংসগে পড়িয়া যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ভুলিয়া গেলেন; লক্ষ্যহীন, শান্তিহারা, লক্ষ্মীছাড়া জীবনপথ পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপ সৎসাহসী, উদামশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ পত্নী যাহার গৃহে, কুটীরবাসী হইলেও সে যে রাজপ্রাসাদবাসী অপেক্ষা সমধিক সৌভাগ্যবান্, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে ?

বাল্যকাল।

এইরূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন দম্পতির গৃহে ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের এব্রাহাম লিঙ্কন জন্ম গ্রহণ করেন। এব্রাহামের পূর্ব্বে টমাসের সারা নামক একটী কন্যা জন্মিয়া-

াছল ; এবং তাহার পরে টমাস নামে তাঁহার আর একটী পুত্র জন্মে। কিন্তু এই টমাস শিশু কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

এব্রাহামের বয়ঃক্রম যখন ৪বৎসর তখন তাঁহার জননীর যত্নে ও পিতার পরিশ্রম গুণে লিঙ্কন পবিবারের অবস্থা একটু সচ্ছল হইল। টমাস সেই ঊষর প্রদেশ পরিত্যাগ করিলেন। অপেক্ষাকৃত একটী সুন্দর স্থানে যাইয়া নদী তীরে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। এ সময়ে টমাস অল্লাধিক প্রায় ১৫০ বিঘা ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহারই কিয়দংশে চাষবাস করিয়া তিনি স্বীয় পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন।

এব্রাহাম লিঙ্কনকে তাহার পিতা মাতা ও বন্ধুবান্ধবগণ "এব্" বলিয়া ডাকিতেন। এব্ বাল্যকালে, ৪ বৎসর বয়স হইতেই পুরুষোচিত ক্রীড়া ভাল বাসিত। সে দেশে খরগোসের বড়ই আধিক্য ছিল। এই খরগোসের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি করা, শিকারীদের সঙ্গে খব দূরে দূরে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান, গাছে চড়া, গাছ হইতে জলে লাফাইয়া পড়া ইত্যাদি সঙ্কটাপন্ন ক্রীড়ায় এব্ আপনাকে সর্ব্বদাই রত রাখিতে ভাল বাসিত। এই কারণে অতি অল্প বয়সেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমধিক পুষ্টি লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

একদিন টমাস বাড়ী আসিয়া গৃহিনীকে বলিলেন, "ওগো শুনেছ, রিনি একটা স্কুল খুলিতে যাইতেছে। সে জানিতে চায় যে সারা ও এব্ তার স্কুলে যাবে কিনা।"

গৃহিনী—"তাত যাবেই। তবে রিনি পড়াবে কি? সে না

জানে লিখিতে, না জানে অঙ্ক। তা মোটে স্কুলে না পড়া অপেক্ষা অবশ্য রিনির স্কুলেও পড়া ভাল।"

টমাস—"তাতে সন্দেহ কি; কিন্তু রিনী যা জানে তা ছেলেদের শিখিতে বেশী বিলম্ব হইবে না। তবু ছেলেরা কিছু শিখিবে ত।"

গৃহিণী—"যে লিখিতে জানে না, আঁক জানে না, সে যে কি পড়াইবে তাহাত বলিতে পারি না।"

টমাস—"রিনি যে ছেলেদিগকে লিখিতে শিখাইবে, আঁক কষিতে শিখাইবে তাহা বলিতেছে না। সে কেবল পড়িতে শিখাইবে বলিতেছে। সে যা জানে তাই শিখাইবে তার বেশী কিছু শিখাইতে চায় না।"

গৃহিণী—ভাল শিক্ষক যাঁহারা তাহারাও তাহাই করিয়া থাকে। যাহা না জানা থাকে তাহা শিখাইবার চেষ্টা করা বড়ই ধৃষ্টতা।

এই রিনি সে অঞ্চলে নূতন আসিযাছিলেন। ইহাঁর প্রকৃতি বড়ই কর্কশ ছিল। ইহাঁর বিদ্যার দৌড় কতদূর তাহা বোধ হয় কাহারও জানিতে বাকী রহিল না। ইহাঁর স্কুলে সারা ও এব্‌ বিদ্যাভ্যাসের জন্য যাতায়াত করিতে লাগিল। এব্‌ এই স্কুলেই পড়িতে শিখিল। একখণ্ড ছেঁড়া স্পেলিং বই, ভাই ভগিনীর একমাত্র পাঠ্য পুস্তক হইল। বই ছেঁড়া, শিক্ষক ততোধিক। তবু ভাই ভগিনীর লেখা পড়ার কোন ব্যাঘাত হইল না। রিনি যতদূর পারিলেন, স্পেলিঙ্গে যতদূর কুলাইল, পাঠার্থীরা ততদূর বিদ্যালাভ করিলেন। ছয় সপ্তাহের মধ্যে রিনি বিদ্যাসাগরের বিদ্যা ফুরাইল। স্কুল বন্ধ হইয়া গেল।

ইহার পর কিছুদিন যায়, এমন সময়ে হেজল নামক আরেক-জন নবাগত ঔপনিবেশিক সে অঞ্চলে আরেকটী স্কুল খুলিলেন। টমাস গৃহে আসিয়া স্ত্রীর নিকট সে সংবাদ দিয়া বলিলেন, "ছেলেদের এ স্কুলে যাওয়া নিতান্ত দরকার। হেজল রিনী অপেক্ষা অনেক অধিক জানে শুনে। আর তার স্কুলে ছেলেরা লেখা শিখিতে পারিবে। তবে স্কুলটা কিছু দূর এই যা কথা।"

গৃহিণী—"দূর হউক তাতে কিছু আসে যায় না, ছেলেরা তা বড় গ্রাহ্য করিবে না। এখন তাদের লিখিতে শিখা বড়ই আবশ্যক। তবে খরচ কুলাইতে পারিবে কি?"

এই শেষ প্রশ্নটি টমাসের প্রাণে সর্ব্বদাই জাগিত। খরচ পত্র কুলাইবে কিসে?—জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা টমাসের পক্ষে দিন দিনই বড় কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। দুগ্ধ এবং রুটি ভিন্ন দিনে তাহাদের অন্য আহার জুটিত না, তাহাতে তাহার দুঃখ ছিল না। তবে ছেলে পিলেদের পড়া শুনার ব্যয় নির্ব্বাহ করাত উচিত। তাহা সংগ্রহ করা তত সহজ ছিল না। তাই প্রদেশান্তর যাইয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি পক্ষে চেষ্টা করিবেন এরূপ চিন্তা অনেক দিন হইতেই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। অতএব আজ পত্নীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেনঃ—

খরচ যাহা লাগিবে আমি তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি। বোধ হয় কোনও রকমে তাহা সঙ্কুলন হইবে। হেজল যদি এব্‌কে লিখিতে শিখাইতে পারে তবে বড়ই ভাল হয়। আশা করি একদিন এমন দেশে যাইয়া বাস করিব যেখানে আমার ব্যবসায় অবলম্বনে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করা সম্ভব হইবে।

গৃহিণী—"তার ত এখনও ঢের দেরী। ইণ্ডিয়ানা যদি দাসত্ব প্রথা বিবর্জ্জিত হইয়া যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পায়, তবে সেখানে গেলে আমাদের অবস্থার কতকটা উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু এখানে ত তাহার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

আমেরিকার যুক্তরাজ্য কতিপয় পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশ লইয়া সংগঠিত। এই সকল প্রদেশের মধ্যে কতকগুলিতে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল; তথায় শ্বেতকায় ঔপনিবেশিক সাগর পার হইতে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদিগকে ছলে বলে ভুলাইযা আনিয়া আপনা-দিগের দাসত্বে নিযুক্ত করিতে পারিত। অপর কতকগুলি প্রদেশে কৃষ্ণকায় দাস রাখা নিষিদ্ধ ছিল। এই শেষোক্ত স্থানগুলি দাসত্ব-বিবর্জ্জিত প্রদেশ বলিয়া অভিহিত ছিল। আর পূর্ব্বোক্ত প্রদেশগুলিকে দাসরাজ্য বলা হইত। বলা বাহুল্য দাসবহুল প্রদেশে টমাসের মত শ্রমজীবী লোকের ততটা প্রয়োজনও ছিল না, আদরও ছিল না। কেণ্টকী দাস রাজ্য। তাই টমাস সে রাজ্যে খাটিযা অর্থ উপার্জ্জন করি-বার বড় সুযোগ পাইতেন না। তাঁহার মত লোকের পক্ষে দাসবর্জ্জিত প্রদেশই সমধিক উপযোগী। তাই আশার সহিত তিনি ও তাঁহার মত কেণ্টকী প্রদেশের শ্রমজীবী লোকেরা প্রতীক্ষা করিতেছিল যে নিকটবর্ত্তী ইণ্ডিয়ানা প্রদেশ দাসবর্জ্জিত প্রদেশরূপে যুক্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় কিনা।

পত্নীর প্রত্যুত্তরে তাই টমাস বলিলেন—দাসবর্জ্জিত দেশে সকল জিনিশেরই ভাল হইবার সম্ভাবনা।

এই কথোপকথনের শেষ ফল এই দাঁড়াইল যে এব্‌ ও সারা উভয়েই হেজলের স্কুলে যাইতে লাগিলেন। হেজলের বিদ্যা

তত বেশী ছিল না। তবে তিনি পড়া ও লেখা দুইই শিখাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি নিজে লোক ভাল ছিলেন।

এব্‌ ও সারার বাড়ী হইতে হেজলের স্কুল প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধান। মধ্যাহ্নকালে ভোজনের জন্য রুমালে রুটি বাঁধিয়া এব ও সারা উভয়ে প্রতিদিন এই স্কুলে যাইতে লাগিল। এখানে এব্‌ অক্ষর লিখিতে শিখিলেন; ভালরূপে পড়িতে শিখিলেন। হেজল ছাত্রের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও আশ্চর্য্য মেধা দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গেলেন। এব্‌ যে কালে দেশের মধ্যে একজন প্রধান লোক হইয়া উঠিবেন তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। হেজলের যাহা শিখাইবার ছিল এব্‌ দশ সপ্তাহের মধ্যে তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

এই সময়ে এবের কেবলমাত্র তিন খানি বই সংগ্রহ ছিল। বাইবেল, বাইবেলঘটিত প্রশ্নোত্তর, এবং সেই ছেঁড়া স্পেলিং বই। স্পেলিং বই রিণির নিকটেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাই এবারে বাইবেল ও তৎপ্রশ্নোত্তরের উপরই এবের ঝোঁক পড়িল।

বাইবেল অবলম্বন করিয়া যে বালক ইংরেজী পড়িতে শিখে, তাহার নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি যে অবধারিত তাহাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে? বাইবেলের সুন্দর, হৃদয়স্পর্শী, অপার্থিব গল্পের মাধুরীতে যাহার বাল্যজীবন অভিষিক্ত হয়, যৌবনে প্রকৃত মনুষ্যত্ব হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে এমন কি আছে? এক বাইবেল গ্রন্থ পড়িয়া কত দেশের বক্তা ও ধর্ম্মবীরগণ বাগ্মিতা ও ঈশ্বর-প্রেম লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

সেই বাইবেল গ্রন্থ পড়িয়া, সেই বাইবেল বর্ণিত গল্প আশৈশব শুনিয়া এব্ যে জগতের ইতিহাসে স্বীয় নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া যাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

প্রদেশান্তর গমনে সঙ্কল্প।

১৮১৬ সালে ইণ্ডিয়ানা দাস-বর্জ্জিত প্রদেশরূপে যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। দাসরাজ্য কেণ্টকীতে টমাসের মত শ্রমজীবির পক্ষে উন্নতির কোন আশাই ছিল না। সুতরাং টমাস অবিলম্বে ইণ্ডিয়ানায় যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কেণ্টকী ছাড়া তত সহজ নহে। সেখানে টমাসের ঘর বাড়ী কিনিবে কে? তাঁহার মত অবস্থাপন্ন যাহারা, তাহারা ত সকলেই তাঁহারই মত ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়া ইণ্ডিয়ানা যাইবার জন্য ব্যগ্র। সঙ্গতিশালী ব্যক্তি ভিন্ন কেণ্টকীতে শ্বেতকায় কোনও ঔপনিবেশিকেরই থাকিবার সুবিধা ছিল না। টমাসের মেজে-দোর-জানালা শূন্য কুঁড়ে ঘর কোন্ সঙ্গতিশালী ব্যক্তি ক্রয় করিতে সম্মত হইবে? তাঁহার ১০০।১৫০ বিঘা জমিই বা কে মূল্য দিয়া কিনিয়া লইবে? টমাস বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ওদিকে শীতকাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। ঘরবাড়ী শীঘ্র বিক্রয় হইলে হয়, নচেৎ টমাসকে আরেকটী বৎসরের জন্য সেখানে থাকিয়া যাইতে হইবে।

অবশেষে, ১৮১৬ সালে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একজন অপরিচিত ব্যক্তি টমাসের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল—তাঁহার

ঘর বাড়ী দেখিতে চাহিল। জায়গা ও বাড়ী তাহার পছন্দ হইল্ বটে কিন্তু সে টমাসেরই সমান অবস্থাপন্ন। নগদ পয়সা তাহার হস্তে অধিক ছিল না। ৭৫০ টাকা মূল্যে বাটী ও জমি বিক্রয় করা স্থির হইল, কিন্তু সে ব্যক্তির নিকট নগদ কেবলমাত্র ৫০৲ টাকা ছিল। গত বৎসর চাসে তাহার যে কিছু শস্য জন্মিয়াছিল তাহা দ্বারা সে মদ তৈয়ার করাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং ঘর বাড়ী ও জমির পরিবর্ত্তে ৫০৲ টাকা নগদ ও উপযুক্ত পরিমাণ মদ গ্রহন করিয়া যদি টমাস তাঁহার বাড়ী বিক্রয় করেন তবে সে ব্যক্তি তাহা লইতে পারে নচেৎ নহে।

টমাস মহা ফাঁফরে পড়িলেন। বাড়ী বিক্রয় না করিলে নয়। আর এ লোকটীর নিকট বিক্রয় না করিলেও এ বৎসরের জন্য তাহা আর বিক্রয় হইল না। কি করেন অগত্যা ১০ পিপা মদ ও ৫০ টাকা নগদ লইয়া উহা বিক্রয় করা স্থির করিলেন। ১০।১৫ দিনের মধ্যেই যাত্রার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইল। টমাস নিজ হস্তে একটী ডোঙ্গা তৈয়ার করিলেন। এই ডোঙ্গাতে করিয়া প্রথমে সেই ১০ পিপা মদ, তাঁহার ব্যবসায়োপযোগী যন্ত্রাদি ও ঘরকন্নার প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী লইয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত হইল। এই সমস্ত জিনিস ইণ্ডিয়ানায় পঁহুছাইয়া দিয়া অবশেষে তিনি পত্নী ও সন্তানদিগকে তথায় লইয়া যাইবেন এরূপ স্থির হইল।

নৌকাডুবি।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে টমাস্ তৈজসপত্র ও মদের পিপা ডোঙ্গায় তুলিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী, সারা ও এব্ তীরে দাঁড়াইয়া

তাহা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মাল বোঝাই হইয়া গেল। তার পর টমাসের ডোঙ্গা অতল জলে ভাসিল। পত্নী ও সন্তানদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া টমাস স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধনোদ্দেশ্যে নূতন রাজ্যমুখে প্রয়াণ করিলেন।

নৌকা ভাসিয়া চলিল। অনেক দূর পথ অতিবাহিত হইল। টমাস ভাবিলেন নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পহুছিবেন, কিন্তু বিধাতার সেরূপ ইচ্ছা ছিল না। যে গৃহে যুক্তরাজ্যের ভাবী পিতা এব্রাহাম লিঙ্কন লালিত পালিত হইবেন, সে গৃহে ১০ পিপা মদ থাকিবে ইহা বোধ হয় বিধাতার ভাল লাগিল না। তাই একদিন ডোঙ্গাখানি ধাক্কা খাইয়া একটু টলিল। মদের পিপাগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া নৌকার ভিতর গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আর যাইবে কোথায়? ২।৩ বার এপাশ ওপাশ ফিরিয়াই নৌকাখানি জল লইতে আরম্ভ করিল। টমাস অমনি জলে লাফাইয়া পড়িলেন এবং নৌকাখানিকে ধরিয়া রাখিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন।

নদীর তীরে একজন লোক কাজ করিতেছিল, টমাসকে তদবস্থ দেখিয়া সে ডাকিয়া বলিল "নৌকা ধরিয়া থাকিও আমরা আসিতেছি।" টমাস বলিলেন—"একটু তাড়াতাড়ি আসিতে হইবে।"

ইতি মধ্যে তাঁহার মদের পিপাগুলি নদীগর্ভে যাইয়া আশ্রয় লইল।

নিকটেই একটী নৌকা বান্ধা ছিল। তীরস্থ লোকগুলি নিমেষের মধ্যে তাহাতে লাফাইয়া পড়িল এবং সজোরে দাঁড় টানিয়া টমাসের নিকটবর্ত্তী হইল। টমাসকে নৌকায় তুলিয়া

লইয়া তাহারা তাঁহার নৌকাখানিকে টানিয়া নদীর তীরে আনিল। তৎপরে ডাঙ্গায় উঠিয়া কি উপায়ে জলমগ্ন সামগ্রীর পুনরুদ্ধার হয় তাহার পরামর্শ স্থির করতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই টমাসের নৌকা আবার জলযাত্রার উপযোগী হইল। বহু পরিশ্রমের পর নদীগর্ভ হইতে টমাসের কিছু কিছু জিনিসও উদ্ধৃত হইল। নদী হইতে ৩ পিপা মদ, কয়েকটী ছুতোরের যন্ত্র, কয়েকখানি কুঠার ও কোদাল টমাস ফিরিয়া পাইলেন। সাহায্যদাতাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া তিনি পুনরায় আপনার পথে চলিলেন।

এবারে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার জলপথ ফুরাইল। তৎপরে একটি গাড়ী ভাড়া করিয়া অবশিষ্ট নয় ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিতে হইবে। গাড়ীর মালিক টমাসের নৌকাখানি ভাড়াস্বরূপ পাইয়া তাঁহাকে তাহার গন্তব্য স্থানে পঁহুছাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল।—সেই পথশূন্য, জনহীন অরণ্যানীর মধ্য দিয়া টমাস ও গাড়োয়ান একটী ক্ষুদ্র রেখার মত পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদূর পরে আর সে পথেরও চিহ্ন রহিল না। সম্মুখে নিবিড়পাদপশ্রেণী প্রোত্তুঙ্গ প্রাচীরের মত শোভা পাইতেছে। আমাদের পথিকদ্বয় সেই প্রাচীরের সম্মুখে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। গাড়োয়ান পোজি বলিলেন "এদেশে চলা-ফিরার রাস্তা নাই। কুঠার হস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।"

টমাস্—"সেত বড় বিপদের কথা। এ অঞ্চলে কি লোকজন নাই।"

পোজি—"হাঁ আছে, এখানে ওখানে। তাহারা তোমাকে

দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইবে। বলত রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি।”

টমাস—“কাজে কাজেই।”

উভয়ে কুঠারহস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করতঃ গাড়ীর জন্য রাস্তা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎ কাল নিস্তব্ধে কাজ করার পর টমাস জিজ্ঞাসা করিলেন “আমাদিগকে কতটা পথ এইরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

পোজি—“অনেক দূর। এ যে প্রকৃত অরণ্যানী।”

টমাস—“তবে একটু হাত চালাইয়া কাজ না করিলে ত আমাদের পথ শীঘ্র ফুরাইবে না।”

পোজি—“আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকমাইলব্যাপী আরও কয়েকটী পথ করিয়াছি। তা হাত চালান দরকার বই কি।”

টমাস—“কিন্তু যদি সারাটি পথ আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয় তবেত তাহা সহজ হইবে না। এ যে দেখিতেছি কেণ্টকী ছাড়িয়া না আসিলেই ভাল হইত।”

পোজি—“তা তুমি ভাল জান। কিন্তু এখন যদি গন্তব্য-স্থানে যাইতে চাও তবে কঠোর পরিশ্রম ভিন্ন তাহা কিছুতেই সম্ভব হইবে না।”

অতঃপর আর বাক্যব্যয়ে সময়ক্ষেপ না করিয়া উভয়ে প্রভূত বিক্রমের সহিত অরণ্যানীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। কতকটা পথ এইরূপে অতিবাহিত হইলে তাঁহারা আবার সম্মুখে প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। সে প্রান্তরের পর আবার নিবিড়পাদপশ্রেণী। এইরূপে অষ্টাদশ মাইল পথ চলিতে তাঁহাদিগের অনেক দিবস কাটিয়া গেল।

অবশেষে যখন গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে আর ২।৩ মাইল বাকী আছে তখন তাঁহারা একজন ঔপনিবেশিকের কুটীর দেখিতে পাইলেন। ঔপনিবেশিক জাতিতে ইংরেজ; স্বজাতীয় অপর একব্যক্তিকে সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্য স্থানে পাইয়া তিনি অত্যন্ত সুখী হইলেন। পরম সমাদরে আগন্তুকদিগকে অভ্যর্থনা করা হইল, এবং কোন্ স্থানে টমাসের কুটীর নির্ম্মিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তিনি তাঁহাকে সুপরামর্শ দিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে টমাস সে স্থানে যাইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বলিলেন, "আমি যেরূপ আশা করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা এ স্থানটী অনেক ভাল।"

তাঁহার নবপরিচিত উড সাহেব বলিলেন, "আমি এই স্থানটীর উপর অনেক দিন হইতেই চক্ষু রাখিয়াছি।"

টমাস—"এখন এদেশে দেখিতেছি আরও অনেক লোকের সংস্থান হইতে পারে। ১৮ মাইলের মধ্যে একটী পরিবার—জনসংখ্যা ইহা অপেক্ষা আরেকটুকু ঘন হইলেও কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।"

উড—"একটী পরিবার কেন? এ জায়গার চারি পাশেই ত প্রতিবেশী আছে। এখান হইতে ২ মাইল পূর্ব্বে একটী পরিবার আছে; আমার বাড়ীত ২।৩ মাইল দূরে। তার পর ৬।৭ মাইলের মধ্যেই, উত্তরে ও পশ্চিমে আর ২টী পরিবার আছে। আসল কথা এই যে, এখন দলে দলে লোক এদেশে আসিতেছে।"

টমাস নির্ব্বাচিত স্থানে পোজির গাড়ী খালি করিয়া দিলেন। সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী সেই স্থানে রাখা হইল। তাঁহার অনুপস্থিতিতে

উড সাহেব সেগুলি দেখিবার ভার লইলেন। এবং টমাস স্বয়ং পরিবার পরিজনকে আনিবার জন্য কেণ্টকী অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার পুরাতন বাড়ী এই নূতন স্থান হইতে প্রায় ১২৫ মাইল ব্যবধান।

যথাসময়ে টমাস বাড়ী আসিলেন। তাঁহার পত্নী ও পুত্র-কন্যাগণ নূতন দেশে যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইলেন। তৈজস বহিবার জন্য এক জোড়া ঘোড়া ভাড়া করা হইল। সাত দিনের পর নানা প্রকারের অসুবিধা, ও বাধা বিঘ্ন অতি-ক্রম করিয়া লিঙ্কন-পরিবার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন।

আরণ্যক ইংরেজ রমণী।

বলা বাহুল্য যে সকল বীরনারী এই সময়কার মহারণ্যের ভিতর দিয়া, হিংস্র জন্তুর ভীষণ কলরব উপেক্ষা করতঃ এবং জিঘাংসাপূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব্ব সর্পাদির নিশ্বাস প্রশ্বাস অগ্রাহ্য করিয়া, পথ চলিতে সাহসী হইতেন, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের সুখশয্যাসেবী, বিলাসসামগ্রীপরিবেষ্টিত, প্রাসাদবাসিনী রমণীদিগের হইতে বিভিন্নজাতীয়া ছিলেন। তাহা না হইলে আমেরিকার সে নিবিড় অরণ্যানীতে কখনও সভ্য লোকের বসতি হইতে পারিত না। কথিত আছে এবের ঠাকুরদাদা যে সময়ে কেণ্টকী প্রদেশে আইসেন, সে সময়ে ডেভিস নামক জনৈক ইংরেজ ঔপনিবেশি-কের গৃহে একজন কুঠার ও বন্দুকধারী রক্তকায় আমেরিক প্রবেশ লাভ করে। ডেভিস সাহেব সে সময় বাড়ী ছিলেন না, তাঁহার পত্নী কয়েকটী ছোট ছোট শিশুর সহিত সেই কুটীরে

গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। রক্তকায়কে গৃহে ঢুকিতে দেখিয়াই তিনি অমনি আশ্চর্য্য প্রত্যুৎপন্নমতির সহিত তাহাকে আহারের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন এবং একটা সুরাপাত্র আনিয়া তাহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। রক্তকায় হস্তের বন্দুক মাটিতে রাখিয়া যাই সুরাপাত্র মুখে তুলিবে অমনি সেই বীরনারী তাহার বন্দুকটী নিজের হাতে লইয়া তাহার দিকে ধরিলেন। বলিলেন "হয় তোমার হাতের কুঠার পরিত্যাগ কর, নচেৎ এখনই আমি গুলি করিয়া তোমায় মারিয়া ফেলিব।" রক্তকায়ের হস্ত হইতে সুরাপাত্র স্খলিত হইল। সে একটী আসনের উপর বসিয়া পড়িল, বলিল যে "তিনি গুলি না করিলে সে তাঁহার কোনই অনিষ্ট করিবে না।" পতি গৃহে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত পত্নী রক্তকায়কে সেই অবস্থায় বসাইয়া রাখিলেন।

প্রায় এই সময়েই আরেক দিন, মেরিল নামক জনৈক ইংরেজের কুটীর একদল রক্তকায় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ঘটনাটী কি হইয়াছে দেখিবার জন্য যাই মেরিল দরজার বাহির হইলেন অমনি ভয়ানক আঘাতে তাঁহার মাথা ফাটিয়া গেল। তাড়াতাড়ি তিনি ঘরে ঢুকিলেন। আমেরিকগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মেরিল-পত্নী ও তাঁহার কন্যাগণ দরজায় খিল দিয়া তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন। আমেরিকগণ কুঠারহস্তে দরজার কিয়দংশ উড়াইয়া দিল; তাহার মধ্য দিয়া একজন লোক ঢুকিতে পারে। একদিকে মেরিল ভীষণ আঘাতের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন, তাঁহার-রক্তে গৃহ ভাসিয়া যাইতেছে; অপর দিকে তাঁহার কন্যাগুলি ভয়েতে ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। ইহার

মধ্যে মেরিল-পত্নী নির্ভীক্ চিত্তে শত্রু-সংহারের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিলেন। যাই একজন আমেরিক দরজার ফাঁক দিয়া ঘরে ঢুকিবার জন্য তাহার মাথা বাড়াইল অমনি তাঁহার প্রচণ্ড কুঠারাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। সেই বীরনারী মৃত আমেরিকের শরীর টানিয়া ঘরের ভিতর আনিলেন। বাহিরের আমেরিকগণ ভাবিল সঙ্গী ঘরে ঢুকিয়াছে। আরেকজনও সেইরূপে ঘরে ঢুকিতে গেল, অমনি সেও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধুর দশা প্রাপ্ত হইল। উপর্য্যুপরি চারি জন রক্তকায় এরূপে হত হইলে পর তখন অবশিষ্ট আমেরিকগণ ব্যাপারখানা কি তাহা বুঝিতে পারিল। এবারে তাহারা সে পথ ছাড়িয়া আরেক পথ দিয়া ঘরে ঢুকিবার উদ্যোগ করিল। মেরিল-কুটীরের চিমণির মধ্য দিয়া গৃহের ভিতর লাফাইয়া পড়িবে বাসনা করিয়া দুইজন রক্তকায় কুটীরের ছাদে উঠিল। অমনি সে বীরনারী কন্যাদিগকে চিমণি তলস্থ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করিতে আদেশ করিলেন। কুটীরস্থ একটী শয্যায় যাহা কিছু ছিল অচিরে তাহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইল। ধূ ধূ করিয়া আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। চিমণি রন্ধ্রস্থ আমেরিকদ্বয় ধূম ও উত্তাপে দিশাহারা, অন্ধপারা হইয়া ঘরের ভিতর পড়িয়া গেল। মেরিল সাহেব প্রাণের দায়ে উঠিয়া একখণ্ড কাষ্ঠের দ্বারা তাহাদিগকে সেই স্থানেই সংহার করিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার পত্নীর প্রচণ্ড আঘাতে দ্বারস্থ অবশিষ্ট আরেকজন আমেরিক প্রাণভয়ে কুটীর পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল।

এইরূপ শত শত অসুরনাশিনী ভীমপরাক্রমা বীরনারী এই

সময়ে আমেরিকায় আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। নহিলে আমেরিকার জঙ্গল এত সহজে কাটা পড়িত না।

নূতন ভিটায় নূতন বাড়ী।

আমাদের এব্ যখন যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট, তখন তিনি একবার একটী সেনা-হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিতে যান। যুক্তরাজ্যের প্রায় তিন হাজার স্বদেশপ্রেমিক প্রজা স্বদেশের কল্যাণার্থ যুদ্ধ করিয়া আহত অবস্থায় সে হাঁসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। লিঙ্কনের ভ্রাতৃ-প্রেম জাগিয়া উঠিল। তিনি সেই সকল স্বদেশপ্রেমিক লোকদিগের প্রত্যেকেরই করস্পর্শ করিতে চাহিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ বলিলেন, তিন হাজার লোকের করপীড়ন করিলে তাঁহার কষ্ট হইবার সম্ভাবনা; হয়ত পরদিন হাতের বেদনায় অন্য কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। লিঙ্কন কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। উৎসাহের সহিত সেই সকল সেনাদিগের করপীড়ন করিয়া আসিলেন। হাঁসপাতালের বাহিরে একটি প্রকাণ্ড ভারী কুঠার ও একখণ্ড কাষ্ঠ পড়িয়াছিল। প্রেসিডেন্ট সাহেব কুঠারহস্তে কিয়ৎকাল সেই কাঠ চেলা করিলেন এবং তৎপরে সেই প্রকাণ্ড ভারী কুঠারটীকে হস্তাগ্রে ধারণ করতঃ দক্ষিণ হস্ত সমভাবে ঋজু করিলেন এবং খানিক ক্ষণ কুঠার খানিকে তদবস্থায় ধরিয়া রাখিলেন। হাতটী একটী বারের জন্যও কাঁপিল না। অনেক বলবান ব্যক্তি সে স্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের কেহই সে কুঠার খানিকে মুহূর্ত্তেকের জন্যও তদবস্থায় ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

যে স্থানে, যেরূপ শিক্ষার ভিতব দিয়া, যেরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট বাহুতে এইরূপ অসুর বীর্য্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

নূতন স্থানে নূতন বাটীর দরকার, কিন্তু শীতকাল সমাগতপ্রায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে রীতিমত গৃহ প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। সুতরাং স্থির হইল যে আপাততঃ একটা যেমন তেমন ঘর তোলা হউক. পর বৎসর বসন্তের প্রারম্ভে নূতন বাড়ী প্রস্তুত করা হইবে। তদনুসারে পরিবারস্থ সকলের সমবেত চেষ্টায় একটা স্থানের তিন দিকে কাঠের বেড়া দিয়া ঘেরিয়া ফেলা হইল এবং সেই বেড়ার উপর কয়েক খানি তক্তা ফেলিয়া ছাদ করা হইল। এইরূপ গৃহে লিঙ্কনপরিবার সে বৎসরের দুরন্ত শীত কাটাইয়া দিলেন।

১৮১৭ সালে বসন্ত কালের প্রারম্ভেই নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য সকলে আগ্রহের সহিত প্রস্তুত হইলেন। নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে ঘরের জন্য মাল মসলা সকলই প্রস্তুত ছিল। ঘরামির মধ্যে টমাস নিজে, তাঁহার ৮ বৎসর বয়স্ক পুত্র এব্রাহাম এবং তাঁহার কন্যা ও পত্নী। মধ্যে মধ্যে প্রতিবেশী উড আসিয়া কখনও কিছু সাহায্য করিয়া যাইতেন। টমাসের বাহুবলে অরণ্যানীর বিশাল বৃক্ষ ছেদিত হইল। বালক এব্ ছিন্ন তরুর শাখাপ্রশাখা কাটিয়া ঘরের জন্য খুঁটী পাড় প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিল। এইরূপ শিক্ষার মধ্যে এবের জীবন আরম্ভ হইল। ৮ বৎসর বয়স অবধি ত্রিংশৎ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কুঠার প্রায় তাঁহার চিরসঙ্গী হইল। এ অবস্থায় পরশুর ব্যবহারে এব্

যে সুনিপুণ হইবেন, তাঁহার হস্তেতে যে অস্থুর বীর্য্য জন্মিবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি ?

লিঙ্কনপরিবারের সকলের সমবেত চেষ্টায় উপযুক্ত সময়ে গৃহ প্রস্তুত হইল। গৃহটীকে দীর্ঘে ১২ হাত ও প্রস্থে ১০॥ হাত করা হইল। তাহার এক প্রান্তে একটা উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইল। মঞ্চটীর দুই দিক্ তক্তা দিয়া ঘেরিয়া ফেলাতে তাহা একটী কুঠরীতে পরিণত হইল। নবসূচিত জীবনের প্রথম দ্বাদশ বৎসর কাল এব্ এই কুঠরীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

গৃহ প্রস্তুত হইল। এখন গৃহসজ্জার প্রয়োজন। খাট, টেবল, চেয়ার—ইহা না হইলেত ইংরেজের চলে না। কিন্তু সে জঙ্গলে এ সকল আসিবে কোথা হইতে ? টমাস বুদ্ধিবলে ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘরটীকে সাজাইয়া ফেলিলেন। এব্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে তুরপুনটা আনত, একটা খাট তৈয়ার করিব।"

এব্ তুরপুন আনিয়া বলিল, "বলনা কোথায় ছিদ্র করিতে হইবে।"

টমাস—"তুমি পারিবে না, দুই ইঞ্চি ছিদ্র করা তোমার ওহাতের কর্ম্ম নয়। তুমি খাটের পায়া ও পাড় খুঁজিয়া আন। একটা ছোট মোটা কাঠ, আর ২টী সরু কাঠ।"

এব্—"তাতেই হবে ?"

টমাস—"তা না ত কি ? ঐ কোণায় খাট বসাব। বেড়ার ~~গায়ে~~ দুইটী ছিদ্র করিব, আর মাটিতে খুঁটী পুতিয়া পায়া করিব। তার উপরে পাড় বসাইলেই ত খাট হইল।"

কোণায় খাট প্রস্তুত হইতে চলিল। একটা কোণ হইতে এক-দিকের বেড়ার ৮ ফুট মাপিয়া একটি ছিদ্র করা হইল। আবার সেই কোণ হইতে অপর বেড়ার ৪॥ ফুট মাপিয়া আরেকটি ছিদ্র করা হইল। তৎপরে যথাস্থানে খুঁটি পুতিয়া তার উপর দুটী পাড়ের এক এক প্রান্ত আঁটিয়া দেওয়া হইল, এবং অপর প্রান্ত দুটী ছিদ্রের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইল। খাটিয়া সাজ প্রস্তুত হইল। তারপর খাটিয়ার দড়ির দরকার। টমাস বলিলেন "এব্ এখন খাটিয়ার জন্য দড়ি আন ত। নইলে বিছানা পাতিব কিরূপে।"

এব্—"দড়ি কোথা হইতে আনিব?—তক্তা পাতিয়া লওনা?"

টমাস—"আমিও তাই বলিতেছি। পছন্দ করিয়া কয়েক-খানি তক্তা আন।"

তক্তা আনা হইল। চলনসই একখানা তক্তপোষ তৈয়ার হইল। তার উপরে কিছু খড় পাতিয়া লিঙ্কনপরিবারের শয্যা নির্ম্মিত হইল।

বলা বাহুল্য এইরূপ প্রণালীতে অতি শীঘ্রই চেয়ার ও টেবল প্রস্তুত হইল। এইরূপ সজ্জায় সজ্জিত গৃহের প্রাগ্বর্ণিত মঞ্চোপরি এব্ পরম পরিতোষের সহিত জীবনের প্রথম পরি-চ্ছেদ পরিসমাপ্ত করিয়াছিলেন। স্নধু তক্তার উপর কেবলমাত্র একখানি কম্বল গায় দিয়া এই গৃহে তিনি শীতের পর শীত কাটাইয়াছিলেন। দিবসের কার্য্যসমাধান্তে এই মঞ্চোপরি বৎসরের পর বৎসর তিনি যেরূপ মনের সুখে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেন তাহা বোধ হয় ধনীর সুকোমল শয্যাতেও সহসা মিলে না। সামান্য রুটি ভিন্ন এ গৃহে তাঁহার অন্য কোন প্রকারের

আহার্য্য যোটে নাই। কিন্তু এই রুটি খাইয়া তাঁহার যে পরিতুষ্টি হইত, তাহা ভাগ্যবানের ভাগ্যেও সচরাচর ঘটে না। এবের মুকুলিত জীবনের প্রথম দ্বাদশবৎসর এইভাবে, এইরূপ শিক্ষার মধ্যে এইরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হয়।—এসময়ের মধ্যে বালক এব্ একবার স্বপ্নেও ভাবে নাই যে ইহা অপেক্ষা ভাল অবস্থা কখন তাহার ভাগ্যে ঘটিবে।

১৮১৭ সালের শরৎকালে লিঙ্কন-পরিবারের নূতন গৃহ প্রবেশ হইল। এই সময়ের মধ্যে এব্রাহাম একদিকে যেমন আরণ্য-বালকোপযোগী সমস্ত শিক্ষা অধিগত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, লেখাপড়াতেও তেমনি তাঁহার কিছুমাত্র শৈথিল্য লক্ষিত হয় নাই। পরিবারস্থ বাইবেল, তৎপ্রশ্নোত্তর এবং স্পেলিং বই, এই তিনখানি পুস্তক তাহার অধ্যয়নের চিরসহচর হইয়া রহিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু-সংখ্যক লোক আসিয়া ইণ্ডিয়ানাতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। দেখিতে দেখিতে লিঙ্কনপরিবার নবাগত প্রতিবেশীদিগের দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই প্রতিবাসী-দিগের অধিকাংশই নিরক্ষর ও পানদোষে কলুষিত ছিল। সুতরাং প্রতিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবের মাতার প্রাণের আশঙ্কাও বাড়িয়া গেল। পাছে এব্ নূতন সঙ্গীদের সহিত মিশিয়া সুরাপান অভ্যাস করিয়া ফেলে এই ভয়ে তাহার প্রাণ সর্ব্বদাই দুর দুর করিত। একদিন তিনি স্বামীকে বলি-লেন, "দেখ আমার বোধ হয় নদীতে তোমার নৌকা ডুবাইয়া ভগবান্ আমাদিগের বড়ই উপকার করিয়াছিলেন। এ সময়ে ঘরে দশ পিপা মদ থাকিলে কি আর রক্ষা থাকিত?"

টমাস—"এখন যাই বল না কেন, তখন কিন্তু নৌকাডুবি বড়ই কষ্টের কারণ হইয়াছিল।"

পত্নী—"আমরা অদূরদর্শী লোক, এতটা বুঝিতে পারা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? তবে এখন সেই দুর্ঘটনার মধ্যেও বিধাতার কৃপার হাত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—কি বাঁচা গেছে।"

টমাস-পত্নী স্বধু স্বামীর সহিত এরূপ কথোপকথন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না। অবসর পাইলেই এব্‌কে তিনি এবিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক করিয়া দিতেন। একদিন কথাচ্ছলে মাতাল-দিগের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি পুত্রকে বলিলেন "দেখ, লোকে আগে মদ খাইতে আরম্ভ করে, তারপরে মাতাল হয়। তুমি যদি আদবেই মদ স্পর্শ না কর তবে কখনও মাতাল হইবে না।"

বলা বাহুল্য মায়ের সুপুত্র এব্‌ কখনও মাতার পরামর্শের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে নাই। মাতার কথা যাহারা না শুনে, পৃথিবীতে বড়লোক হওয়া তাহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটিয়া উঠে না।

রোগ শোক।

আজ এক বৎসর হইল লিঙ্কনপরিবার ইণ্ডিয়ানাপ্রদেশে বাস করিতেছে। সুখে দুঃখে এক রকমে তাঁহাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে। বহুসংখ্যক লোক আসিয়া তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে ঘরবাড়ী বাঁধিয়াছে, বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শান্তি

ও স্বচ্ছলতা চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। প্রত্যেক কুটীরই যথেষ্ট পরিমিত ধনজনধান্যে পরিপূর্ণ। আরণ্যক ইংরেজ এখনও বিলাসিতা কাহাকে বলে জানেনা, স্থতরাং মোটা রুটি কাপড়েই তাহারা পরিতুষ্ট। তার উপর প্রকৃতি শোভন বেশে সাজিয়া তাহাদিগের স্থখ বর্দ্ধন করিতে বসিয়াছেন।—এই স্থন্দর শান্তি ও স্থখের ছবির মধ্যে হঠাৎ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। অজ্ঞাতপূর্ব্ব মহামারি আসিয়া সেই সকল নবাধ্যুষিত জনপদকে বিত্রস্ত করিয়া তুলিল।

এ এক নূতন ব্যাধি। দুগ্ধবতী গাভী সকল প্রথমে এ ব্যাধির আক্রমণে পালে পালে মরিতে লাগিল। তার পরে মানুষের পালা আসিল। ১৮।২০ মাইল দূরবর্ত্তী একটী পরিবারে প্রথমে এই ব্যাধি দেখা দিল। তাহার অল্পকাল পরেই এই ভয়ঙ্কর অতিথি লিঙ্কনকুটীরের দ্বারস্থ হইল। টমাস-পত্নী স্প্যারো পরিবারে পালিতা হইয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারা লিঙ্কনদের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে আসিয়া ঘরবাড়ী বান্ধিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই পরিবারে এই ভীষণ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইল। স্প্যারো দম্পতি উভয়েই এক সঙ্গে আক্রান্ত হইলেন। প্রতিবেশী ঔপনিবেশিকেরা, বিশেষতঃ এবের পিতা ও মাতা উভয়ে, তাঁহাদের যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে পীড়ার কিছুতেই উপশম হইল না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া যাইতে লাগিল, স্প্যারো দম্পতির যন্ত্রণা একবার কিঞ্চিৎ উপশম হয়, আবার ভয়ানক বাড়িয়া উঠে। অবশেষে তাঁহাদের বাঁচিবার আর কোনই সম্ভাবনা রহিল না। এ অবস্থায় এবের মাতা স্বীয় স্বামীকে বলিলেন "স্প্যারোদিগকে আমাদিগের

কুটীরে আনিলে ভাল হয়। এখানে আসিলে আমরা তাঁহাদের প্রতি সমধিক যত্ন করিতে পারিব। শুশ্রূষারও ভালরূপ আয়োজন করিতে পারিব।”

টমাস—“তাই করা হোক। হয় ত এখন আর তাহা অপেক্ষা ভাল বন্দোবস্ত কিছু সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহারা আর অধিক দিন বাঁচিতেছেন না।”

পত্নী—“আমরা ত এখানে তাঁহাদিগকে সমধিক যত্ন করিতে পারিব। মরা বাঁচা ভগবানের হাত। তবে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলে তাহাতেই আমাদের সন্তোষ।”

ব্যাধিগ্রস্ত দম্পতিকে লিঙ্কনকুটীরে আনয়ন করা হইল, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের পীড়ার কোনই উপশম হইল না। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহারা উভয়েই নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া পীড়ার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহাদের মৃত্যুতে সে অঞ্চল যেন গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইল। এব্রাহামের প্রাণ গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ হইল।

স্প্যারোদম্পতির মৃত্যুর কিছুদিন পরেই এব্রাহামের মাতা হঠাৎ একদিন রাত্রি ৩টার সময় এই ভীষণ ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্তা হইলেন। এব্রাহাম গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন; মাতার ভীষণ যন্ত্রণায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সাহায্যার্থ নিকট-বর্ত্তী প্রতিবেশী উড সাহেবের পত্নীর নিকট দৌড়িয়া গেলেন। অল্পকালের মধ্যেই উড-পত্নী লিঙ্কনকুটীরে আসিয়া দেখা দিলেন। এবের মাতার পীড়ার সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইবা মাত্র দলে দলে ঔপনিবেশিকেরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। সকলেই লিঙ্কনপরিবারের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল।

কিন্তু এবের মার পীড়া বড়ই শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে লাগিল এবং অল্পকালের মধ্যেই সকলে বুঝিল যে এ যাত্রা আর তাঁহার রক্ষা নাই। অবশেষে ১৮১৮ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে তিনি সমস্ত রোগ ও যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া অবিনশ্বর লোকে চলিয়া গেলেন।

গৃহলক্ষ্মীর তিরোভাবে লিঙ্কনপরিবারে বিষাদের গাঢ়কালিমা দিনের পর দিন ক্রমেই ঘনতর হইতে লাগিল। পতির ঔদাস্য এবং সন্তানদ্বয়ের নৈরাশ্য ও বিষাদ সে অরণ্যানীর নির্জ্জনতার সহিত মিশিয়া যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিল তাহা বর্ণনা করি আমাদের এমন শক্তি নাই।

এবের বয়স এখন নয় বৎসর। এই অল্প বয়সে মাতার স্নেহ, যত্ন, উপদেশ ও পরামর্শ হইতে হঠাৎ বঞ্চিত হইয়া বালক যেন একেবারে মর্ম্মাহত হইল। বুদ্ধিমান, মাতৃবৎসল এব্ অনেক বিষয়েই মাতার বুদ্ধি ও পরামর্শের উপর নির্ভর করিত। মাতার হঠাৎ মৃত্যুতে তাই তাহার যেন নির্ভরযষ্টি ভাঙ্গিয়া গেল, প্রাণের জ্যোৎস্না নিভিয়া গেল।

প্রথম পত্র।

একদিন সন্ধ্যার সময় এবের পিতা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এব্ তুমিত এখন একরকম লিখিতে শিখিয়াছ। একটা চিঠি লিখিতে পারিবে কি? পাদ্রি এল্‌কিন্স্‌কে এখানে আসিবার জন্য লিখিতে হইবে।

এব্ সবে দশ বৎসরে পা দিয়াছে।—সেই নিভৃত জঙ্গলে

আরণ্যক বালকের নানাপ্রকারের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে এব্ কেমন করিয়া লিখিতে অভ্যাস করিয়াছিল আমরা তাহা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বলা বাহুল্য সে জঙ্গলে কালি, কলম, কাগজের বড় স্বচ্ছলতা ছিলনা। বিশেষতঃ এবের মত দরিদ্র বালক সে সকল দ্রব্য কোথায় পাইবে? সুতরাং তাহাকে নূতন রকমের কালি কলম কাগজ আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। শীতকালে যখন ভূমি বরফাবৃত হইয়া যাইত তখন এব্ তাহার হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা তাহার উপরে হস্তলিপি লিখিত। আর গ্রীষ্মকালে বাগানে যাইয়া সে লাঠির সাহায্যে মাটীর উপরে হস্তলিপি লিখিতে অভ্যাস করিত। তার পর আশে পাশে যত গাছের ছাল বা তক্তা ছিল তাহার সকলের উপরেই শ্রীমান্ এবের হস্তাক্ষর। একখণ্ড কয়লা দিয়া সে সকল গুলিকেই শ্রীমান্ এব্ স্বীয় হস্তলিপি দ্বারা চিত্রিত করিত। সেই নিভৃত অরণ্যানীর বৃক্ষকাণ্ড ও প্রান্তর দেশ এইরূপে আমাদের এবের কাগজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এইরূপ অধ্যবসায় ও যত্নে বালক এব্ লিখিতে শিক্ষা করিযাছিল।

পিতার কথার উত্তরে এব্ নিবেদন করিল "কি লিখিতে হইবে বলিয়া দিলে তাহা আমি লিখিতে পারিব।"

পিতা—"তাহা আমি বলিয়া দিতেছি। এই তোমার প্রথম চিঠি লেখা, তা জানত? আর তুমিত জানই যে তোমার বাবা কখনও চিঠি লিখেন নাই, কখনও চিঠি লিখিতে শিখেন নাই।"

এব্—"কি লিখিব?"

পিতা—"তাঁকে তোমার মার মৃত্যুসংবাদ জানাও। তিনি ত সে সংবাদ এখনও শুনেন নাই এবং তাঁহাকে এখানে

আসিতে বল। তোমার মাতার আত্মার কল্যাণের জন্য তাঁহাকে এখানে আসিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে।"

এব্—"তাঁহাকে কবে আসিতে লিখিব।"

পিতা—"তিনি যখন পারেন। আশা করি শীঘ্রই আসিবেন। তবে অবশ্যই তিনি তাঁহার সুবিধা বুঝিয়া কাজ করিবেন।

এব্—"তিনিও যদি মরিয়া গিয়া থাকেন।"

পিতা—"তুমি কেন এরূপ মনে করিতেছ?"

এব্—"মার মত তাঁরও কি মৃত্যু সম্ভব নয়? আর তিনি যেমন মার মৃত্যুর কথা জানেন না, আমরাও তেমনি তাঁর মৃত্যুর কথা না জানিতে পারি।"

পিতা—"তা সম্ভব বটে। কিন্তু দেখি তুমি কেমন চিঠি লিখিতে পার।"

কাগজ কলম আনা হইল এবং পিতার নির্দ্দেশানুসারে এব্ তাহার প্রথম চিঠি লিখিতে বসিল। পত্র লেখা শেষ হইলে এবের পিতা তাহা একবার তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। এব্ চিঠি পড়িয়া শুনাইল। বৃদ্ধের আর আনন্দের অবধি রহিল না। লিঙ্কন-পরিবারের কোনও পুরুষেই কেহ কখন চিঠি লিখিতে শিখে নাই। পুত্রের বিদ্যালাভের এই চাক্ষুষ নিদর্শনে বৃদ্ধের বুকে আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

চিঠি পড়া শেষ হইলে তাহা ডাকঘরে পাঠান হইল। এব্ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিনে এল্‌কিন্স্ চিঠি পাইবেন।"

পিতা—"তাহা আমি জানি না। তবে তিনি একদিন উহা পাইবেনই এবং তাহা হইলেই একবার এখানে আসিবেন।"

এব্—"এতদূর হয় ত তিনি আসিবেন না।"

পিতা—"তাঁর পক্ষে এ স্থান ততদূর নয়। এ স্থান হইতে ৩০।৩৫ ক্রোশ দূরে ত তিনি প্রায়ই আসিয়া থাকেন।

চিঠিখানি চলিয়া গেল। তাহার কি ফল হয় তাহা জানিবার জন্য এব্ উৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মাতৃশ্রাদ্ধ।

চিঠি লেখার তিন মাস পরে প্রচারক এল্‌কিন্স্ আসিলেন। পত্রখানি অনেক স্থানে ঘুরিয়া কেণ্টকীতে তাহার নিকট পঁহুছিয়াছিল। পত্রখানি পাইয়াই তিনি প্রাচীন বন্ধু টমাসের নিকট যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং সুযোগ পাইবামাত্র ইণ্ডিয়ানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

প্রিয় প্রচারকের আসিতে এত বিলম্ব দেখিযা এব্ মনে করিয়াছিল যে চিঠিখানি তাঁহার নিকট পঁহুছে নাই, তাঁহার আসা হইবে না। তাই সে একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে যখন বাটী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে গিয়াছিল, দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল যে এল্‌কিন্স তাঁহার বৃদ্ধ ঘোটকে চড়িয়া আসিতেছেন। এল্‌কিন্সও এবকে দেখিয়া চিনিলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ও কৈ যাচ্চে, এব্ নাকি? আমি কি তোমাদের বাড়ীর এতটা নিকট আসিয়া পড়িয়াছি।"

এব্—"হাঁ! আপনি কি আমার চিঠি পাইয়াছিলেন?"

এল্—"তোমার চিঠি ?—হাঁ, আমি তোমার পিতার চিঠি পাইয়াছি।"

এব্—"তাই। সেটী আমার লেখা।"

এল্—"তোমার লেখা? বটে?"

এব্—"হাঁ, বাবা যে লিখিতে জানেন না তাত আপনি জানেন।"

এল্—তাওত বটে, তিনিত লিখিতে জানেনই না। চিঠি খানি তুমি লিখিয়াছিলে?—তোমার সমবয়স্ক অল্প বালকেই ওরূপ চিঠি লিখিতে পারে।"

এব্—উটী আমার প্রথম লেখা।

এল্—সেত আরও ভাল।—

এরূপ কথোপকথনের সময়ে উভয়েই লিঙ্কনকুটীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। এব্ এল্‌কিন্সের ঘোড়ার পাশ দিয়া দৌড়িয়া চলিয়াছিল আর এল্‌কিন্স সস্নেহদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিতে চাহিতে যাইতেছিলেন।

কুটীরের নিকটে পঁহুছিয়া এব্ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিল "ঐ আমাদের বাড়ী।"

এল্—"এত বেশ জায়গা! আর ঐ বুঝি তোমার বাবা।"

এব্—"হাঁ তিনিই বটেন। আপনাকে দেখিয়া তিনি বড়ই সুখী হইবেন।"

এল্—"তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আমারও বড় আনন্দ হইবে।

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে কুটীরদ্বারে পঁহুছিলেন। টমাস এল্‌কিন্সকে চিনিতে পারিয়া পরমানন্দে তাঁহাকে অন্তরের

সহিত অভিবাদন করিলেন। এল্‌কিন্সকে দেখিবার আশা তাঁহার প্রাণ হইতে তিরোহিত না হইলেও তিনি তাঁহাকে যে সেদিন দেখিতে পাইবেন, স্বপ্নেও এরূপ প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তাঁহার প্রাণে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন ঃ—

"আজ আমার গৃহ নিরানন্দ। মৃত্যু আসিয়া আমার বাটীতে ভয়ানক পরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়া গিয়াছে।"

এল্‌কিন্স—"তুমি যে কি রত্ন হারাইয়াছ তাহা আমি জানি এবং তজ্জন্য যে তোমার প্রাণ ঔদাস্যে পরিপূর্ণ হইবে তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবে জান কি, ভগবান্ যাকে ভাল বাসেন তাকেই পরীক্ষার আগুণে ফেলেন।

টমাস এল্‌কিন্সের কথার সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আপনি যদি দয়া করিয়া আসিয়াছেন তবে আমার পত্নীর সমাধিস্থলে তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে।—এবং আপনিত তাঁহাকে বিশেষরূপেই জানিতেন,—তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর কথাও আমাদিগকে একবার স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। আজ বুধবার, আগামী রবিবার পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে আপনাকে থাকিয়া যাইতে হইবে।"

এল্—"তা রবিবার পর্য্যন্ত থাকিব। প্রভুর কার্য্য করিতে পাইলেই আমার দিন সার্থক। তা এ অঞ্চলেই এ কয় দিন তাঁর কার্য্য করিব।"

সুতরাং স্থির হইল যে এল্‌কিন্স রবিবার দিন টমাসের পত্নীর সমাধিস্থলে তাঁহার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। তদনুসারে ১০।১৫ মাইল ধরিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান

হইল। এবং শ্রাদ্ধের অপরাপর সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখা হইল।

এল্‌কিন্‌স্‌ এদিকে সপ্তাহের অবশিষ্ট কয়দিন ধরিয়া লিঙ্কন ও তন্নিকটবর্ত্তী পরিবারে ভগবানের গুণগান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; যথাসাধ্য দুঃখীর দুঃখমোচন, শোকার্ত্তের শোকাপনোদন এবং ভগবানের দয়ার কথা প্রচার করিয়া জীবন সার্থক করিতে লাগিলেন। এব্‌ এরূপ সংসর্গে পড়িয়া বড়ই উপকৃত হইলেন।

অবশেষে রবিবার আসিল। সুন্দর, উজ্জ্বল দিনে ১০।১৫ মাইল হইতে ঔপনিবেশিকগণ সপরিবারে শ্রাদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। অসহায় শিশু হইতে পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলে টমাসের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ এবের মার শ্রাদ্ধ—সে অঞ্চলে তাঁহার প্রতি সকলেরই অটল শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, সুতরাং সকলেই আগ্রহের সহিত লিঙ্কনপরিবারের অশ্রুজলের সহিত অশ্রুজল মিশাইতে, তাঁহাদিগের সহিত কণ্ঠস্বর মিশাইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রস্থিত আত্মার জন্য প্রার্থনা করিতে সেখানে সমাগত হইল। কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ শকটে, কেহ পদব্রজে, যে যেরূপে পারিল সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এল্‌কিন্সের হৃদয় আজ স্বর্গীয় তেজে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের প্রিয়কন্যা, স্বীয় প্রিয়বন্ধু টমাসের গৃহলক্ষ্মী, সে অঞ্চলের অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী সর্ব্বগুণাধারা এব্‌ জননীর আত্মার চিরন্তন প্রকৃত কল্যাণের জন্য সমবেত শত শত ব্যাকুলপ্রাণ নরনারীর সহিত মিশিয়া প্রার্থনা করিবেন—তাঁহার সদ্গুণ কীর্ত্তন করিয়া

তাহা অনুকরণের জন্য উপস্থিত নরনারীর প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দিয়া স্বীয় প্রভু পরমেশ্বরের রাজ্যবিস্তার পক্ষে সহায়তা করিবেন—ভক্তের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মাহেন্দ্র যোগ আর কি হইতে পারে?—এল্‌কিন্সের কণ্ঠ হইতে আজ অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল। উপস্থিত নরনারীর প্রাণ গলিয়া গেল; অনেক দিন পরে শান্তিহারা টমাস্ প্রাণে শান্তিলাভ করিলেন; ভগবানের আশ্চর্য্য করুণায় তাঁহার প্রাণের শোক তাপ অপনোদিত হইল।

মাতার গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে এবের প্রাণে যে কি আশ্চর্য্য ভাবের ক্রীড়া হইতে লাগিল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কয়েক হাত দূরে তাহার স্নেহময়ী মাতার দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত রহিয়াছে। কয়েক হাত মাটির নীচে মার সেই হাত, সেই মুখ, সেই চক্ষু প্রোথিত রহিয়াছে যাহা জীবিতকালে তাহার প্রাণে কতই অমৃত ঢালিত। আর তাহার সেই মা আজ শ্রাদ্ধ দিনে যেন জীবন্ত ভাবে তাহার সম্মুখে উপস্থিত,—তাঁহার স্নেহমাখা চক্ষু যেন প্রকৃতপ্রস্তাবেই তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। ঈশ্বরের নিকটে যাইয়া, তাঁহার সংসর্গে থাকিয়া যেন সেই মার স্নেহ শতগুণ বাড়িয়াছে, তাঁহার অমৃতচাহনির মোহিনী শক্তি যেন সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। মাতার যে সকল অগণ্য স্নেহপূর্ণ দয়ামাখা কার্য্যে এবের জীবন মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল সেগুলি আজ যেন জীবন্ত মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া একে একে তাহার নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল।—এমন মার কল্যাণের জন্য সন্তান ঈশ্বরের নিকট কি প্রার্থনা করিবে না? আর এমন ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ সন্তানের নিকট কি ঈশ্বরের জ্যোতি অপ্রকাশিত

থাকিবে ? তাহা কি কথনও হইতে পারে ?—এবের নিকট তাই আজ ইহকাল পরকাল এক হইয়া গেল ; এবের নিকট আজ আর ঈশ্বর সৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত রহিলেন না—এবের নিকট তিনি আজ প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁহাকে সে আজ দেখিতেছে আর ব্যাকুলভাবে তাঁহার চরণে পড়িয়া মাতার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

আর এ এলকিন্সই বা কে ?—এমন করিয়া ইহ পরকাল এক করিয়া দিতে পারে,—বুদ্ধিমানের অগোচর, ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ঈশ্বরকে এমন করিয়া প্রত্যক্ষীভূত করিয়া দিতে পারে,—বন্য বালকের প্রাণটীকে এমন করিয়া ঈশ্বরজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিতে পারে,—শোকার্ত্ত পতির প্রাণের দীর্ঘকালস্থায়ী শোক-শঙ্কু এমন করিয়া উন্মূলিত করিয়া দিতে পারে, অরণ্যবাসী নর নারীর প্রাণে এমন করিয়া স্বর্গের অমৃত সিঞ্চন করিতে পারে, জল স্থল মরুৎ ব্যোমকে এমন করিয়া মধুমাখা করিয়া দিতে পারে,—আর্য্য ঋষির সেই শ্রাদ্ধ মন্ত্রটীকে—মধুবাতা ঋতা-যতে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ইত্যাদি—নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে এমন করিয়া উদ্বুদ্ধ ও সজীব করিয়া দিতে পারে,—এ কে ?—

এল্‌কিন্স্‌ এ বিদ্যা কোথায় শিখিলেন, এ শক্তি কোথায় পাইলেন।

যে শক্তির নিকট আজ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বনের দশ বৎসরের বালক প্রাণে এমন নির্ভর, এমন বল সঞ্চয় করিয়া লইল যাহার গুণে কালে সে এ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিবে—সে শক্তি সে বনে কোথা হইতে সঞ্চারিত হইল ?

প্রকৃত ভক্ত।

ঈশ্বরের আশ্চর্য্য বিধানে যে দেশে যে সময়ে যেরূপ বস্তুর প্রয়োজন হয় তাহা যেন সে দেশে আপনা আপনিই ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। আমেরিকায় ঈশ্বরের একদল নিরক্ষর সন্তান বৃক্ষচ্ছেদনে, জঙ্গলকর্ত্তনে নিযুক্ত রহিয়াছে; ভূপৃষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া তথায় পৃথিবীর সভ্যতমজাতির আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহাদিগের জীবনের জন্য এই কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। লেখাপড়া শিখিয়া, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে তাহাদের ভাগ্যে সে সুযোগ, সে সুবিধা ঘটিতেছে না;—তাহারা সারা দিন গলদ্ঘর্ম্মকলেবর হইয়া গাছ কাটিতেছে, জমি পরিষ্কার করিতেছে, হিংস্র জন্তুর সহিত লড়িতেছে, হিংস্রতর রক্তকায়ের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত রহিয়াছে।—জীবনরক্ষার জন্য তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত যে ভীষণ সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে তাহাতে অন্য বিষয়ে,—স্বীয় আধ্যাত্মিক বা মানসিক উন্নতির জন্য, তাহারা মনোনিবেশ করে তাহাদের এমন সময় কিম্বা সুবিধা হইতেছে না—কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের আত্মার কল্যান সাধিত হইবে না? তাহারা কি ঈশ্বরের দয়ার কথা শুনিতে পাইবে না? তাঁহার পবিত্র নামের ধ্বনিতে কি তাহাদের গৃহ পবিত্র হইতে পাইবে না?—

তাহারা ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছে। ঈশ্বর সঙ্কল্প করিয়াছেন যে আমেরিকার নিবিড় অরণ্যানী পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির আবাসভূমি হইবে। তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাই শত

শত নরনারী সেই নিবিড় অরণ্যানীর দিকে ছুটিয়াছে—জঙ্গল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার কার্য্য করিতে গিয়া কবে কাহার কোন্ অভাব অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে? যুক্ত-রাজ্যের আরণ্যকদিগেরও আধ্যাত্মিক অভাব অপূর্ণ রহিল না। অচিরে একদল লোক ঈশ্বরের আহ্বানে তাঁহার নামপ্রচারের ব্রত গ্রহণ করিল। বিষয়-সুখ পরিহার করিয়া, ঈশ্বরের চরণে স্বার্থ বলি দিয়া,—তাঁহার নামের গুণে প্রবৃত্তিনিচয়ের উপর জয় লাভ করিয়া কয়েকজন ঈশ্বরসন্তান মহোৎসাহে সে অরণ্যানী তাঁহার নামধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। তাঁহাদের জ্বলন্ত উৎসাহে, আশ্চর্য্য বৈরাগ্যে ও স্বর্গীয় প্রেমে শীঘ্রই সে অরণ্যানীর অনেক আরণ্যবালকই ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইল, তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইতে শিখিল। এই সকল ঈশ্বরের ভক্তসন্তানদিগের বৈরাগ্য, তেজ ও সাহসের কথা স্মরণ করি-লেও হৃদয় পুলকিত হয়।

একজন এইরূপ ভক্তসন্ন্যাসী যুক্তরাজ্যের সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ঈশ্বরের নাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার দীর্ঘ দেহ, প্রশান্ত নয়ন, স্বর্গীয় কান্তি যেই দেখিত সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার জিহ্বায় ঈশ্বরের মধুময় নাম যেন আরও মিষ্টতর হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইত। তাঁহার গুণের জন্য সে অঞ্চলের আবালবৃদ্ধনরনারী সকলেই তাঁহার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিত। কিন্তু তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। একবেলা অন্নসংস্থান হওয়াই অনেক সময় কষ্টকর হইয়া উঠিত। একজন বড় জমিদার তাঁহার বৈষয়িক দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়া সে দেশের সর্ব্বোত্তম স্থানে

তাঁহাকে প্রায় ১৩০০ বিঘা জমি দান করিলেন। রীতিমত দান পত্র লিখিয়া দিয়া জমির সমস্ত স্বত্ব তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। ভক্ত প্রচারক দানপত্র খানি পকেটে পুরিয়া স্বীয় অভীষ্ট কার্য্য সাধনোদ্দেশে ভিন্ন স্থানে চলিয়া গেলেন।

ইহার তিন মাস পরে তিনি আবার সেই জমিদারের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; জমিদার তাঁহাকে পাইয়া বড়ই পরিতুষ্ট হইলেন। সমুচিত আদর অভ্যর্থনার পর তাঁহার মুখনিঃসৃত নামামৃত পান করিয়া চরিতার্থ হইলেন। প্রচারক একস্থানে থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য এবারে এত শীঘ্র সেই ধনীর বাড়ী আসিয়াছিলেন; তাই সমস্ত গোলমাল চুকিয়া গেলে তিনি তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিলেন। পকেট হইতে দানপত্র বাহির করিয়া গোপনে তিনি তাহা তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "ইটি আপনাকে ফিরাইয়া লইতে হইতেছে।" ধনী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, লেখাপড়াটা কি দস্তুরমত হয় নাই?"

প্রচারক—"সে বিষয়ে কোনই ত্রুটী হয় নাই।"

ধনী—"তবে কি স্থানটি ভাল নয়?"

প্রচারক—"ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উর্ব্বর স্থান এদেশে আর নাই।"

ধনী—"তবে কি উহা অস্বাস্থ্যকর?"

প্রচারক—"এমন স্বাস্থ্যকর স্থান বোধ হয় আর হয় না।"

ধনী—(সঙ্কোচের সহিত)—"তবে কি আপনার মনে হইয়াছে যে আমি দান করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছি?"

প্রচারক—"সে কি ! আপনার বদান্যতার প্রতি কি কাহারও কোন সন্দেহ হইতে পারে ?"

ধনী—"তবে কেন আমার এই সামান্য দান গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন।"

প্রচারক—"মহাশয়, আপনি জানেন যে আমি বড়ই সঙ্গীত-প্রিয়। আমার সঙ্গীতপুস্তকে একটী সঙ্গীত আছে যাহা আমার বড়ই প্রিয়। এখানে গতবারে আসার পর অবধি আমি সে গান গাইবার অধিকার হারাইয়াছি। ইহাতে আমার প্রাণে যে কি বিষম ক্লেশ হইয়াছে তাহা আর আপনাকে কি বলিব। সে গানটীর এই অংশটুকু আমি একেবারেই গাইতে পারিতেছি না।—

ধরার মাঝারে মম অধিকারে নাহিক তিলার্দ্ধ স্থান ;
ভীষণ কান্তারে মাথা রাখিবারে না রাখি কুটীর খান।
দৈন্য দরিদ্রতা সহিত মিত্রতা অনুদিন জীবনের
পরের কুটীরে কিম্বা বৃক্ষতলে স্থান মোর বিশ্রামের।
তাহে দুঃখ নাই সুখেতে বেড়াই খুঁজিয়া প্রভুরে মোর
আশাতে হৃদয় সদা স্ফীত রয় পাব তাঁরে, হব ভোর।
বিষয়ের পানে প্রাণ নাহি টানে কিছুই বৈভব নাই ;
স্বর্গপানে মন চেয়ে অনুক্ষণ, কবে যাব সেই ঠাঁই।
সেখানে আমার, গৃহ পরিবার, ধনজন সুখ মান
হৃদয়ের প্রীতি রয়েছে সে দেশে, কে ঢালে বিষয়ে প্রাণ।

এই স্বর্গীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে প্রাণে যে আনন্দ উথলিয়া উঠিত, হৃদয়ে যে স্বর্গীয় অমৃতনদীর তরঙ্গহিল্লোল উঠিত, তাহার বিনিময়ে আপনার এ ভূমিখণ্ড দূরে থাক, সমগ্র আমেরিকার

রাজত্ব লইতেও আমি প্রস্তুত নহি। আপনার কল্যাণ হউক, আপনি আপনার এই দান প্রতিগ্রহণ করিয়া আমাকে আমার প্রিয় সঙ্গীতটী গাইবার অধিকার ফিরাইয়া দিন।"

কি জলন্ত বিষয়-বিরাগ, কি প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রেম!

আরেকজন প্রচারক সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি তাঁহার প্রভুর সেবায় এত ব্যগ্র ছিলেন যে অন্নবস্ত্রাভাবকে একটা অভাবের মধ্যেই ধরিতেন না। ইনি তৎকালীন অন্যান্য প্রচারকদিগের অপেক্ষা একটু বেশী লেখা পড়া জানিতেন। তাই দিবসের কার্য্যসমাধান্তে যেদিন কোন মনুষ্যের আবাসে নিশাযাপন করিবার সুযোগ ঘটিত, সেদিন তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। এ সময়ে সে অঞ্চলের ঔপনিবেশিক গৃহস্থদিগের কাহারও বাড়ীতে একটী বই তুইটী ঘর বাঁধিবার শক্তি ছিল না। সেই ঘর টুকুতে সমগ্র পরিবার, কখন কখনও ১০।১২টী শিশুসন্তানসহ, রাত্রিকালে বিশ্রাম সুখ লাভ করিত। কোন অতিথি অভ্যাগত হইলে তাঁহাকেও এই গৃহেরই এক অংশে স্থান দেওয়া হইত। এইরূপ কোন কুটীরে এই প্রচারক যেদিন আশ্রয় পাইতেন সে রাত্রিতে পরিবারস্থ সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে তিনি ঝুলি হইতে একখণ্ড দেবদারু কাঠ বাহির করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইতেন এবং তাহা গৃহস্থের অগ্নিকুণ্ডে প্রোথিত করিয়া সেই আলোতে কোন একটী জীবনের চিরসহচর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন। এ অবস্থায় শীতনিবারণের জন্য অধিকাংশ স্থানেই তাঁহাকে গৃহস্থের অগ্নিকুণ্ডের ভস্মরাশির উপর উপুড় হইয়া পাঠ করিতে হইত। রাত্রিশেষ হইবামাত্র তেজস্বী প্রচারক

আবার ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন ও নাম প্রচারের জন্য অক্লান্ত দেহে নরনারীর দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন।

কিন্তু এরূপ কুটীরে আশ্রয় লাভ করা তাঁহার জীবনে অতি অল্পই ঘটিত। অধিকাংশ সময়ে পর্ব্বতের অনাবৃত, বন্ধুর পৃষ্ঠই তাঁহার শয্যার কার্য্য সম্পাদন করিত। বনের হিংস্রজন্তুর,—ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভীষণ রবে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইতেছে, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের ভক্ত অনাবৃতপর্ব্বতপৃষ্ঠে নির্ভয়ে মনের আনন্দে নিদ্রা যাইতেছেন। ঝড় বৃষ্টির দিনে, যে বারে বড় বেশী সৌভাগ্য হইত সেবারে তিনি এমন কোন একটী বৃক্ষ কোটর পাইতেন যাহার মধ্যে কষ্টে স্বষ্টে শরীর ঢুকাইয়া দুরন্ত শীত বৃষ্টির হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ লাভ করিতেন।

একদা তিনি একজন গৃহস্থের কুটীরে আহারে বসিয়াছেন এমন সময় সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন হইতে ভয়ানক হৃদয়ভেদী চীৎকার শ্রুত হইতে লাগিল। ঘরের বাহিরে আসিয়া সকলে দেখিল একটী দুর্দ্দান্ত বন্য বিড়াল বাড়ীর সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুটীকে লইয়া দৌড়িয়া পলাইতেছে। শিশুটী ভয়ে হৃদয়ভেদী চীৎকার করিতেছে। সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রচারক দ্রুতহস্তে একটী বন্দুক লইয়া অব্যর্থসন্ধানে গুলি ছুড়িলেন। বন্যবিড়ালের আর পালান হইল না। শিশুর দেহ তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইল।

যে বৎসরে এ ঘটনাটী ঘটে, সেই বৎসরই এই ভক্ত প্রচারককে প্রাণের দায়ে একটী দুর্দ্দান্ত ভল্লুকের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ভল্লুক প্রচারক মহাশয়কে স্বীয় সাঙ্ঘাতিক আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে যাইতেছিল এমন সময়ে তাঁহার

হস্তস্থ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার বজ্রাঘাতে বন্যভল্লুক ভূতলশায়ী হইল।

আবার এই বৎসরই একবার তিনি একটী আরণ্যনদীর অপর পারস্থ একটী লোকালয়ে ভগবানের নাম প্রচার করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নদীটী পার হইয়া সে লোকালয়ে যাইতে হইবে কিন্তু তাহার জল বিষম শীতে জমিয়া গিয়াছে। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তিনি সেই বরফরাশির উপর দিয়া দ্রুত-পদে চলিলেন। অপর পারে প্রায় পঁহুছিয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ পদতলস্থ বরফরাশি ভাঙ্গিয়া গেল। প্রচারক সেই হিমজলে আপাদমস্তক ডুবিয়া গেলেন। পারে যাই উঠিলেন, অমনি সে হিমে গাত্রবস্ত্রস্থ জল জমিয়া বরফ হইয়া গেল এবং শীতল সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিতে লাগিল।

যে বৎসরে এই সকল ঘটনা ঘটে সে বৎসর এই প্রচারক সেই দুর্গম অরণ্যে চারিহাজার মাইল ঘুরিয়া নানাস্থানে ঈশ্বরের নাম প্রচার করিয়াছিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চারি শত বারেরও অধিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সারাটী বৎসর এইরূপে খাটিয়া, বৎসরের শেষে হিসাব করিয়া দেখা গেল যে এই প্রচারক কাপড় চোপড়ের দাম ধরিয়াও সে বর্ষে মাসিক ৩০ টাকার অধিক পান নাই!

কিন্তু এসকল লোক কি সে দিকে তাকায়?—এই ভক্ত প্রচারক কালক্রমে জ্ঞানে ও প্রতাপে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে যুক্তরাজ্যের একটী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাকিয়া Doctor of Divinity এই উপাধি প্রদান করে এবং স্বীয় সভাপতির পদে বরণ করে। এই ভক্তের নাম হেনরি ব্যাস্কম; ইহাঁর নাম পাশ্চাত্য জগতে আজও পূজিত এবং আদৃত।

যুক্তরাজ্যের পশ্চিমদিগ্‌ব্যাপী অরণ্যানীতে এ সময়ে এই শ্রেণীর ভক্ত-লোক দেখা দিয়াছিলেন। এই সকল লোকের সরল আন্তরিক ভক্তিতে, উচ্চ ধর্ম্মবিশ্বাসে, অগ্নিময় তেজে, অদম্য সহিষ্ণুতাতে ও কার্য্যকরী বুদ্ধিতে যে সে দেশের নরনারীর প্রাণে ঈশ্বরের জীবন্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, শান্তিহারা নরনারী শান্তি পাইবে, শোকজর্জ্জরিত হৃদয়ের শোকশঙ্কু উৎপাটিত হইবে,—এবং দশবৎসর বয়স্ক আরণ্যবালকের প্রাণে ঈশ্বরের স্বর্গীয় জ্যোতি উদ্ভাসিত হইবে,—তাহার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ও নির্ভীক্-আস্থা দৃঢ়মূল হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

বলা বাহুল্য এইরূপ স্বার্থনাশে, এইরূপ জ্বলন্ত বৈরাগ্যে, এইরূপ মানবপ্রেমে এবং এইরূপ জীবন্ত উৎসাহ ও তেজে আত্মাকে দীক্ষিত করিতে পারিযাছিলেন বলিয়াই এল্‌কিন্স ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে সেই শক্তি পাইযাছিলেন যাহা দশবৎসরবয়স্ক বালকের প্রাণে সঞ্চারিত হওয়াতে তাঁহাকে আরণ্যবালকের নগণ্য অবস্থা হইতে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে উন্নীত করিয়াছিল।

এমন লোকের নিকট হইতে যে ঈশ্বরভক্তি শিক্ষা করা যায়, মানবাত্মা জন্মজন্মান্তরেও তাহা কখনও হারাইয়া ফেলিতে পারে না। এব্‌ আজ যে ধন লাভ করিলেন সে ধন সর্ব্বদাই তাঁহার জীবনের চিরসঙ্গী হইয়া তাঁহাকে ঊর্দ্ধদিকে নিয়ত আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহারই প্রভাবে, এই ঐশীশক্তিরই আকর্ষণগুণে, তিনি জীবনের নিম্নতম সোপান হইতে উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন।—এবের জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই এই সত্যের সাক্ষ্য দিবে।

সদ্‌গ্রন্থ পাঠ।

এল্‌কিন্স্‌ চলিয়া গিয়াছেন। লিঙ্কন-পরিবারে আর শোকের সে তীব্রতা নাই, কিন্তু বিষাদের কালিমা যাইবে কোথায়? মাকে হারাইয়া অবধি এবের প্রাণ সর্ব্বদাই বিষণ্ণ। নানা-প্রকারের ভাবনা চিন্তার মধ্যে যখনই মাতার শূন্য আসনের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হয়, তখনি তাহার প্রাণ কেমন করিয়া উঠে। টমাসও কোন রকমে দিন কাটাইতেছেন, কিন্তু এবের বিষণ্ণভাব তাঁহার স্নেহমাখা প্রাণে বড়ই বাজিল। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ভিন্ন পুত্রের প্রাণের এ বিষাদের কালি মুছিবে না বুঝিতে পারিয়া তিনি সদ্‌গ্রন্থের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বনে সদ্‌গ্রন্থ আসিবে কোথা হইতে?—বহু চেষ্টার পর একদিন দশক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী স্থান হইতে তিনি একখানি বই চাহিয়া আনিলেন। এব্‌ বিষণ্ণভাবে গৃহে বসিয়া আছে, এমন সময়ে তাহার পিতা ঘরে ঢুকিলেন এবং পুস্তকখানি দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ এব্‌ আমি তোমার জন্য একটা জিনিস পাইয়াছি।"

এব্‌—"পাইয়াছ?—কোথায় পাইলে?"

পিতা—"পিয়ার্‌সনদের বাড়ী হইতে এই বইখানি তোমার জন্য ধার করিয়া আনিয়াছি। আমি ইহার বড়ই প্রশংসা শুনি-য়াছি। তোমাকে ইহা আমায় পড়িয়া শুনাইতে হইবে।"—এবারে বইখানি এবের হাতে গেল।—এব্‌ পড়িল "Pilgrim's Progress"—টমাস বলিলেন "ইহাত ভাল পুস্তকই হইবে।"

এব্‌—"বইখানিতে কি আছে, বাবা?"

পিতা—"পড়িলেই জানিবে পারিবে।"

এব্—"তবে তার বড় বেশী দেরী নাই।"

এব্ অমনি সমগ্র মনের সহিত, সমগ্র অবসরসময় ব্যাপিয়া পুস্তকাধ্যয়নে নিযুক্ত হইল। বলা বাহুল্য পুস্তকখানি এবের জীবনগঠনে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। অমন মাতৃশ্রাদ্ধের পর অমন পুস্তক হাতে পড়া ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে।

গ্রন্থপাঠ সমাপ্ত হইলে টমাস পুত্রের চিত্তবিনোদনের জন্য একখণ্ড ঈসপের গল্পপুস্তক ধার কবিযা আনিলেন। এব্ ঈসপের গল্পে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইল। ঈসপের ছোট ছোট সারগর্ভ গল্প তাহার এমনি ভাল লাগিল যে অত্যল্পকালের মধ্যে প্রায় সমস্ত গল্পগুলিই তাহার মুখস্থ হইয়া গেল। ভাবী জীবনে এব্ সুবক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সময়োচিত গল্প বলিয়া তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে স্তব্ধ ও মুগ্ধ করিতে বড়ই সুপটু ছিলেন। ঈসপের গল্প কণ্ঠস্থ থাকাতে ভাবী জীবনে এ বিষয়ে তাঁহার বড়ই সহায়তা হইয়াছিল।

ঈশ্বর যাহাকে নির্ব্বাচন করেন এমনি অলক্ষ্যসূত্র দ্বারা অতি সামান্য উপায়েও তাহাকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া থাকেন।

এব্ স্বীয় হস্তলিপি সুন্দর করিবার প্রাচীন উপায় এখনও পরিত্যাগ করে নাই। লিঙ্কনকুটীরের নিকটে এমন কোন বৃক্ষ, প্রাচীর বা তক্তা নাই যাহা শ্রীমান্ এবের হস্তাক্ষরে চিত্রিত নহে। কালে টমাস্ পুত্রের এ অভ্যাসে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে একবার একজন বন্ধুর মুখে পুত্রের চিত্রিত হস্তলিপির প্রশংসা শুনিযা তাঁহার প্রাণের সকল ক্ষোভ

মিটিয়া গেল। ঘর বাড়ীর প্রাচীর অপরিষ্কার হউক তাতে ক্ষতি নাই, ছেলের হাতের লেখা ত ভাল হইতেছে।

ঈসপের গল্প অধিগত হওয়ার পর এব্ একদিন তাহার এক-জন বন্ধুর মুখে শুনিল যে প্রতিবেশীদের একজনের বাড়ীতে ওয়াসিংটনের একখণ্ড জীবনচরিত আছে, চাহিলে তাহা ধার পাওয়া যাইতে পারে। অমনি প্রথম সুযোগে এব্ সে বাড়ী যাইয়া বইখানি চাহিয়া আনিল। সে শুনিয়াছিল যে ওয়াসিং-টন যুক্তরাজ্যের জন্মদাতা এবং আমেরিকবিপ্লবের সময়ে তিনি যুক্তরাজ্যের প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। তারপর এবের নিজ ঠাকুরদাদাও ঐ বিপ্লবের সময় স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ওযাসিংটন ও আমেরিকবিপ্লব সম্বন্ধে এবের ইহা ছাড়া আর কিছুই জানা ছিল না। তাই সে গ্রন্থখানি পাইয়া সমধিক ব্যগ্রতার সহিত তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ফেলিল। বইখানি একবার পড়িয়া তাহার তৃপ্তি হইল না। বারম্বার পাঠ করিতে লাগিল এবং স্বীয় পিতাও প্রতিবেশীদিগকে ওয়াসিংটনের অক্ষয়কীর্ত্তির কথা পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

লৌহসংঘর্ষণে চক্‌মকি ভিন্ন আর কোনও প্রস্তর অগ্ন্যুদ্দী-রণ করে না। মহাত্মা ভিন্ন মহজ্জীবন আর কাহাকেও উদ্বে-লিত করিতে পারে না।

আবার স্কুলে।

এবের মাতার মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বাড়ীর "গিন্নী" হইলেন। কিন্তু এবের সাহায্য ভিন্ন সারা কোনও কার্য্যেই সুবিধা করিতে পারিতেন না। দিদির সাহায্য করিতে

করিতে এব গৃহকার্য্যে অত্যন্ত দক্ষতা লাভ করিল। উনুন ধরাইতে, জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে, সে অঞ্চলে এবের সমকক্ষ দ্বিতীয় বালক রহিল না। ভাবী জীবনে অনেক দিনই এবকে ভিন্ন ভিন্ন কৃষকের বাড়ীতে ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। মাতার মৃত্যুর পর, বাটীতে এব্ যে সুশিক্ষা লাভ করিল তাহাতে সে যে বাড়ীতেই কাজ করিত সে বাড়ীর কৃষকপত্নীই তাহার নিপুণতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। ভৃত্য হইলেও এই নিপুণতার জন্য কৃষকপরিবারে তাহার বড়ই আদর ছিল।—তারপর, আরও দীর্ঘকালের পরে, যখন সমগ্র যুক্ত-রাজ্য তাঁহার পরিবার ভুক্ত হইয়াছিল তখন যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত, যেরূপ নিপুণতার সহিত তিনি সেই সুবৃহৎ পরিবারের গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া শত্রু মিত্র সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সারা প্রাণপণে গৃহিনীর কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১২ বৎসরের কন্যা ও দশ বৎসরের বালকের পক্ষে একটী পরিবারের সমগ্র কার্য্য নির্ব্বাহ করা ক্রমেই দুরূহ হইয়া আসিল। কিছুদিনের মধ্যেই লিঙ্কনকুটীরের শ্রী বিনষ্ট হইল। আজ একটী জিনিসের অভাব, কাল আরেকটীর—এইরূপে সে আরণ্যকুটীর হইতে ক্রমে ক্রমে সুখস্বচ্ছন্দতা ও আরাম পলায়ন করিল। ছেলে মেয়ের কাপড় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া চলিল,—এমন কি আর লজ্জা নিবারণ হয় না। এ অবস্থায় সকলেই দেখিল যে বিনা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে টমাসের চলিবে না। ১৮১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে টমাসেরও তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল। অগত্যা তিনি পুনরায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন।

এবের বিমাতার পূর্ব্বনাম শ্রীমতী জনসন ছিল। টমাসের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার ৬ বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিধবা হন। অর্থাৎ এবের মার মৃত্যুর ৩ বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁর স্বামী জনসন সাহেবের মৃত্যু হয়। কিন্তু জনসন সাহেবের সহিত বিবাহের পূর্ব্বেই টমাসের সহিত ইহাঁর পরিচয় হইয়াছিল। এবং তখন টমাস ইহাঁর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া ইহাঁকে বিবাহ করিতে চান। কিন্তু ভবঘুরে টমাসকে রূপলাবণ্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধা সালী বিবাহ করিলেন না। তাহার কিছুদিন পরে টমাস স্বর্গীয়া এব্‌জননীকে বিবাহ করেন এবং সালী জনসন সাহেবকে বিবাহ করেন। টমাসের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের প্রয়োজন হইলে তিনি শ্রীমতী জনসনের নিকট যাইয়া বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ইনি তাহাতে সম্মত হইলে অনতিবিলম্বে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। শ্রীমতী জনসন টমাসের সহিত তাঁহার নূতন বাড়ীতে আগমন করিলেন।

এবের ভাগ্যগুণে তাঁহার বিমাতা তাঁহার নিজের মাতা অপেক্ষাও রূপে, গুণে ও ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। এমন কি সে সময়ে, সে অঞ্চলে ও সে সমাজের পক্ষে এবের বিমাতা বেশ ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন বলা যাইতে পারে। তাঁহার তৈজসপত্র নূতন বাড়ীতে আনিবার জন্য ৪টী ঘোড়া ও একটী গাড়ীর প্রয়োজন হইয়াছিল। এব্ জন্মিয়া অবধি কখনও প্রকৃত আল্‌মারি, চেয়ার বা খাটিয়া চক্ষে দেখে নাই। তাহার বিমাতার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত সামগ্রীও তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। জাঁকাল আল্‌মারি দেখিয়াই এবের প্রাণ বিস্ময়াভিভূত হইল। তার পর যখন তাহার জাঁকাল বিমাতা সে মেজে-হীন,

দোর-জানালা-হীন, কুটীর দ্বারে আসিয়া নামিলেন তখন এবের বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। সে মনে মনে স্বীকার করিল যে এমন মেয়ের এমন আল্‌মারি থাকা শোভা পায় বটে।

এবের মাতা অপেক্ষা এবের বিমাতা অধিক শিক্ষিতা ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতার অবস্থা যেমন সচ্ছল ছিল তাঁহার প্রথম স্বামীরও অবস্থা সেইরূপ সচ্ছল ছিল। সুতরাং তিনি শুধু যে লিখিতে পড়িতে পারিতেন তা নয়, কিন্তু রীতিমত শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই টমাসের কুটীরের শ্রী ফিরিয়া গেল' ঘরে মেজে হইল, প্রকৃত দোর জানালা ঝুলান হইল; এবং চেয়ার, টেবিল, আল্‌মারি, পরদাতে লিঙ্কনকুটীর অভূতপূর্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিল।

ছেলেদেরও চেহারা ফিরিল। রুক্ষ কেশ, শীর্ণ বস্ত্র, ছিন্ন পাদুকা—এ সব ঘুচিল। তৎপরিবর্ত্তে অবস্থায় যত দূর কুলাইল, সে স্থানের যতটা সাধ্য হইল, এব্ ও সারা মানুষের মত পরিচ্ছদ পরিধান করিল, মানুষের মত আকার ধারণ করিল। তাহাদের মা-মরা শ্রী দূর হইল।

সপত্নীসন্তানদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়াই সালী সন্তুষ্ট রহিলেন না। এব্ ও সারা তাঁহার হৃদয়ের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া বসিল। তিনি প্রকৃত গুণগ্রাহিণী রমনী ছিলেন। লিঙ্কন-কুটীরে পদার্পণ করিয়াই তিনি দেখিলেন যে এব্ অসাধারণগুণসম্পন্ন; এবের সহিত তাঁহার যত ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল ততই তিনি বুঝিতে পাইলেন যে, সে কালে একজন অদ্বিতীয় লোক হইবে। সুতরাং সমগ্র হৃদয় ঢালিয়া

দিয়া তিনি তাহার গুণবিকাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল বাধা-বিঘ্নের জন্য এব্ জ্ঞানের পথে তত অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, সালীর অঙ্গুলিসঙ্কেতে সে সকল তিরোহিত হইল। এমন বিমাতাকে পাইয়া এব্ আপনাকে পরম সৌভাগ্য-বান্ মনে করিল। তাহার হৃদয়ের মৃতপ্রায় মাতৃ-প্রেম আবার সতেজ হইয়া উঠিল। সালী মৃতা এব্-জননীর স্থান পূর্ণ করিলেন।

সালীর লিঙ্কন-কুটীরে আসিবার কিছু দিন পরেই ডরসি নামক একজন ব্যক্তি আসিয়া সেখানে একটা স্কুল খুলিলেন। পুত্রকে টমাস এসংবাদ দিয়া বলিলেন, "আর আর ছেলেদের সঙ্গে তুমিও স্কুলে যাইয়া পড়িতে পার।"

এব্—"ডরসি কে?"

টমাস—"তা ত আমি বলিতে পারি না। তবে সে একটা স্কুল খুলিবে, তাতে লেখা পড়া ও আঁক এই তিনই শিখান হইবে, এই শুনিয়াছি।"

সালী—"এব্! তোমার পক্ষে এটী একটী বড়ই সুযোগ। এবারে "রিথমেটিক" (পাটীগণিত) শিখিতে পাইবে।"

এব্—"রিথমেটিক কোথায় পাব মা?"

টমাস—"তা আমি কোথাও হতে এনে দিব। আগামী সপ্তাহে হাটে যাব, সেখানে খুঁজিলে একখণ্ড পাটীগণিত অবশ্যই পাওয়া যাবে। তোমায় "রিথমেটিক" শিখিতেই হইবে।"

সালী—"আঁক কষিতে শিখা ভাল, এব্। এর জন্য যে তোমাকে দু মাইল পথ হাঁটিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ সার্থক হইবে। আর পা দুখানিকেও ত একটু ব্যায়াম শিখান ভাল।"

এবের পিতা হাট হইতে একখানি ছেঁড়া পাটীগণিত কিনিয়া আনিলেন। তাহাই লইয়া এব্ পরমানন্দে ডরসির স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল। এবের মার যত্নে তাহার এক জোড়া নূতন পরিচ্ছদ যুটিল। পরিচ্ছদটী সামান্য বস্ত্রের,—বনাত, কাশ্মীরা সে পরিবার কোথায় পাইবে? তাই পরিয়া মহানন্দে এব্ স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল। এব্ লেখা পড়াতে তার শিক্ষকের সমকক্ষ ছিল, তবে ডরসি তাহাকে আঁক শিখাইতে লাগিলেন। তাঁহার স্কুলে সে সামান্য রূপ ভূগোলও শিক্ষা করিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে কতিপয় সপ্তাহের মধ্যেই ডরসির স্কুলও বন্ধ হইয়া গেল।

সাধুতা ও সৎসাহস।

এবের বয়স যখন চতুর্দ্দশ বৎসর তখন ক্রফোর্ড নামক আরেক জন লোক আসিয়া সেই পাড়ায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে এবং ক্ষমতাতে এবের পূর্ব্বতন কোন শিক্ষকই এই ক্রফোর্ডের সমকক্ষ ছিলেন না। তার পর, ক্রফোর্ড আরেকটী বিষয়ে বড়ই সুদক্ষ ছিলেন,—ছাত্র শাসনে,—বেত্রের ব্যবহারে, তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

এব্ ক্রফোর্ডের স্কুলে ভর্ত্তি হইল। ভর্ত্তি হওয়ার দিন হইতেই শিষ্য শিক্ষকে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল। ক্রফোর্ড এব্‌কে চিনিলেন এবং তাহার মানসিক বিকাশের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। কালে এব্ যে একজন অদ্বিতীয় লোক হইবে তাহা তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন। তিনি

স্বীয় বিশ্বাস গোপন রাখিবার লোক ছিলেন না। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি টমাসকে বলিলেন—"এব আশ্চর্য্য ছেলে। তার মত ছাত্র আমি কখনও দেখি নাই। তার পড়ার মধ্যে যা কিছু জ্ঞাতব্য থাকে তাহা না জানিয়া সে কিছুতেই নিরস্ত হয় না। অপবে যা জানে তাহাই জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল হয় এবং যে পর্য্যন্ত সে তাহা অধিগত না করিতে পারে সে পর্য্যন্ত সে কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না।"

টমাস—"আপনি এব্‌কে ঠিক চিনেছেন। বই পেলে সে আর কিছু চায় না। এক এক সময়ে আমার মনে হয় যে বইর মত চাষের কাজে যদি তার মন লাগিত তবে বড়ই ভাল হইত।

ক্রফোর্ড—বই ও চাষের কর্ম্ম, দুইই সমান ভাল লাগিবে কিরূপে?—তাহা কি সম্ভব? চাষের কাজ কর্ম্ম তার প্রিয় হইলে সে সুপণ্ডিত হইবার জন্য ত অতটা চেষ্টা করিত না। আর এতটা বিদ্যালাভও করিতে পারিত না।"

টমাস—তা বটে। তবে, এ অরণ্যে পণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা চাষবাসের কাজকর্ম্ম শিক্ষা করা সমধিক প্রয়োজন। ওটা না হইলেও এক রকম চলে কিন্তু এটা না হইলে যে খাওয়াই যুটিবে না।"

ক্রফোর্ড—"আপনি কি মনে করেন যে এব্ সর্ব্বদাই এরূপ অরণ্যে বাস করিবে? আপনারা যদি এ অঞ্চল কখন পরিত্যাগও না করেন, তবু কি ৩০ বৎসরের মধ্যে এই স্থানই বহুজনাকীর্ণ লোকালয়ে পরিণত হইবে না? যে হারে লোক সংখ্যা বাড়িতেছে তাহাতে এ স্থানেরই ত ৩০বৎসরের মধ্যে সহরে পরিণত হইবার কথা। তার পর এব যেরূপ ছেলে তাতে সে যেখানেই থাকুক

না তাহার কার্য্যপটুতা ও অধ্যবসায়গুণে সে সেস্থানেই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পদস্থ ও সম্পন্ন হইতে পারিবে। এব্ যেমন চতুর ও বুদ্ধিমান, তেমনি ভাল ছেলে।"

টমাস—"হাঁ এব ভাল ছেলে তা মানি। ছেলেরা যে সকল সময়েই ঠিক্ ঠাক্ কাজ করিবে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না, তবে এবের মনটা ভাল। তার মা মনে করেন যে তার মত ছেলে আর কখনও জন্মে নাই।"

ক্রফোর্ড—এবের সাধুতা দেখিয়া সে দিন আমি আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। স্কুলঘরের দেওয়ালে পেরেক দিয়া একটী হরিণের শিং লটকান ছিল। সেদিন দেখিলাম যে সেই শিংটী ভাঙ্গিয়া রহিযাছে। আমার মনে স্থিবপ্রত্যয় হইল যে ছেলেরাই কেহ এ কাজ করিয়াছে। তাই পবদিন তাহারা স্কুলঘরে সমবেত হইলে আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলাম "তোমরা কে এই শিংটী ভাঙ্গিয়াছ?" এব্ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"আমি ভাঙ্গিয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেমন করিয়া ভাঙ্গিলে? এব্ উত্তর করিল—"আমি ইচ্ছা করিয়া উহা ভাঙ্গি নাই। শিংটা ধরিয়া ঝুলিতেছিলাম। হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। অপচয় হইবে জানিলে আমি কখনও এরূপ কাজ করিতাম না।"

টমাস—"আমি বেশ বলিতে পারি যে এব্ ঠিক্ কথাই বলিয়াছিল।"

ক্রফোর্ড—"তাহার সন্দেহ কি? অল্প বালকই এরূপ স্বীকার করিত। অধিকাংশ বালকই এরূপ কাজ করিয়া তাহা লুকাইতে চেষ্টা করিত, এবং মার না খেলে কখনও অপরাধ স্বীকার করিত না।

টমাস—"আপনি ঠিক্ বলিলেন। এব্ কিছুদিন পূর্ব্বে ওয়াসিংটনের জীবনচরিত পড়িয়াছিল। ওয়াসিংটন গাছের ছাল কাটিয়া যে সৎসাহসের সহিত নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাতে সে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিল। বোধ হয় এই জীবনচরিতপাঠে এবের এরূপ শিক্ষা হইয়াছে।

ক্রফোর্ড—তাহা বলিতে পারি না; তবে এবের এ কাজটা অনেকটা ওয়াসিংটনের কাজের মতই হইয়াছিল বটে।—আমিও এতদুপলক্ষে ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে দোষ করিয়া তাহা স্বীকার করা মহত্ত্বের পরিচায়ক আর তাহা লুকাইবার চেষ্টা করার মত নীচতা আর কিছুই হইতে পারে না।"

টমাস—"এব্ ত কখনও তাহার অনুষ্ঠিত দুষ্কার্য্য ঢাকিতে চেষ্টা করে না। সে নিজের দোষ নিজের ঘাড় পাতিয়াই লয় অপর কাহারও স্কন্ধে চাপাইতে চেষ্টা করে না।"

ক্রফোর্ড—"আমিও তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এরূপ সৎসাহস সমধিক প্রশংসার যোগ্য।

জীবে দয়া।

এই ক্রফোর্ডের নিকট এব্ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতে শিক্ষা করেন। ক্রফোর্ড শিখাইবার ধরণ জানিতেন। "জীবরে প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ অকর্ত্তব্য" এই বিষয়টী লইয়া প্রথমে তিনি এব্‌কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী পংক্তি লিখিতে বলিলেন; তারপরে সেইগুলি লইয়া একটী প্রবন্ধে পরিণত করিতে বলিলেন। এবের জীবনে "জীবে দয়া"—এই বিষয়টী তাহার লিখিত প্রথম প্রবন্ধ হইল!

এবের সঙ্গীগণ কাঁকড়া ধরিয়া তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্বলন্ত অঙ্গার চাপাইয়া দিয়া তামাসা দেখিতে বড়ই ভাল বাসিত। এব্‌ সঙ্গীদের এরূপ ব্যবহার দেখিলেই মর্ম্মাহত হইতেন। কখনও বা তিনি এজন্য তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিতেন; কখনও বা এরূপ ব্যবহার কতদূর অন্যায় তাহা জ্বলন্ত ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, আর কখনও বা তিনি এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া সঙ্গীদের নিকট পাঠ করিতেন।

রজ্জু-বদ্ধ, বজ্রসম ভীষণ প্রহারে প্রহারিত, পশুর মত ব্যবহৃত কৃষ্ণকায় আমেরিক-নিগ্রোদিগকে দাসব্যবসায়ী, নররাক্ষসদিগের হস্ত হইতে উন্মুক্ত করা যাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইবে, তিনি যে জীবনের প্রারম্ভে সঙ্গিদিগকে জীবন্তভাষায় পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ হইতে বিরত হইতে বলিবেন ইহাতে কি বিধাতার অলক্ষ্যসূত্র পরিলক্ষিত হইতেছে না?—যাঁহার স্নিগ্ধ করস্পর্শে হতভাগ্য আমেরিকা প্রবাসী আফ্রিক-দাসের ভীষণ জীবনজ্বালা প্রশমিত হইবে, দুর্ভাগ্য দাসের দাসত্বশৃঙ্খল খসিয়া যাইবে—তাঁহার জীবনের সূচনায় যে তাঁহার সেই হস্তস্পর্শে কর্ক্কটপৃষ্ঠস্থ অগ্নিখণ্ড অপসারিত হইবে, ক্ষুদ্র পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারিত হইবে, ইহাতে কি একই যন্ত্রীর একই যন্ত্রনিঃসৃত একই রাগের সঙ্গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে না?—

এবের আশ্চর্য্য মেধাশক্তি ছিল। সে যাহা পড়িত প্রায় তাহাই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। তাই সে অনেক সময়ে খেলিতে খেলিতে সঙ্গীদিগকে তাহার চতুষ্পার্শ্বে ঘেরিয়া দাঁড়াইতে বলিত এবং কোন একটী ছিন্ন তরুমূলে দণ্ডায়মান হইয়া কণ্ঠস্থ প্রবন্ধগুলি

সতেজে আবৃত্তি করিত। একদিন এইরূপ আমোদ চলিয়াছে, এমন সময় একজন দুষ্ট বালক একটা কাঁকড়া লইয়া সজোরে তাহা নিকটবর্ত্তী বৃক্ষোপরি ছুঁড়িয়া মারিল। কাঁকড়াটী ভীষণ আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণপ্রায় হইয়া বৃক্ষতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।—আর যাইবে কোথায়? বেচারী কাঁকড়ার যন্ত্রণা এবের হৃদয় স্পর্শ করিল। সে অমনি আবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তীব্র জ্বলন্ত ভাষায় বালকটীর প্রতি এমনই ভৎর্সনা করিতে লাগিল যে সে নিজে কাঁকড়াটীর মত জড়সড় হইয়া গেল।

আরেক দিন ছেলেদিগকে এইরূপে একটী কাঁকড়াকে যন্ত্রণা দিতে দেখিয়া এব্‌ সতেজে বলিলেন, "ছিঃ ও কি করিতেছ?" একজন দুষ্ট বালক উত্তর কবিল, "কি, কি করিতেছি?"

এব্—"এত নিষ্ঠুর হওযা ভাল নয। তোমার পিঠে যদি জ্বলন্ত অঙ্গার চাপাইযা দি তবে তোমার কেমন লাগে?"

দুষ্ট বালক—দিয়াই দেখনা?"

এব্—"নিরীহ জন্তুর প্রতি এরূপ ব্যবহার করা বড়ই নিষ্ঠু-রতা,—বড়ই নীচতা।"

দুষ্ট বালক—"কেন গা, এটা একটা কাঁকড়া বইত নয়।"

এব্—"কাঁকড়ার বুঝি লাগে না?"

দুষ্ট বালক—"কে জানে"—বালকটী এই বলিয়া সেই হতভাগ্য কাঁকড়ার পিঠে আরেকটী জ্বলন্ত কয়লা চাপাইয়া দিল। এবের আর সহ্য হইল না। নিমেষের মধ্যে কর্ক্কটপৃষ্ঠস্থ জ্বলন্ত অঙ্গার অপসারিত করিয়া এব্ বলিল, "খবরদার আর অমন করিও না।"

দুষ্ট বালক—"ছি এব্, তোমার হৃদয় মেয়ে মানুষের মত

নরম। পুরুষ মানুষের এমন হওয়া উচিত নয়; বলি, কাঁকড়াটা কি তোমার ভাই?"

এব্—"তা যাই হোক,—কিন্তু আমাকে খুন না করিয়া তুমি আর ইহার পৃষ্ঠে কয়লা চাপাইতে পারিবে না।"

এবারে এবের ব্যবহারে পার্শ্ববর্ত্তী বালকদের মধ্যেও দুই একজন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একজন বলিল, "এব্ ঠিক্ করেছে, আমি এবের দিকে।"—দুষ্ট বালক জব্দ হইয়া গেল।

ক্রফোর্ড ঘরের ভিতর হইতে এই ঘটনাটী দেখিতেছিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া বালকদিগের নিষ্ঠুরতার যথেষ্ট নিন্দা করিয়া এবের দয়ালুতার সমুচিত প্রশংসা করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে ক্রফোর্ড স্কুল বন্ধ করিয়া দিলেন। এব্ ইঁহার নিকট যোগ, বিয়োগ, পূরণ হরণ ও ত্রৈরাশিক শিক্ষা করিয়াছিল।

মধ্যস্থতা।

ক্রফোর্ডের স্কুল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্কুলের ছাত্রেরা মহানন্দে বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ ডানিয়েল ও জন নামক দুইটী বালকের মধ্যে ঝগড়া বাধিল। স্কুলে শিক্ষক মহাশয় ডানিয়েলকে একটী শব্দ বানান করিতে বলিয়াছিলেন। তাই উপলক্ষ্য করিয়া জন বলিল "ডান, তুমি সেদিন ঠিক্ বানান করিতে পার নাই।"

ডানিয়েল—ইস্! আমি ঠিক্ বানানই করিয়াছিলাম।

জন—মাষ্টার মহাশয় ত বলিয়াছিলেন যে তোমার বানান ঠিক্ হয় নাই।

ডানিয়েল—তা জানি ; তিনি আমার কথা শুনিতে পান নাই। কিন্তু আমি ঠিক্ বানানই করিয়াছিলাম।

জন—আমি জানি তোমার বানান ঠিক্ হয় নাই।

ডানিয়েল—আর আমি জানি, যে আমি ঠিক্ বানানই করিয়াছিলাম। আবার অমন কথা বলিলে আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।

জন—(আস্তিন গুটাইয়া ক্রোধভরে)—খবরদার! আবার অমন কথা বল ত টের পাবে।

ডানিয়েল—(আস্তিন গুটাইয়া)—এস না।

এব্ ডানিয়েলের গলা জড়াইয়া বলিলেন—"বস্, ডান, আর না"

জন—"ও যদি চায় ত আস্থক না, আমি ওর মনের সাধ পুরাইয়া দিব। কিন্তু আমি জানি যে ও আস্‌বে না। ওর মতন কাপুরুষ আর দ্বিতীয় নাই।

এব্—(জনেরও গলা জড়াইয়া)—দরকার কি জন্? তোমরা যে কথা নিয়ে ঝগড়া কচ্ছ তাতে ঝগড়া করবার মত কি আছে?

জন—কেন, ও আমায় মিথ্যাবাদী বলিবে কেন? তোমায় যদি কেউ মিথ্যাবাদী বলে, তবে তুমি কি তাহা চুপ করিয়া সহ্য করিতে পার? আমিও সহিব না।"

এব্—সত্য কথা বলার জন্য যদি আমায় কেহ মিথ্যাবাদী বলে তবে আমি তাহা গ্রাহ্য করি না।

জন—"তোমায় কে মিথ্যাবাদী বল্‌তে পারে?"

এব্—"লোকের মিথ্যা অপবাদে কাণ না দিলে তোমাকেও কেহ কোন কর্কশ কথা বলিবে না।"

ঝগড়া শান্ত হইয়া গেল। কর্কশ কথা বলার জন্য ডানিয়েল জনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। পাঁচ মিনিটে এই দুইজন বালকের মধ্যে আবার সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল।

সঙ্গীদিগকে ঝগড়ায় উদ্যত দেখিলেই এব্ এইরূপে তাহা-দিগের মধ্যে মিট্‌মাট্ করিয়া দিতে চেষ্টা করিত। অনেক সময়ে কৃতকার্য্যও হইত। তাই, এই গুণের জন্য এবের সঙ্গীগণ তাহার নাম "মধ্যস্থ" রাখিয়াছিল।

ছাত্রগণ কত সময়ে জন ও ডানের মত অকিঞ্চিৎকর কথা লইয়া তুমুল বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। এবের পরামর্শানুসারে, মিছা-মিছি কেহ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলে ছেলেরা যদি তাহা গ্রাহ্য না করে, তবে অনেক স্থলেই ছাত্রজীবনের একটী মহা অশান্তির কারণ তিরোহিত হইতে পারে।

ঋণদায়।

এবের পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে। ইহার পর যখন তাহার বয়স ১৭ বৎসর তখন কয়েক দিনের জন্য সে আরেকটী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিল—কিন্তু সে নামে মাত্র। অল্প দিনের মধ্যেই সে স্কুলও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।—এইরূপে, ৪ বৎসর বয়স অবধি আরম্ভ করিয়া ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—এই তেরবর্ষকাল মধ্যে এব্ ভিন্ন ভিন্ন ৪।৫টী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু শিক্ষকের বিদ্যা নিঃশেষিত হইয়া যাওয়াতেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, এ কয় বৎসর জড়াইয়া মোটের উপর তাহার এক বৎ-সরের অধিক পাঠশালায় লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই।

এইরূপে এবের স্কুলে পড়া শেষ হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানোপার্জ্জন বন্ধ হইল না। পিতার ক্ষেত্রে সারাদিন পরিশ্রম করিতে করিতে যে অল্পটুকু সময়ের জন্য মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম লাভ হইত সে সময় এবং রজনীর প্রায় আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত এব্ পুস্তক পাঠে অতিবাহিত করিতে লাগিল। সে অরণ্যানীর মধ্যে পুস্তক যোগাড় করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু দৃঢ়ব্রত এব্ কোনও বাধার নিকট পরাস্ত হইত না। অমুক স্থানে অমুক বই পাওয়া যাইতে পারে এ কথা শুনিলে, ১০।১৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াও এব্ সে পুস্তক চাহিয়া আনিত এবং পাঠান্তে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া আসিত। এইরূপে ধার করার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে বিপদে ও পড়িতে হইত। তাহারই একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

একদিন এব্ একজন বন্ধুর সহিত বনের ভিতর একখণ্ড কাষ্ঠোপরি বসিয়া যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিংটন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। কথা প্রসঙ্গে সে বলিল, "পৃথিবীর মধ্যে ওয়াসিংটনের মত লোক আর জন্মে নাই। ওয়াসিংটনকে লইয়া আমরা বেশ সার্থক-গর্ব্ব করিতে পারি।"

বন্ধু– সে ত তোমার মত। ইংরেজগণ ত তাহা বলে না।

এব্—"তার কারণ এই যে তিনি ইংরেজদিগকে বেশ করিয়া চাবুক মারিয়াছিলেন। সে কথা তাহারা সর্ব্ব সমক্ষে স্বীকার করিবে কেন?"

বন্ধু—"তুমি ওয়াসিংটন সম্বন্ধে এত কথা জানিলে কিরূপে?

এব্—"কেন আমি তাঁর সম্বন্ধে অনেক বই পড়িয়াছি,

তারপর আমি প্রথমাবধিই শুনিয়াছিলাম যে তাঁর নাম শুনিলেই লাল-জামারা ছুটিয়া পলাইত ?”

বন্ধু—“লাল-জামারা কারা ?”

এব্—কেন, ইংরেজ সিপাহীদিগকে লাল-জামা বলিত—কারণ তাহারা লাল জামা পরিয়া যুদ্ধ করিত।

বন্ধু—“তুমি কি ওয়াসিংটনের জীবনচরিত পড়িয়াছ ?”

এব্—অনেক দিন পূর্ব্বে রামসে প্রণীত ওয়াসিংটন-চরিত পড়িয়াছিলাম। রামসে স্বীয় পুস্তকে বেশ প্রমাণ করিয়াছেন যে ওয়াসিংটনের মত লোক এ পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত জন্মে নাই।”

বন্ধু—“জোসিয়ার বাড়ীতে আমি একখণ্ড ওয়াসিংটন-চরিত দেখিয়াছি। তুমি কি সেই বইখানি পড়িয়াছ ?”

এব্—জোসিয়ার বাড়ীতে যে ওয়াসিংটনচরিত আছে তাহা ত আমি কখনও শুনি নাই।

বন্ধু—হাঁ আছে। বাবার নিকট সেদিন সে তাই নিয়া গল্প করিতেছিল।

এব্—সে কয়দিনের কথা ?

বন্ধু—দুই তিন সপ্তাহ হইল।

এব্—তুমি গ্রন্থকারের নাম জান ?

বন্ধু—তা আমার মনে নাই। তাঁহারা কি বলাবলি করিতেছিলেন তাহা আমি তত মন দিয়া শুনি নাই।

এব্—আচ্ছা তা আমি জেনে নেব এখন।

এই কথোপকথনের কিছুকাল পরে এব্ একজন প্রতিবেশীর মুখে শুনিল যে উইম্‌স প্রণীত ওয়াসিংটনচরিত

জোসিয়ার বাড়ীতে আছে। ইহা শুনিয়া সে মাতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"জোসিয়া আমায বইখানি ধার দিবে কি?,—তাহার মাতা উত্তর করিলেন—"হয়ত দিতে চাহিবে না।"

এব্—সে কথা তার নিকট জিজ্ঞাসা করায় কোন দোষ আছে ?

মাতা—তা নাই, যদি তুমি তাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেও যে বইখানি দিতে তার কোনও রকম আপত্তি থাকিলে তাহা তুমি লইবেনা।

এব্—এ কথা বলিয়া চাহিতে পারি ?

মাতা—সে যেরূপ লোক তাতে সাবধান হওয়াই ভাল। তবে যদি পড়িবার বড়ই ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিযা চাহিলে বোধ হয় কোনও দোষ হইবে না।

এব্—আমি আজ রাত্রেই তাহার বাড়ী যাইব।

ওযাসিংটন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জীবনীলেখকগণ কি বলিয়াছেন জানিবার জন্য এবের প্রাণে বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছিল। তাই এই নূতন পুস্তকখানি পড়িবার জন্য তার এত আগ্রহ। দিবসের কার্য্যসমাধান্তে সুতরাং এব্ জোসিয়ার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইল।

জোসিয়া ও তাঁহার পত্নী এব্‌কে আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। জোসিয়ার স্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এব্, কি মনে করিযা এতদিন পরে আমাদের বাড়ী আসিলে ? তোমায় এবারে অনেক দিন পরে দেখিলাম।"

এব্—"কেন এসেছি শুন্‌লে হয়ত অপনারা তত সন্তুষ্ট হবেন না।"

জোসিয়া—"কেন ?—এমন কি বিষয়ের জন্য এসেছ যাতে আমরা তোমার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারি ?"

এব্—"একটা বই চাইতে এসেছি।"

জোসিয়া—"বই চাইতে আসিয়াছ ?—কেন, সেত বেশ কথা—তাতে আমরা বিরক্ত হব কেন ?

এব্—"আপনারা দিবেন কি ?"

জোসিয়া—"কি বই, এব্ ?—অবশ্য দিব।"

এব্—"আমি শুনিয়াছি যে আপনার নিকট ওয়াসিংটনের একখানি জীবনচরিত আছে। আমি তাহা পড়িতে চাই।"

জোসিয়া—"আমার বড়ই ইচ্ছা হয় যে, এ অঞ্চলের সকল ছেলেরাই ওয়াসিংটনের জীবনচরিত পাঠ করে। আমি আনন্দের সহিত তোমাকে আমার বই খানি পড়িতে দিব। তুমি যে বই পড়িতে এত ভাল বাস তাহাতে আমি বড়ই সুখী হইলাম।"

এব্—"আপনার যদি কোনও রূপ আপত্তি থাকে তবে কিন্তু আমি আপনার বই চাই না।"

জোসিয়া—"দিবার ইচ্ছা না থাকিলে আমি তোমায় স্পষ্টই বলিতাম। মুখে এক, মনে আরেক রাখিব কেন ?

এব্—"আপনার বইখানি আমি বেশ যত্নে রাখিব এবং পড়া শেষ হইয়া গেলেই উহা আপনাকে ফিরাইয়া দিয়া যাইব।"

বই চাহিয়া আনিয়া অযত্ন করা এবের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সে নিজের বইগুলি যেমন যত্নের সহিত রাখিত অপরের বই সম্বন্ধেও তেমনি যত্ন করিত। পরের বই আনিয়া তাহা ফিরাইয়া দেওয়া যে একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে, পৃথিবীর কোনও দেশের বিবেককেই প্রায় সেরূপ শিক্ষা দিতে দেখা যায় না। এরূপ

স্থলে আরণ্যবালক এবের এতৎসম্বন্ধীয় ব্যবহার যে জগতের একপ্রকার আদর্শস্থানীয় ছিল তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এব্ বইখানি হাতে লইয়া বলিল, "পুস্তকখানি যেরূপ বড় তাতে ইহা পড়িতে একটু সময় লাগিবে। আমার পড়া শেষ হইবার পূর্ব্বে বোধ হয় আপনার ইহা দরকার হইবে না।"

জোসিয়া —"না, তা হবে না। তবে তুমি যেরূপ দ্রুত পাঠ করিতে পার তাহাতে অল্প দিনেই হয়ত ইহা শেষ করিতে পারিবে। যতদিন দরকার হয়, রাখিও, তাতে কোন ব্যাঘাত হবে না।"

জোসিয়াকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া এব্ গ্রন্থখানি লইয়া বাড়ী আসিল। বাড়ী পঁহুছিয়াই সে উহা খুলিয়া পড়িতে বসিল। তাহার মাতা বলিলেন—"দেখ, বইখানি সাবধানে রাখিও; ইহা পরের বই তাহা যেন তোমার মনে থাকে।"

এব্—"চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। জোসিয়া আহ্লাদের সহিত বইখানি ধার দিয়াছেন, আমি ইহাকে প্রাণের সহিত যত্ন করিব।"

সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের সহিত পিতার ক্ষেতে কাজ করিয়া যাই সায়ংকাল সমাগত হইত অমনি এব্ মনের আনন্দে বই পড়িতে লাগিয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত মূহুর্ত্তেকের জন্য অবসর পাইলে তাহাও তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য্যে পর্য্যবসিত হইত। এরূপে বইখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে ইহা লইয়া এব্ দৈব দুর্ব্বিপাকে মহা বিপদে পতিত হইলেন।

একদিন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল। ঘরের বাহিরে কাজ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং বইখানি প্রায় সারা-

দিনই এবের হাতে রহিল—গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সে তাহা পাঠ করিতে লাগিল। রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় দুর্ভাগ্যক্রমে ঘুমের ঘোরে সে উহা এমন স্থানে রাখিয়া দিল যে স্থানে বেড়ার ফাঁকের ভিতর দিয়া সারারাত্রি বৃষ্টির জল ঢুকিয়া বইটীকে একেবারে আর্দ্র করিয়া ফেলিল। প্রাতঃকালে উঠিয়াই এবের চক্ষু পুস্তকের উপর পড়িল। পুস্তক খানি আর্দ্র হইয়াছে দেখিয়া তাহার প্রাণে যে কিরূপ ভাব হইল তাহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। আর্দ্র পুস্তক হাতে করিয়া সে মাতার নিকটে গেল। চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "বই খানিকে ওখানে রাখিয়াছিলে কেন ?"

এব—"ওখানে যে বৃষ্টির জল আসিবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।—দেখ বই খানি জলে চব্ চব্ করিতেছে।

মা—ইহা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে আর কি !"

এব্—"শুকাইয়া গেলে এমন থাকিবে না। কিন্তু দেখিতে ইহা আর পূর্ব্বের মত কিছুতেই হইবে না। মলাটটা একেবারেই খসিয়া যাইবে। এখন উপায় কি ? জোসিয়াই বা কি বলিবেন ?—আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছিলাম যে বই খানি খুব যত্নে রাখিব।"

মা—"যাহা হইবার হইয়াছে, এখন সে কথা ভাবিয়া আর কি হইবে ? জোসিয়াকে যেরূপে হয় সন্তুষ্ট করিতে হইবে।"

এব্—"কিন্তু তাঁহাকে দিবার জন্য আমি টাকা কোথায় পাইব ? আর তদ্ব্যতীত তাঁহাকে সন্তুষ্টই বা করিব কিরূপে ? জোসিয়াকে ত ইহার মূল্য দেওয়া উচিত।"

মা—টাকার পরিবর্ত্তে তার কোন একটা কাজ করিয়া

দিলেও ত চলিবে। তুমি আজই বই খানি লইয়া তার নিকট যাও এবং যেরূপে হয় মিটাইয়া আইস।''

এব্—"তাঁহার নিকট যেতে আমার বড়ই লজ্জা হইতেছে। তিনি কি ভাবিবেন!"

মা—"কর্ত্তব্য পালন করিতে কখনও লজ্জিত হইও না।

এব—কর্ত্তব্য পালন করিতে লজ্জিত হইতেছি না। আমার কেমন লাগিতেছে তাহাই বলিতেছি। আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছিলাম যে বই খানি খুব যত্নে রাখিব!''

মা—"তুমিত তাহাই চাহিয়াছিলে। কিন্তু দৈবঘটনা নিবারণ করা কি মানুষের সাধ্য?''

এব্—যেমন করিয়াই হউক আমি এ বইর দাম দিব। আমি আজই জোসিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

অগ্নির উত্তাপে বইখানি শুষ্ক হইল। সন্ধ্যা সমাগত হইবা মাত্র এব্ জোসিয়ার বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইল। ঝড় থামিয়া গিয়াছিল। আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ জ্বলিতেছিল। এব্ যত্নের সহিত গ্রন্থ খানি এক খণ্ড বস্ত্রে আবৃত করিয়া জোসিয়ার বাড়ী উপস্থিত হইল। লজ্জা ও ভয়ে তাহার বুক দুর্ দুর্ করিতেছিল।

জোসিয়া তাহাকে দেখিয়া আনন্দের সহিত ডাকিয়া কাছে বসাইলেন; বলিলেন "এব্, তুমি কি এরই মধ্যে বই খানি শেষ করিয়াছ?''

এব—বই খানি ফিরাইয়া আনিয়াছি বটে কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই।

জোসিয়া—তবে ফিরাইয়া আনিলে কেন? যত দিন ইহা শেষ না হয় ততদিন তোমার নিকটেই থাকুক।

এব্—"পুস্তক খানির কি দশা হইয়াছে, দেখিলে হয় ত আপনি উহা আর আমার নিকট রাখিতে চাহিবেন না।"—এই বলিয়া এব্ গ্রন্থ খানি বস্ত্রের ভিতর হইতে বাহির করিল। পুস্তক খানিকে তদবস্থ দেখিবা মাত্র জোসিয়ার চক্ষু ক্রোধে আরক্ত হইল, মুখ বিবর্ণ বইয়া গেল। তিনি কঠোরস্বরে বলিলেন "কি অসতর্কতা! বই চেয়ে নিয়ে এরূপ যত্নই ত করিতে হয়,—কেমন ?"

জোসিয়া যদি এব্‌কে ভাল না বাসিতেন তবে আজ তাহার প্রতি যে কিরূপ কর্কশ ব্যবহার হইত তাহা বলা যায় না। এবের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্বেও তিনি তাহাকে ভৎর্সনার উপর ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। এব্ অপরাধ স্বীকার করতঃ পুস্তক খানির মূল্য দিতে চাহিল। বলিল—

"পুস্তক খানি আমার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। আমি উহার মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি। আপনার কি এমন কোনও কার্য্য নাই যাহা আমি খাটিয়া সারিয়া দিতে পারি ?

এব্ সে অঞ্চলে সুনিপুণ শ্রমজীবী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সে খাটিয়া পুস্তকের মুল্য পরিশোধ করিতে প্রস্তুত আছে শুনিয়া জোসিয়ার ক্রোধ একটু শান্ত হইল; তিনি বলিলেন—কাজ ? হাঁ কাজ আছে বই কি ? কাজ যথেষ্টই আছে, করিবে কে ?

এব্—"এ বই খানির দাম কত ?"

জোসিয়া—"তোমার যাহা দিবার সাধ্য হইবে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক।"

এব্—"ইহার পূর্ণমূল্য যে পর্য্যন্ত পরিশোধ না হয় সে পর্য্যন্ত আমি আপনার বাড়ীতে খাটিয়া দিব। দাম শোধ হইলে বইখানি আমার হইবে। ইহাতে আপনি কি বলেন।"

তাহাই স্থির হইল। জোসিয়ার রাগ থামিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"দেখ এব্ আমার ক্ষেতের শস্য কাটা হইয়া গিয়াছে। এখন শস্যের উপরিভাগ কাটিয়া বিচালি প্রস্তুত করিতে হইবে। বিলম্বে সব মাটি হইয়া যায়। সুতরাং তুমি যদি উহা কাটিয়া এক স্থানে জড় করিয়া দিতে পার তাহা হইলে আমি বইর হিসাবটা তোমার সঙ্গে একরূপ শোধ বাদ করিয়া লইতে পারি।

এব্—"তাহাই হইবে।—এ শস্যের কতটা আমায় কাটিতে হইবে?"

জোসিয়া—"কতটা আবার কি? সবটাই কাটিয়া দিতে হইবে—বইটা ত আর তুমি অমনি পাইতে চাওনা।"—এমন অন্যায় কথা বলিতে জোসিয়ারও একটু বাধিয়া যাইতেছিল।

—এব্ জোসিয়ার আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া চমকিত হইল। জোসিয়ার প্রকাণ্ড ক্ষেত্রের শস্যাগ্রভাগ কাটিবার মজুরী ন্যায়তঃ সে পুস্তকের মূল্য অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক।—কিন্তু সে কোনও কথা বলিল না। কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করিল—"কবে অবধি কাজে লাগিতে হইবে?"

জোসিয়া—"কাল প্রাতঃকাল হইতেই।"

এব্—"ভাল আমি কাল ভোরেই আসিব।"

অতঃপর এব্ বাড়ী যাইয়া পিতা মাতাকে সমস্ত কথা বলিল। তাঁহারা বলিলেন, জোসিয়া বড়ই অন্যায় দাবী করিয়াছেন।—তবু এব্ যে গোলমাল মিটাইতে পারিয়াছে তাহাতে তাঁহারা আন্তরিক সুখী হইলেন।

এব্ পরদিন প্রাতঃকালে জোসিয়ার শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। অনেক বিঘা শস্য কাটিতে হইবে সুতরাং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার

সহিত সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। চাষের কাজে ইহার মধ্যেই সে এত ক্ষিপ্রহস্ততা লাভ করিয়াছিল যে, সচরাচর যে কার্য্যে একজন মজুরকে পাঁচ দিন খাটিতে হইত, সে তিন দিনের মধ্যেই তাহা সম্পন্ন করিয়া দিয়া জোনিয়ার ঋণমুক্ত হইল।

উজ্জ্বল দায়িত্বজ্ঞান ব্যতীত এ জগতে কেহই প্রকৃত উন্নতি লাভে সমর্থ হইতে পারে না। দায়িত্বজ্ঞান পরিস্ফুট হইলে কর্ত্তব্যপরিপালনের জন্য দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা জন্মে। এবং সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য মানবাত্মার যে যত্ন ও চেষ্টা, তাহাই সর্ব্ব প্রকার উন্নতির মূলভিত্তি। লিঙ্কন ১৪ বৎসর বয়সে একখানি সামান্য পুস্তকের জন্য আপনাকে যেরূপ বিপন্ন মনে করিয়াছিলেন, যেরূপ চক্ষুর জল ফেলিয়াছিলেন, তাঁহার চতুর্গুণ বর্ষবয়স্ক ভারতবাসী তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ মূল্যবান্ ব্যাপারে তাহার ষোড়শাংশ ক্লেশ পান কিনা বলিতে পারা দুরূহ। তবে যে মাতা পুত্রকে ক্লেশে ম্রিয়মাণ দেখিয়াও তাহাকে কর্ত্তব্য পালনে লজ্জিত হইতে নিষেধ করিতে পারেন, তাঁহার সন্তান যে লিঙ্কনের মত দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট হইবে তাহাও বিচিত্র নহে। লিঙ্কনের মত বালক এদেশে যেমন দুষ্প্রাপ্য, লিঙ্কনের মাতার মত নারীও তেমনি দুর্ল্লভ সন্দেহ নাই।

সমাজিক অবস্থা।

মানবের জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন জ্ঞাতসারেই হউক কিম্বা অজ্ঞাতসারেই হউক চারিদিকের অবস্থার সংঘর্ষণে তাহার চরিত্র নিয়মিত ও গঠিত হইবেই হইবে। এবের জীবনে

এখন এইরূপ সময় আসিয়াছে। এবং এখন পঞ্চদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া যোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সুতরাং চরিত্রের কিরূপ বল, মনের কিরূপ তেজ, ও ইচ্ছার কিরূপ শক্তি থাকাতে সে চতুর্দ্দিকের অবস্থার অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোতকে স্বীয় আনুকূল্যে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে তদানীন্তন আরণ্যসমাজের অবস্থার বিষয় সম্যক্ অনুধাবন করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ একটি প্রধান বিষয়ে এ সময়কার আরণ্যসমাজ এবের বিশেষ আনুকূল্য সাধন করিয়াছিল। এ সময়ে, এ অঞ্চলের আরণ্যক বড়ই ধর্ম্মানুরাগী ছিল। ভক্ত ধর্ম্মপ্রচারকের পরিশ্রমগুণে এ সমাজে এ সময়ে এই সুফল ফলিয়াছিল। কোনও স্থানে ভগবানের গুণকীর্ত্তন হইবে শুনিলে নরনারী, ৮।১০ মাইল দূর হইতেও দলে দলে যাইয়া সে স্থানে উপস্থিত হইত। এরূপ সংবাদ প্রচার হওয়া মাত্র আরণ্যকগৃহস্থের মেয়েরা যে যেরূপ বস্ত্র পাইত সে তাহাই লইয়া ভগবানের নাম শুনিবার জন্য ব্যগ্রভাবে সভাস্থলাভিমুখে চলিয়া যাইত। এমন কি স্বামীর পরিত্যক্ত ছিন্ন জামায় আপনাদিগকে ও আপনাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু সন্তান দিগকে আবৃত করিয়া তাহারা বিষম শীতের মধ্য দিয়াও গমন করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইহাঁদের স্বামীগণও যে যেখানে থাকিতেন অমনি সভাস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন। বৃদ্ধ লোকেরা ক্ষেতের কাজ পরিত্যাগ করিয়া শশব্যস্তে ভজনা স্থলে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্থান করিত।—আর সকলেই সহাস্যবদনে সানন্দ চিত্তে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের সহিত অভিবাদনকরতঃ নানাবিধ গল্পে উপাসনার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত অতি-

ম্বাহিত করিত। পরে ভক্তিভাবে উপাসনায় যোগ দিয়া উপাসনান্তে যে যেরূপে পারিত সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করিত। এবং পর দিন প্রাতঃসূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিত। গ্রীষ্মকালে সুনীল নভোমণ্ডলকেই চন্দ্রাতপ করিয়া ভক্ত আরণ্যক আপনাদিগের প্রভু পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিত। কিন্তু শীতকালে প্রায়ই কোনও না কোনও কুটীরে সকলকে সমবেত হইতে হইত। এইরূপ অবস্থায় কুটীরস্বামী অভ্যাগতদিগকে যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিতেন এবং যাঁহার যেমন শক্তি তদনুসারে তাঁহাকে অতিথি সৎকার করিতে হইত। কখনও বা সরবৎ, কখনও বা শুদ্ধ জল দ্বারা অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা হইত। কেহবা এক ঝুড়ি আতা, কেহবা পেয়ারা ও আলু দ্বারা অতিথিদিগের অভ্যর্থনা করিত। লিঙ্কনকুটীরে একবার এইরূপ সম্ভাষণ হয়; তাহাতে এবের পিতা আগন্তুকদিগকে এক ঝুড়ি আলু দ্বারা সমাদর করিয়াছিলেন। আলুগুলিকে প্রথমে বেশ করিয়া ধুইয়া যত্নের সহিত ছাল ছাড়ান হইয়াছিল। তার পর ছুরি দিয়া তারই এক এক টুকরা কাটিয়া আগন্তুকদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। সকলেই তাহা আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়াছিল।— উপাসনার পূর্ব্বেই এইরূপ আতিথ্যসৎকার সমাধা করিতে হইত। তার পর সকলে যথাস্থানে উপবেশন করিতেন। ভক্ত ধর্ম্ম প্রচারক তৎপরে সকলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিতেন। তার পর বাইবেল হইতে কোনও স্থান উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা হইত। উপদেশান্তে সকলে পরস্পরের করপীড়ন করিয়া সমবেতস্বরে কোনও একটী সঙ্গীত গাইতেন। তৎপরে উপাসনা শেষ হইত। সে সময়কার লোক

এইরূপ উপাসনাসভার বড়ই অনুরাগী ছিল। বলা বাহুল্য সমকালীন লোকদিগের এইরূপ ধর্ম্মানুরাগ এবের ঈশ্বরভক্তি বৃদ্ধির পক্ষে বড়ই সাহায্য করিয়াছিল।

লোকগুলি এইরূপ ধর্ম্মানুরাগী হইলেও তাহারা বড়ই কুসংস্কারাপন্ন ছিল। ইন্দ্রজালে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যে সকল লোক যাদুবিদ্যায় আপনাদিগকে সুপটু বলিয়া প্রচার করিত, ইহারা তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া নানাবিধ ব্যাধির চিকিৎসায় নিযুক্ত করিত। কোনও ব্যক্তি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছে বুঝিতে পারিলে, সে স্থানের লোক কোন একটী ঐন্দ্রজালিকের মূর্ত্তি গড়িয়া তাহা রৌপ্য গোলক দ্বারা আঘাত করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে এরূপ করিলে মন্ত্রের বল বিলুপ্ত হয়। এমন অনেক হাতুড়ে বৈদ্য ছিল যাহারা বিশ্বাসবলে রোগের উপশম করিবার প্রয়াস পাইত। কোনও পাখী আসিয়া জানালায় উড়িয়া বসিলে ইহারা বিশ্বাস করিত যে পরিবারের কাহারও মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। সকল কাজ করিবারই একটা সময় ও অবস্থা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোনও স্থান বেড়া দিয়া ঘেরিতে হইবে?—চন্দ্রালোক ভিন্ন তাহা হইতে পারিবে না। আলু কিম্বা মূলার বীজ বপন করিতে হইবে? নিশার অন্ধকার ব্যতীত সে কাজ প্রশস্ত নহে। নূতন বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে? যদি ফল খাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, চন্দ্রালোকে রোপণ কর। সাবান তৈয়ার করিতে হইলে চন্দ্রালোকের প্রয়োজন। শুক্রবার দিন কোনও কাজ আরম্ভ করা হইবে না। শুক্রবার দিন যে কাজের আরম্ভ সে কাজ কিছুতেই সুফল প্রসব করিবে না।

এইরূপ লোকের ভিতর, এইরূপ সামাজিক অবস্থার মধ্যে এব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনের অঙ্কুর বিকশিত হইয়াছিল।—এইরূপ নিরক্ষর কুসংস্কারাপন্ন সমাজে বাস করিয়াও, যে মানসিক তেজ প্রভাবে তিনি স্বীয় জীবনের পথ উন্মুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা সম্যক্ অনুধাবন করা দুরূহ।

কার্য্যদক্ষতা।

এব্ ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়া টেলার নামক জনৈক প্রতিবেশীর অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিল। টেলার একটী খেয়াঘাট ইজারা করিয়াছিলেন। এব্‌কে এই নৌকার মাঝি হইতে হইল। এ কাজ এবের বড়ই ভাল লাগিত। একে কাজটী নুতন, তার পরে কোন্ যুবকের নৌকা বাইতে ভাল না লাগে? এ সময়ে বয়স আন্দাজে এবের শরীর বড়ই লম্বা হইয়া পড়িয়াছিল। আর বলেতে তাহার সমকক্ষ লোক ত সে অঞ্চলে কেহ ছিলই না। সুতরাং নৌ-চালন তাহার পক্ষে বড়ই সহজ ব্যাপার ছিল। টেলারের বাড়ীতে এব্‌কে সর্ব্বাগ্রে শয্যাত্যাগ করিয়া উনন জ্বালিতে হইত। তার পর চা ও রান্নার জল চড়াইয়া দিয়া, রন্ধন কার্য্যের সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে হইত। এ সকল কার্য্য শেষ হইলে গৃহের কর্ত্রী রান্নাঘরে আসিয়া দেখা দিতেন। এব্ যথাসময়ে জল ও কাঠ যোগাইয়া গৃহকর্ত্রীর মনস্তুষ্টি সাধন করিত। তিনি এবের উপর বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। এবের মত গোছাল ছোকড়া টেলারপত্নীর ভাগ্যে কখনও যোটে নাই।

এব্ এ বাড়ীতে কয়েকখানি গ্রন্থের মধ্যে যুক্তরাজ্যের এক খণ্ড ইতিহাস পাইয়াছিল। রাত্রিকালে তাহাই যত্নের সহিত পাঠ করিত। টেলারের বাড়ীতে এব্‌কে তাঁহার বড় ছেলের সঙ্গে এক শয্যায় শুইতে হইত। টেলারতনয় এবেরই সমবয়স্ক, তবে এবের কোনও গুণই তাহাতে ছিল না। এবের নৈশাধ্যয়ন তাহার বড়ই বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিল। দুই একদিন তাহার অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া অবশেষে সে একদিন বলিল—"আলোটা নিবাইয়া দিয়া বিছানায় শোওনা এব্? একটা বইর জন্য তুমি কি আমার সারারাত্রির ঘুম মাটি করিবে?"

এব্—তোমাকে দুই একটা পাতা পড়িয়া শুনাই না কেন? যুক্তরাজ্যের ইতিহাসের তুলনায় নিদ্রা কি একটা বেশী কথা?

টেলারতনয় একটু চুপ করিয়া রহিল। অনেক ক্ষণ গেল তবু এব্ পড়া ছাড়িল না। তাহার উৎপাত তখন তাহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং সে আবার বলিল "এব্ দেখ তুমি এখনও বাতি নিবাইলে না। এবারে কিন্তু আমি নিজেই উঠিয়া নিবাইয়া দিব।"

এব্—"বটে, পারিবে ত?—আমি যদি তুমি হইতাম তবে কিন্তু বাতিটা নিশ্চয়ই নিবাইয়া দিতাম। তা তোমার উঠিবারই বা দরকার কি? শুইয়া শুইয়াই তুমি ফু দেওনা কেন? তোমার ফু দেওয়ার শক্তিটী ত অসাধারণই আছে। বাতি তাহা হইলে আপনিই নিবিবে।" টেলারতনয় হার মানিল।

ফলতঃ নিদ্রালু টেলারতনয় কোনও প্রকারেই এব্‌কে পড়া হইতে বিরত করিতে পারিত না। একদিন তাহার আর সহ্য

হইল না। সে "বেতনভোগী চাকর ছোকড়াকে" ক্রোধভরে প্রহার করিল। এব্ তাহার প্রতিশোধ লইল না। আত্মসংযম করিয়া গেল। কিন্তু পড়া ছাড়িল না।

অনেক বর্ষ পরে এই টেলারতনয় এবের এ সময়কার জীবনের বিষয় উল্লেখ করিয়া এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন—

"এব্ সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করিত। তার পর দুপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠ করিত। আবার প্রাতঃকাল হইলেই সকলের পূর্ব্বে তাহাকে শয্যাত্যাগ করিতে হইত। এবের মত লোক আমি আমার জীবনে কখনও দেখি নাই। তাহার পড়ায় আমার ঘুমের ব্যাঘাত হইত। তাহাতে আমি একদিন রাত্রিকালে তাহাকে ক্রোধভরে প্রহার করিয়াছিলাম! মার খাইয়া এব্ ক্ষেপিয়া গেল। কিন্তু আমাকে প্রতিপ্রহার করিল না। ইচ্ছা করিলেই সে আমাকে উপযুক্ত রূপ শিক্ষা দিতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করিল না।"

এই টেলারের অধীনে এব্‌কে খেয়া নৌকার মাঝিগিরি করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত ক্ষেত্রে কৃষকের কাজ করিতে হইত; বাড়ীতে সইস ও ভৃত্যের কাজ করিতে হইত এবং কখন কখনও বরাহাদি শিকার করিয়া তাহার মাংস রন্ধনোপযোগী করিতে হইত।—এই সকল কাজই সে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। টেলার তাহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া একদিন একজন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন এব্‌কে যে কাজেই লাগাই না কেন সে তাহাই ভাল করিয়া সম্পন্ন করে। এবের এই সদ্গুণের মূল কোথায় টেলার হয়ত তাহা জানিতেন না। এব্‌কে যাহা করিতে দেওয়া হইত তাহাই সে সমগ্র মনের সহিত করিত। যতদূর ভাল করিয়া করা

তাহার পক্ষে সম্ভব সে প্রত্যেক কার্য্যই ততদূর ভাল করিয়া করিত। তাই তাহার সকল কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত।

দেখিতে দেখিতে টেলারের বাড়ীতে এবের নয় মাস কাটিয়া গেল। তাহার চাকরি করার নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইল। এব্ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাহার বাটী প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরেই তাহার ভগিনী সারার বিবাহ হইল। এবের ভগিনীর বিবাহ একটু সমারোহের সহিতই সম্পাদিত হইয়াছিল। ভগিনীর বিবাহোপলক্ষে এব্ কয়েকটী নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়াছিল। সে চাষা-সমাজে কোনও রূপ লেখা পড়া কিম্বা নূতন রচনা বা সঙ্গীতের প্রয়োজন হইলে এব্ই তাহাদের অনন্যগতি ছিল। এব্ বড়ই সুরসিক ছিল। প্রয়োজন হইবামাত্র তাহার রসের ভাণ্ডার খুলিয়া যাইত। ভাল ভাল কবিদের রচিত, সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তবিনোদন করিতেও সে বড় সুপটু ছিল। প্রযোজন মত নিজেও প্রবন্ধ রচনা করিত। তাহার এই সকল গুণের জন্য সে সময়কার সকল আমোদ প্রমোদের আয়োজনের মধ্যেই তাহার সহায়তা অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বিবাহের এক বৎসর পরেই সারা বিধবা হইলেন। ভগিনীর ক্লেশে কোমলপ্রাণ এবের হৃদয় গলিয়া গেল। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার মুখে হাসির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

ইহার পর জোন্‌স নামক একজন মুদির দোকানে এবের চাকরী হয়। জোন্‌স এব্‌কে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন। চাকরী হওয়ার কিছু দিন পরে তিনি এব্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এব্ তুমি আমার দোকানের কাজ করিতে পারিবে ত?"

এব্—"আমিত কখনও মুদিগিরি করি নাই। তবে আমার চেহারা যেরূপ সুশ্রী তাহাতে সম্ভবতঃ অনেক লোকই আমার রূপে আকৃষ্ট হইয়া আপনার দোকানে জিনিস কিনিতে আসিবে।"

এস্থলে বলা আবশ্যক যে এব্ বাঁশের মত লম্বাই হইয়া চলিয়াছিল,—কোনও প্রকারের শারীরিক লাবণ্যে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তখন কেন, কখনও ভূষিত হয় নাই।

জোন্স—"আচ্ছা, আমি তোমার রূপ লাবণ্যে লোককে আকৃষ্ট করিবার সুবিধা করিয়া দিতেছি। এখন দেখি তুমি কি করিতে পার।"—মুদির কি কি অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য জোন্স এব্‌কে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। সে সময়ে সে স্থানে এই সকল কার্য্য মুদীর অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল,—ঘোড়ার গাড়ী হাকান—নইলে সে জঙ্গলে জিনিস আসিবে কোথা হইতে?—মাংস প্রস্তুত করা পুঁটলি খোলা ও বাঁধা, গম প্রভৃতি শস্য ওজন করা, গুড় ও মদ বিক্রয় করা, এবং সাধারণতঃ মুদি-ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবের উপর এ সকল নূতন কার্য্যের ভার পড়িল। কাজ নূতন হইলেও এব্ তাহার অভ্যাসগত দক্ষতার সহিত তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত এবের সাহায্যে জোন্‌সপত্নীর গৃহ অদৃষ্টপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল।

জোন্‌সের বাড়ীতে এব্ অনেক নূতন পুস্তক পড়িতে পাইল। তন্মধ্যে ফ্রাঙ্কলিনের জীবনচরিতই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার পর জোন্স্ রাজনীতির চর্চ্চা করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি একটী সংবাদপত্রের নিয়মিত গ্রাহকও ছিলেন। তাই জোন্‌সের সঙ্গে এব্‌কে প্রায়ই রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা

করিতে হইত। তাঁহার নিকটেই এবের প্রথম রাজনৈতিক দীক্ষা হয়।

জোন্‌সের চাকরী ছাড়ার পরেও এব্ তাঁহার দোকানে যাতায়াত বন্ধ করে নাই। কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে সে প্রায়ই বিকাল বেলা সেখানে যাইত এবং নানাবিধ রাজনৈতিক আলোচনায় ও আমোদ প্রমোদে সায়ংকাল অতিবাহিত করিত। এব্ এ সময়ে সকল প্রকারের সায়ং সমিতিরই জীবন স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গল্পে, তাহারই রসিকতায়, তাহারই গদ্য পদ্য আবৃত্তিতে এবং তাহারই রচিত কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধে এই প্রকারের সায়ং সমিতিতে উপস্থিত বন্ধুদিগের আনন্দ বর্দ্ধন হইত।

একদিন শীতকালের রাত্রিতে এইরূপ আমোদ প্রমোদের পর এব্ কয়েক জন সঙ্গীর সহিত বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিল। পথি মধ্যে দেখা গেল একজন লোক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় একটা নর্দ্দামার ভিতর পড়িয়া আছে। এবের এক বন্ধু তাহার নিকটে গেল এবং তাহার হাতে ধরিয়া টানিল। কিন্তু তাহাতে তাহার চৈতন্য হইল না। তখন সে এব্‌কে ডাকিয়া বলিল "এব্ দেখ এটা আবার কে এখানে পড়িয়া আছে।" এব্‌ও লোকটীর নিকটে যাইয়া তাহাকে সজোরে ঝাঁকিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার চৈতন্য হইল না। তখন সে সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটাকে তোমরা কেহ জান? কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না। লোকটা সে অঞ্চলে নূতন আসিয়াছিল। এবারে সকলে মিলিয়া তাহাকে ঝাঁকিতে লাগিল কিন্তু তবু তাহার সংজ্ঞা

হইল না। এব্ বলিল "দেখিতেছি লোকটার ভিতরে জীবন অপেক্ষা মদের অংশ অনেক বেশী রহিয়াছে। ইহাকে নিয়া এখন কি করা যায়?"

একজন বন্ধু বলিল "তোমার যা খুসী তাই কর। আমি ত বাড়ী চলিলাম। এ শীতে এখানে দাঁড়াইতে পারিতেছি না। চল ভাই কে কে বাড়ী যাবে?"

এবের আরেকজন বন্ধুও এই পরামর্শে সায় দিয়া বলিল "বড় ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। এখানে সত্যসত্যই আর দাঁড়ান যাইতেছে না। মাতালটা এ সময়ে যখন এরূপ শয্যাই পছন্দ করিয়াছে তখন আমরা তার বাধা দেই কেন?"

এব্ বলিলেন—"ইহাকে এখানে রাখিয়া গেলে যে প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই এ লোকটা জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে,"

বন্ধু—"তা ছাড়া এমন লোকের ভাগ্যে আর কি আছে? আমি ত ভাই আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। বাড়ী চলিলাম।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। এব্ বলিল এ "লোকটার একটা উপায় না করিয়া আমিত বাড়ী যাব না। ইহাকে এখানে ফেলিয়া যাওয়ার মত নির্দ্দয়তা আর কি হইতে পারে?"

এতক্ষণ এবের বন্ধুরা লোকটীকে চিনিতে পারে নাই। এখন চিনিল। লোকটী কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী একটী স্থানের একজন প্রসিদ্ধ মাতাল। সুতরাং তাহার জন্য আর কাহারও তত দয়া হইল না। এবের কথার উত্তরে একজন বলিল— "নিষ্ঠুরতা হয় ও, নাও হয়। ইহার বাঁচিয়া থাকাতে কাহারও কোনও উপকার নাই। কিন্তু কতকগুলি লোকের বিষম কষ্ট। সুতরাং এ গেলে যে বিশেষ কি অনিষ্ট হইবে তাহাত দেখি না।"

এব্—"তা হউক, কিন্তু ইহাকে আমরা শেয়াল কুকুরের মত মরিতে দিব কেন? এস আমরা ইহাকে কান্ধে করিয়া আমার মাসতুতো ভাইর কুটীরে রাখিয়া আসি। সে বাড়ী এ স্থান হইতে বড় অধিক দূর নহে।"

বন্ধু—"এমন লোককে এমন শীতের সময় এত রাত্রে কান্ধে করিয়া আমিত লইয়া যাইতে পারি না। তোমার ইচ্ছা হয় ত তুমি একাকীই এমন নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিতে পার। আমি তোমার সঙ্গী হইব না।"—এবারে এবের সকল বন্ধুই চলিয়া গেল—এব্ বলিল "যাও—তোমাদের প্রকৃতি বড়ই নিষ্ঠুর!"

এব্ তখন সেই গভীর অরণ্যানীর মধ্যে সেই রাত্রের অন্ধকারে একাকী পড়িল। কিন্তু কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে তাহার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। স্বীয় আজানুলম্বিতবাহু দ্বারা সংজ্ঞাহীন মাতালকে পরিবেষ্টন করিয়া সে তাহাকে স্কন্ধে তুলিল, এবং ভ্রাতার কুটীরোদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

এবের ভাই এত রাত্রে শয্যায় সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। এব্ তাঁহাকে বিছানা হইতে তুলিয়া বলিল "দেখ ভাই আমি এ রাত্রির জন্য তোমাকে একজন সঙ্গী যুটাইয়া দিলাম। লোকটা কিন্তু বিষম ভারি। বহিয়া আনিতে কাঁধটা যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে।" এবের ভাই লোকটাকে চিনিতেন, বলিলেন "এ লোকটাকে আবার তুমি কোথায় পাইলে?

এব্—"ভাই রাস্তায় পড়িয়াছিল। না আনিলে ভোর হইবার পূর্ব্বেই শীতে মরিয়া যাইত।"

এবের ভাই—"আমি একে চিনি। লোকটা নেহাতই অকর্ম্মণ্য।"

এব্—"তাহোক্, কিন্তু আজ রাত্রের জন্য ইনি আমাদের বিলক্ষণ কাজ যুটাইয়া দিয়াছেন ত ? দেখ ভাই, যে পর্য্যন্ত আমরা মানুষ বলিয়া পরিচয় দি, সে পর্য্যন্ত মনুয্যত্বের কিছু কিছু নিদর্শনও দেখান কি উচিত নয় ?"

ভাই—"আচ্ছা ভাই দেখাও,—দেখি কতটা পার।"

অতঃপর দুই ভাই সেই মৃতকল্প ব্যক্তির চেতনাসঞ্চারে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহের অগ্নিকুণ্ডে আগুণ জ্বালিয়া লোকটীকে সেঁকা হইল এবং এব্ তাহার শরীর ভাল করিয়া ঘর্ষণ করিল। অবশেষে তাহার চেতনা হইল। কিন্তু সে রাত্রির সমস্তটাই এব্‌কে সেই মাতালের সঙ্গে কাটাইতে হইয়াছিল।

এইরূপে, এবের অমানুষিক সামর্থ্য ও দয়া উভয়ে মিলিয়া সেদিন এই লোকটীর প্রাণ রক্ষা করিল।

প্রবন্ধ রচনা।

১৭ বৎসরে পা দিয়া এব্ উইলিয়ম উড্ নামক একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে কাজ করিতে গেল। দরকারমত এবের পিতাও এ বাড়ীতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে সূত্রধরের কাজ করিতেন। উড্ দুইখানি সংবাদপত্রের নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। এব্ তাহা আগাগোড়া পড়িতে বড়ই ভাল বাসিত। এ দুখানি সংবাদ পত্রের মধ্যে একখানি সুরাপাননিবারিণী সভা হইতে প্রচারিত হইত। এই খানি এবের বড়ই প্রিয় ছিল। ইহা এবের প্রথম হস্তগত হইলে সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া উড্‌কে বলিল "এরূপ বিষয়ে যে সংবাদপত্র প্রকাশিত

হইতেছে তাহা আমি জানিতাম না। ইহার মধ্যে যাহা কিছু লেখা আছে তাহার সকল কথাই প্রতি বর্ণে সত্য।"

উড্—"তাহা ত হইবারই কথা। মদের যেখানে দরকার সেখানে ব্যবহার হইলেই ভাল হয়। লোকে ইহা অতিরিক্ত পরিমাণে পান করিয়া কেন যে আপনাদিগকে পশুবৎ করিয়া ফেলে তাহা বুঝিতে পারি না।"

এব্—"মদের আবার দরকার কি? আমার পিতার সাত পিপা মদ যে পথে গিয়াছিল, এ পৃথিবীর সকল মদই যদি সেই পথে যাইয়া নদীগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে বড়ই মঙ্গল হয়। মদে ত লোকের ভাল অপেক্ষা মন্দই অধিক করে।"

উড—"মদে লোকের যে কি উপকার করে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর বটে। তবে তাহাতে যে অনিষ্ট হয় তাহা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। এ আরণ্যদেশে মদের জন্য লোকের স্বাভাবিক দুর্দ্দশা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।"

এব্ সংবাদপত্র পড়িয়া মদের বিরুদ্ধে এত উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে মনের আবেগে "পরিমিত সুরাপান" শীর্ষক একখানি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা উডের হস্তে আনিয়া পড়িতে দিল। উড্ প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য দেখিয়া পড়িবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন "এব্ ইহা কি তোমার নিজের লেখা?"

এব্—"ইহার প্রত্যেক কথাই আমার লেখা। আপনি দয়া করিয়া যদি ইহা পড়েন এবং ইহার সম্বন্ধে আপনার কি মত তাহা আমাকে জানিতে দেন তবে আমি বড়ই উপকৃত হইব।

উড—"আজ রাত্রে আমি ইহা নিশ্চয়ই পাঠ করিব।

পরদিন প্রাতঃকালে একজন ধর্ম্মপ্রচারক উড্ সাহেবের বাড়ী আসিয়াছিলেন। উড্ তাঁহাকে এবের প্রবন্ধ পড়িতে অনুরোধ করিলেন। প্রবন্ধখানি সূত্রধরতনয় এবের লিখিত শুনিয়া ধর্ম্মপ্রচারক উহা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই পাঠ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি বলিলেন "প্রবন্ধটী বড়ই সুন্দর হইয়াছে। বিশেষতঃ এবের মত বালকের পক্ষে এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।"

উড্—"তবে প্রবন্ধটী যাহাতে এই পত্রিকা খানিতে মুদ্রিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন কি ?"

ধর্ম্মপ্রচারক—"ইহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বটে।"

উড্—"এই পত্রিকায় সচরাচর যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহার অধিকাংশই এই প্রবন্ধটীর সমকক্ষ নহে। আপনি ইহা সম্পাদকের নিকট লইয়া গেলে ভাল হয়। সম্পাদকের বাড়ী ত আপনার পথেই পড়িবে।

ধর্ম্মপ্রচারক—"দিন, আমি আহ্লাদের সহিত ইহা সম্পাদকের নিকট লইয়া যাইব।"

তদনুসারে ধর্ম্মপ্রচারক এবের প্রবন্ধ সম্পাদকের নিকট লইয়া গেলেন। কিছুকাল পরে উহা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল। উড্ সাহেব প্রবন্ধটী বারম্বার পাঠ করিয়া বলিলেন "এ কাগজে এমন সুন্দর প্রবন্ধ আর একটীও নাই।" প্রবন্ধ মুদ্রিত হওয়াতে এব্ একদিকে যেমন সন্তুষ্ট হইল অপর দিকে তেমনি উৎসাহিত হইল। এবের প্রবন্ধ একটী সংবাদ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে শুনিয়া সে স্থানের সকল লোকই সে

সংবাদপত্রটী উড সাহেবের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে বলিল যে "সতের বৎসরের বালকের পক্ষে এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারা বড়ই আশ্চর্য্য।" ইহার কিছুদিন পরে উড্ একদিন এব্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন "এব্ তুমি রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে পার?

এব্—"কি বিষয়ে লিখিতে হইবে বলিয়া দিলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি।

উড্ একটী বিষযের নাম করিলেন। এব্ এক সপ্তাহের মধ্যেই সে বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়া উডের হস্তে দিল। এবারের প্রবন্ধ পড়িয়া উড্ আরও চমৎকৃত হইলেন। প্রবন্ধে এব্ লিখিয়াছিল—

"বুদ্ধিজীবী জাতির পক্ষে যুক্তরাজ্যের শাসনপ্রণালীর মত উৎকৃষ্ট শাসনপ্রণালী আর সম্ভবে না। এরূপ শাসনপ্রণালী অক্ষত রাখিতে হইবে, দেশমধ্যে চিরকাল সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে যাহাতে সাধারণশিক্ষা জনসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। ফলতঃ যুক্তরাজ্যের শাসনতন্ত্র যাহাতে সংরক্ষিত হয় তৎপক্ষে সম্যক্ যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সকল বিভিন্ন প্রদেশ লইয়া এই যুক্তরাজ্য সংগঠিত, তাহাদিগের বন্ধনরজ্জু অচ্ছেদ্য করিতে হইবে—যুক্তরাজ্যের বিধিব্যবস্থাগুলিকে সর্ব্বত্র বলবৎ রাখিতে হইবে। সকল প্রদেশেই এই ব্যবস্থাগুলিকে সংরক্ষিত ও সমাদৃত করান অবশ্য কর্ত্তব্য।"

সতের বৎসর, বয়সে উড্ সাহেবের বাড়ীতে নফরের কাজ করিবার সময় এব্ লিঙ্কন তাহার প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধে

এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিল।—তেত্রিশ বৎসর পরে এই এব্‌ যখন এব্রাহাম লিঙ্কন নামে দেশমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন, দেশের সকল সৎলোক মিলিয়া একবাক্যে যখন তাঁহাকে যুক্তরাজ্যের সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন—তখন তাঁহার অভিষেকের সময়ে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত এই সামান্য ভৃত্য ও বালক এবের ভাষার আশ্চর্য্য মিল দেখিয়া কে না বিস্মিত হইবে?—এব্রাহাম লিঙ্কন সে উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—

"আমার মত এই যে ভগবানের সার্ব্বভৌমিক বিধানানুসারে এবং আমাদিগের যুক্তরাজ্যের শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থানুসারে যেসকল প্রদেশ লইয়া এই যুক্তসাম্রাজ্য গঠিত, তাহাদের বন্ধনরজ্জু অচ্ছেদ্য, তাহাদিগের যোগ, স্থান ও কাল নিরপেক্ষ। যে পর্যান্ত কোনও একটী দেশের শাসনকার্য্য সেই দেশের শাসনতন্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থানুসারে নির্ব্বাহিত হয়, সে পর্য্যন্ত সে দেশের প্রত্যেক প্রদেশই সেই শাসনপ্রণালীর নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য। আমরাও যে পর্য্যন্ত আমাদের শাসনতন্ত্রানুযায়ী বিধিব্যবস্থানুসারে যুক্তরাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিব, সে পর্য্যন্ত সকল প্রদেশকেই সেই শাসনের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে। যুক্তরাজ্যের যোগ অনন্তকালব্যাপী—অবিচ্ছেদ্য। আমার যতদূর সাধ্য আমি যত্নের সহিত যুক্তরাজ্যের বিধিব্যবস্থাগুলিকে সর্ব্বত্র সমান ভাবে সংরক্ষিত ও সমাদৃত করিতে চেষ্টা করিব।"

নিশ্চয়ই বিধাতা স্বয়ং হাতে ধরিয়া এব্‌কে জীবনপথে চালাইতে ছিলেন! ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে

একই বিধাতা, নফর এব্‌ ও প্রেসিডেন্ট্‌ এব্রাহামকে অনুপ্রাণিত করিতে করিতে জীবন পথে অগ্রসর করিতেছিলেন।—মানব, তবে আশ্বস্ত হও—বিশ্বাসনেত্রে প্রত্যেকে নিজের জীবনে বিধাতারহস্ত দেখিতে চেষ্টা কর। নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে এমন শিক্ষার মধ্যে রাখিয়াছেন যাহার প্রভাবে জীবনের সারাটী পথে চলিতে চলিতে তুমি তাঁহারই কাজ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিতে সমর্থ হইবে। যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট্‌ হওয়া তোমার ভাগ্যে নাও ঘটিতে পারে—কিন্তু জীবনে বিধাতারই কার্য্য করিতেছ ইহা যদি প্রাণে বুঝিতে পার তবে নগণ্য নফরের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট অপেক্ষা সমধিক শান্তিলাভ ও সুখসম্ভোগ করা তোমার পক্ষে সুকঠিন হইবে না। রাজাধিরাজ জগৎপতির দাস্যবৃত্তি অপেক্ষা সমধিক গৌরবের কার্য্য এ জগতে নশ্বর মানবের পক্ষে আর কি হইতে পারে?—

প্রিচার্ড নামক একজন উকীল উড্‌ সাহেবের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। উড্‌ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি দয়া করিয়া এই প্রবন্ধটী যদি একবার পাঠ করেন তবে বড় বাধিত হই।"

প্রিচার্ড—"প্রবন্ধটী কি আপনার লেখা?"

উড্‌—"তাতে কিছু আসে যায় না। দয়া করিয়া আপনি পড়ুন।"

প্রিচার্ড—"আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে অবশ্য পড়িব।"

উকীল প্রবন্ধ পড়িতে বসিয়া গেলেন। পড়া শেষ হইলে বলিলেন,—"এর চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর হইতে পারে না। ইটী কি আপনার লেখা?"

উড্—"না। ইহা টমের ছেলে এবের লেখা। একটী ছেলের পক্ষে এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারা কি আশ্চর্য্য নহে ?"

প্রিচার্ড—"আশ্চর্য্যের চেয়েও বেশী। যদি বলেন ত প্রবন্ধটী আমাদের কাগজে ছাপাইয়া দি।"

উড্—সংবাদপত্রে ছাপাইবার উদ্দেশ্যেই ইহা লিখিত হইয়াছে। যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে লইয়া যাইতে পারেন।

প্রিচার্ড প্রবন্ধ লইয়া গেলেন। যথাসময়ে উহা সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইল। উড্ সন্তুষ্ট হইলেন, এব্ আনন্দিত হইল, প্রতিবেশীগণ কৃতার্থম্মণ্য হইল।

অতঃপর এব্ সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল।

অসুর বীর্য্য।

এব্রাহামের বয়স এখন আঠার বৎসর। এই বয়সে তাহার শরীরে এত বলসঞ্চয় হইয়াছে যে সে অঞ্চলে আর তাহার সমকক্ষ লোক মিলিতেছে না। তাহার শরীর যেমন দীর্ঘায়তন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও তেমনি সুগঠিত, বলশালী। তিন জন লোক যে ভার বহন করিতে অসমর্থ—এব্ একাকী তাহা অনায়াসে বহন করিতে পারে। তাহার হাতুড়ির আঘাতে লৌহও চূর্ণ হইয়া যায়। তাহার কুঠার কঠিনতম কাষ্ঠখণ্ডও দ্বিধাবিভক্ত করিতে সমর্থ। এসময়ে এ অঞ্চলের লোক মল্লযুদ্ধ করিতে বড়ই ভালবাসিত। মল্লযুদ্ধে কে এবের সমকক্ষতা করিবে ?—এব্ যদি বাহুতে এরূপ অসুরবীর্য্য ধারণ

না করিবে, তবে ভবিষ্যৎ জীবনে অমানুষিক পরিশ্রম, পরীক্ষা ও দায়িত্ব বহনে সমর্থ হইবে কিরূপে?

গাধাবোটে।

১৮২৮ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে এব্ জেন্ট্রী নামক জনৈক ইংরেজ জমিদারের বাড়ীতে কাজ করিতে গেল। এখানেও তাহাকে সকল রকমের কাজই করিতে হইত। এলেন নামে জেন্ট্রীর এক পুত্র ছিল। এব্ অপেক্ষা এলেন একটু অধিক বয়স্ক হইলেও সে এবের সঙ্গী হইবার অনুপযুক্ত ছিল না।—এ বাড়ীতে কিছুদিন কাজ করার পর, একদিন জেন্ট্রী এব্‌কে ডাকিয়া বলিলেন—

"এব্, গাধাবোট বাহিয়া নিউ অর্লিয়েন্স নগরে যাইতে সাহস হয় কি? তুমিত নৌকা চালাইতে পার শুনিয়াছি।"

এব্—"নৌকা বাহিতে পারি, নিউ অর্লিয়েন্সও দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে।—নিউ অর্লিয়েন্স এখান হইতে কতদূর?

জেন্ট্রী—"আঠার শত মাইল হইবে। আমি ভাবিতেছি যে তুমি যদি যাও তবে এলেনকেও তোমার সঙ্গে পাঠাইব।"

এব্—"কবে যাওয়া হবে?"

জেন্ট্রী—"তুমি প্রস্তুত হইলেই। গাধাবোটে করিয়া নিউ অর্লিয়েন্সে বিক্রয় করিবার জন্য কিছু জিনিস পাঠাইতে চাই। তাহা বোঝাই হইলেই যাইতে পার।"

এব্—বাবার যদি কোন আপত্তি না হয়, তবে আপনি যখনই বলিবেন তখনই আমি যাইব। বোধ হয় বাবা তেমন কোন আপত্তি করিবেন না।"

জেন্‌ট্রী—"তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার ভার আমার। তাঁহাকে বেশী পয়সা দিলেই তাঁহার কোনও আপত্তি থাকিবে না। আমি তোমাকে কুড়ি টাকা মাস মাস দিব, আর নিউ অর্লিয়েন্স হইতে এখান পর্য্যন্ত ষ্টীমারে আসিবার ভাড়া দিব। আশা করি তোমরা ভালরূপেই আমার কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিতে পারিবে।"

এবের সহিত আজ কেবল ৪।৫ সপ্তাহ হইল জেন্‌ট্রীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাহার হস্তে মূল্যবান্ দ্রব্যসামগ্রী দিয়া নিউ অর্লিয়েন্সের মত সুদূরবর্ত্তী স্থানে বাণিজ্যার্থ প্রেরণ করিলেও তাঁহার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এব্ যে কাজের লোক ও বিশ্বাসী তাহা এই অল্প কালের মধ্যেই জেন্‌ট্রী বুঝিতে পারিয়াছেন।

যুক্তরাজ্যের পাশ্চাত্য নদীতে খোলা নৌকায় যাতায়াত করা এ সময়ে বড়ই বিপজ্জনক ছিল। শত শত ক্রোশ ব্যাপী অরণ্যানীর মধ্য দিয়া বিশালতটিনীও তীব্রবেগবতী স্রোতস্বতী বহিয়া যাইতেছে;—প্রশস্ত নদীবক্ষে কোথাও বা ভীষণ আবর্ত্ত ভীমরবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে; কোথাও বা ভয়ঙ্কর জল-জন্তু সকল জলক্রীড়া করিতে করিতে একবার জলের উপর ভাসিতেছে আর বার জলে নিমগ্ন হইতেছে; কোথাও বা হিংস্র আরণ্যজন্তু নদীতটে আসিয়া আপনাদিগের ভীষণ শব্দে সে নদী,সে অরণ্যানী প্রতিধ্বনিত করিয়া বেড়াইতেছে;—আর সর্ব্বোপরি নদীর এখানে ওখানে সুবিধা বুঝিয়া রক্তকায় আমেরিক ও কৃষ্ণকায় আফরিক দস্যু আড্ডা গড়িয়া বসিয়া গিয়াছে। সুযোগ পাইলে নৌযাত্রীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহা-

দিগকে অতলজলে ডুবাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপ ভীষণ বিপৎ-সঙ্কুল পথে ১৮।১৯ বৎসরের তুইটী বালক বাণিজ্যতরী বাহিয়া যাইবে। রৌদ্রবৃষ্টিতে, ঝড়ে ঝঞ্ঝাবাতে মাথা রাখিবার জন্য সে নৌকায় কোনও আবরণ নাই—কেন না সেরূপ আবরণযুক্ত নৌকা লইয়া সে নদীতে পথ চলা সমধিক বিপজ্জনক।

রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করিয়া, এইরূপ বিপদসঙ্কুল নদীপথে ১৮০০ মাইল অতিক্রম করতঃ নিউ অর্লিয়েন্সে যাইয়া প্রভুর বাণিজ্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া আসিবার জন্য এব্ আহুত হইয়াছেন!

এব্ পিতার অনুমতি চাহিল। তিনি সহজেই অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাহার মাতা বলিলেন"তোমার মত সংসারানভিজ্ঞ বালেকর পক্ষে ১৮০০ মাইল পথ যাইতে প্রস্তুত হওয়া কি একটু অসমসাহসিকতার কার্য্য নয়?

এব্—"তত বেশী আর কি? তারপর, সংসারটাত দেখা চাই।

মাতা—এরূপ কাজের ভার লইলে সংসার অপেক্ষা নদীতল দেখিবারই অধিক সম্ভাবনা।

এব্—"তাই যদি হয় তবে তাতেই বা ভয় কি?

মাতা—"জলপথে এরূপ নৌকা বাহিয়া অনেক লোকেই যে জীবন হারাইয়াছে তাহা কি তুমি জান না?"

এব্—"আমিও যে হারাব তার প্রমাণ কি?"

মাতা—তুমিও যে হারাবে না তার প্রমাণ কি?"

এব্—"কিন্তু সে কথা ভাবিয়া বৃথা উদ্বেগে মনঃকষ্ট পাইতে যাই কেন?"

মাতা—"তাহা করিতে বলিতেছি না। তবে এসকল ত চিন্তার বিষয় বটে ?"

এব্—"তা তুমি যদি যাইতে বারণ কর তবে যাইব না।"

মাতা—"তুমি যাইও না আমার এরূপ ইচ্ছা নয়, তবে আমার মনে যে ভাবনা হইতেছে তাহাই জানাইতেছি।

এব—হয়ত দেখিবে যে যাইয়া বড়ই ভাল কাজ করিয়াছি।

মাতা—যদি পথে কোনও বিপদ্ না ঘটে, তবে যে ইহাতে তোমার প্রকৃত উপকার হইবে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এতদূর যাইবে, আর এতদিনের জন্য যাইবে তাহাতে মনটা কেমন করিতেছে।

এব্—একদিনত যাইতে হইবেই। তা এখন অবধিই অভ্যাস করা যাক্।"

মাতা—"যাবে ত জানি। কিন্তু সে জ্ঞানে আমার ক্লেশের লাঘব হয় কই? তা যাক্, ওসকল বিষয়ে অধিক কথা বলা বৃথা।

অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইল। এলেন ও এব্ উভয়ে মিলিয়া শীঘ্রই গাধাবোট বোঝাই করিল। নৌকাখানি বোঝাই হইবামাত্র তাহা খুলিয়া দেওয়া হইল। এব গলইর মাঝি ও দাঁড়ি হইল।

আশাতে বক্ষঃ স্ফীত করতঃ নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া এব্ সুবিস্তীর্ণ সংসারের সহিত পরিচয় ও আলাপ করিতে চলিল। বিদ্যুতের মত ক্ষেপণী জলমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। সমস্ত বলের সহিত এব্রাহাম সোৎসাহে নৌকা বাহিতে লাগিল। নৌকাখানি তীর-বেগে ছুটিল। এলেনের পক্ষে হাল ঠিক রাখা কষ্টকর হইয়া উঠিল। অবশেষে সে

এব্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিল "বড় নদীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে নৌকাটী কতবার উল্টাইবে, এব্‌ ?"

এব্‌—"নৌকা একবারের অধিক উল্টান ত আমার নিকট সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তবে অতলজলে নৌকা ডুবাইয়া নদী গর্ভে ই উহা আবার বোঝাই করিবার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে তবে ইচ্ছা করিলে নৌকাটীকে একেবারের অধিকও উল্টাইতে পার।"

এলেন—আমার যে সেরূপ ক্ষমতা আছে আমি তাহা স্বীকার করিতেছি না। নদীগর্ভে নৌকা বোঝাই করা সমধিক কষ্টকর হইবে বলিয়াই আমার বোধ হয়।

এব্‌—"তবে যাতে কোন বিপদ্‌ না ঘটে তার জন্য একটু সতর্ক থাকিও। নইলে তোমার পিতার জিনিস নিউ অর্লিয়েন্সে পঁহুছিবে না। কাজটা ঠিক্‌ মত করিতে পারিলে বড়ই বাহাদুরী পাওয়া যাইবে।

এলেন—বাহাদুরী পাইব আশা করিয়াইত তোমার সঙ্গে আসিয়াছি। তুমি না আসিলে যে আমাকে বাবা কখনও এরূপ কাজে এতদূর পাঠাইতেন না, আর আমার বাহাদুরী লাভেরও আশা থাকিত না, তাহা কি তুমি জান ?

এব্‌—ও তোমার খামখা কথা।

এলেন—আমি ঠিক্‌ কথাই বলিতেছি। আমার বোধ হয় বাবা মনে করেন যে নৌকা কিম্বা আমি যদি জলে মগ্নপ্রায়ও হই তবু তোমার গুণে ভাসিয়া উঠিব।

এব্‌—"আমার মা তার ঠিক বিপরীত মনে করেন। তাঁর কথায় আমার বোধ হইয়াছিল যে আমাদিগকে এরূপ কাজে পাঠান একটু হঠকারিতা হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন।

এলেন—আমারও তাই বোধ হয়। তবে আমাদের যতদূর চেষ্টা তা আমরা করিবই।

এইরূপ কথোপকথনে পথ অতিবাহিত করিতে করিতে এব্ ও এলেন উভয়ে নিউ অর্লিয়েন্স অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। নানারূপ বিপৎপাতে তাহাদিগের জীবন পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে লাগিল। কিন্তু সমুচিত ধৈর্য্য, সাহস ও কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করতঃ উভয়ে সে সকলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। সারাদিন নৌকা বাহিয়া সন্ধ্যার সময় দুজনে যত্ন পূর্ব্বক উপযুক্ত স্থান দেখিয়া নৌকা বাঁধিত। তৎপরে আহারাদি সমাপন করতঃ সেই খোলা নৌকার পাটাতনের উপর বিনা শয্যায় স্বুধু এক-খানি কম্বল গায়ে দিয়া বালকদ্বয়কে নিদ্রা যাইতে হইত। সেই নিবিড় অরণ্যানীস্থ ভীষণ হিংস্রজন্তুর কোলাহলের মধ্যে, সুনীল তারকাখচিত নভোমণ্ডলের তলে, ভীম জলকল্লোল শুনিতে শুনিতে অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক বালকদ্বয় ঘুমাইয়া পড়িত। বলা বাহুল্য এ অবস্থায় ভয়ে এলেনের কোনও দিন ঘুম হইত আর কোন দিন হইত না। তবে ঈশ্বরের অনন্তপ্রকাশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবের পক্ষে এইরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ে যে কোনরূপ বিশেষ তারতম্য হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না।

ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যপটের মধ্য দিয়া গাধাবোট গন্তব্য স্থান অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। কখনও বা ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়া, আর কখনও বা সূর্য্যরশ্মির সুবিমলহাসির সহিত হাসিতে হাসিতে এব্ ও এলেন পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নিউ অর্লিয়েন্সের দূরত্ব অনেক কমিয়া আসিল। কিন্তু অক্ষত শরীরে উভয়ে গন্তব্য স্থানে পঁহুছিবে, বিধাতার

এমন ইচ্ছা ছিল না, তাই একদিন রাত্রিতে তাহাদের নৌকার উপর ডাকাত পড়িল।

ব্যাটন্‌রুজ নামক স্থানের ৬ মাইল ভাটিতে শ্রীমতী বুসেন নামক জনৈক ভদ্র মহিলার একটী আবাদ ছিল। এব্‌ও এলেন সন্ধ্যার সময় এই আবাদের নিকটে পঁহুছিয়া একটী ভাল স্থান নির্ব্বাচন করতঃ সেখানে নৌকা বাঁধিল। আহারান্তে নৌকার পশ্চাদ্ভাগে শয়ন করিয়া আছে এমন সময়ে হঠাৎ নৌকার উপর মানুষের পদশব্দ শুনিয়া তাহারা জাগিয়া উঠিল। কিয়ৎ-কাল কাণ পাতিয়া শোনার পর এব্‌ এলেনকে বলিল "ভাই ডাকাত পড়িয়াছে। একদল আফ্রিক আমাদিগের নৌকায় উঠিয়াছে।" নৌকার মাঝিরা জাগিয়াছে জানিতে পারিয়া যদি কৃষ্ণকায় আফ্রিক পালায় এই আশায় এলেন চেঁচাইয়া বলিল "এব্‌ এব্‌, উঠ—বন্দুক আন আগন্তকদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলি।"

কিন্তু কৃষ্ণকায় দস্যু পলাইল না।—প্রকৃতির অন্ধকার সে নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন আরও গাঢ় হইয়া আসিল। এব্‌ উঠিয়া দাঁড়াইল, এলেনের কাণে কাণে বলিল "এবারে বিপদ্‌ বটে। প্রাণের দায়ে লড়িতে হইবে দেখিতেছি। এস অগ্রসর হই।" একটু অগ্রসর হইয়া উভয়ে আবার থামিল। সকলই নীরব, নিস্তব্ধ। অবশেষে এব্‌ চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওখানে কে?"—কোন উত্তর নাই। তখন এব্‌ আরও জোরের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "ওখানে কে?"—এবারে কয়েকজন কৃষ্ণকায় তীব্রস্বরে এব্‌কে ধমকাইয়া উঠিল। এব্‌ বলিল "তোমরা এখানে কেন? চলে যাও, নইলে জলে ফেলিয়া দিব।" কেহই নড়িল না।

তখন এব্ সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া দ্রুতপদে দস্যুদিগের দিকে ধাবমান হইল। এলেন তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। কৃষ্ণকায় পলাইল না। তাহাদের হাতে লাঠি ছিল। ভীষণ লাঠালাঠি হইতে লাগিল। এব্ লাঠি চালাইতে চালাইতে এলেনকে বলিতে লাগিল—"মার বেটাদেরে, মেরে জলে ফেলে দাও। ইহারা আমাদিগকে হত্যা করিবার জন্য আসিয়াছে, ছাড়িও না।" লাঠালাঠি করিতে করিতে উভয় দলই পরস্পরের এত সন্নিকট হইল যে আর লাঠালাঠি চলে না। এবারে মল্ল-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নৌকার পাটাতন রক্তে রক্তাক্ত হইয়া গেল। অবশেষে এইরূপে দশ মিনিটকাল যুদ্ধ করার পর এব্ একজন কৃষ্ণকায়কে ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিল। অমনি অপরাপর কৃষ্ণকায় ছুটিয়া পলাইল এবং লম্ফ দিয়া তীরে উঠিল। এব্ চীৎকার করিয়া বলিল "বেটাদেরে ছাড়া হবে না। চল প্রহার কবিতে করিতে উহাদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে যাই।"

বালকদ্বয় যষ্টিহস্তে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ পর্য্যন্ত কৃষ্ণকায়দিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেল। তাহাদের বিকৃত চীৎকার শুনিয়া কৃষ্ণকায়েরা ভাবিল যে অন্ততঃ ৬।৭ জন ইংরেজ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। উহারা শ্রীমতী বুসানের দাস ছিল। সুতরাং এরূপে পশ্চাদ্ধাবিত হওয়াতে বড়ই ভয় পাইল।—অবশেষে এব্ ও এলেন নৌকায় ফিরিয়া আসিল। কৃষ্ণকায় ও তাহাদিগের রক্তে নৌকার পাটাতন পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য কৃষ্ণকায় লাঠি মারিবার সময় এব্ ও এলেনের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও দয়া প্রকাশ করে নাই। লাঠির ঘায়ে উভয়েরই

শরীর বহিয়া রক্ত পড়িতেছিল। এব্ দক্ষিণ চক্ষুর উপরিভাগে এমন প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিল যে তাহার চিহ্ন জীবনে কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া এলেন বলিল—"এখানে থাকা আর কিছু নয়। নৌকা খুলিয়া চল স্থানান্তরে যাই। ডাকাত এবারে সংখ্যায় দ্বিগুণিত হইয়া আসিতে পারে।" এব্—"আমিও সে কথাই ভাবিতেছিলাম। তুমি হালে যাও, আমি নৌকা খুলিয়া দিতেছি।" এব্ নৌকা খুলিয়া নদীর স্রোতে লইয়া গেল। তখন এলেন বলিল—"সমস্ত আবাদের লোক আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেও আর আমাদের ভয়ের কারণ নাই।

এব্—"বেশী দূর যাওয়ার দরকার নাই। নিকটেই নৌকা বাঁধা যাক্। আর বিপদের আশঙ্কা নাই।

এলেন—"তাই হোক্, কিন্তু এবারে আমি ত আর চোখ বুজব না।"

এব্—"আমিও এবিষয়ে তোমার অনুকরণ করিতে প্রস্তুত আছি। এবারে যখন এ অঞ্চলে আবার আসা হইবে তখন কিন্তু সশস্ত্র হইয়া আসিতে হইবে। বিনা বন্দুকে যুদ্ধ করা নিতান্ত মূর্খতা দেখিতেছি।

এলেন—"আঃ, বন্দুক লইয়া আসিলে কি কাজই হইত! তাহা হইলে নিগারগুলি কেমন নাচিতে নাচিতে নৌকা হইতে পলায়ন করিত। আচ্ছা ইহারা পারিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে মারিয়া ফেলিত, কেমন?"

এব্—"তা ত অবশ্যই। আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া শুধু জিনিসপত্র লুঠ করিলে তাহাতে উহাদের তত সুবিধা হইত,

না। আমরা উহাদের প্রভুকে জানাইলে তখন উহারা বড়ই বিপদে পড়িত। তবে, আমাদিগকে মারিয়া ফেলিয়া, নৌকা-খানি জলে ডুবাইয়া দিয়া জিনিষ-পত্র লইয়া গেলে কে উহা-দিগের কেশ স্পর্শ করিতে পারিত ?

এলেন—"এদের চামড়াটা কাল বটে, কিন্তু বুদ্ধি বেশ পরিষ্কার।"

এব্—তুমি ঠিক বলেছ বটে, তবে আমি এদের তত দোষ দিই না। দাসত্ব করিতে করিতে ইহাদের মনুষ্যত্ব বিলোপ পাইয়াছে। সুতরাংই বোধ হয় ইহারা মনে করিতে শিখিয়াছে যে যাহা আপনা আপনি হাতের নিকটে আইসে তাহা লইতে কোনও দোষ নাই।"—

এই ঘটনার কিছুদিন পরে নৌকা নিউঅর্লিয়ন্সে পঁহু-ছিল। এব্ জিনিসগুলি সহজেই বিক্রয় করিয়া ফেলিল এবং সকল কার্য্যসমাধান্তে ষ্টীমার-যোগে ইণ্ডিয়ানায় ফিরিয়া আসিল।

যে এব্ আজ প্রাণের দায়ে কৃষ্ণকায় আফ্রিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত হইলেন, সেই এব্‌ই এই ঘটনার পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ পরে এই কৃষ্ণকায়দিগেরই হইয়া স্বদেশবাসী দাস ব্যবসায়িদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—আর সেই এবেরই করস্পর্শে—এই কৃষ্ণকায়দিগের নিগড় স্খলিত হইয়াছিল—এবং অবশেষে এই কৃষ্ণকায়দিগের ক্লেশাপনোদন করিয়াছিলেন বলিয়াই স্বজাতীয়হস্তপ্রক্ষিপ্ত গুলিতে তাঁহার জীবনাবশেষ হইয়াছিল !

প্রথম টাকা।

আমাদের এব্ যখন যুক্তরাজ্যের সভাপতি, তখন একদিন যুক্তরাজ্যের সম্পাদক সিওয়ার্ড ও অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক কার্য্যোপলক্ষে রাজপ্রাসাদে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগের তদানীন্তন সভাপতি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন—"আমি কেমন করিয়া আমার প্রথম টাকাটী রোজগার করিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় আপনারা শুনেন নাই। আমার বয়স তখন আঠার বৎসর। দক্ষিণ প্রদেশের দাসব্যবসায়ী, ঔপনিবেশিকেরা যে সকল ঔপনিবেশিকপরিবারদিগকে ''কীট'' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে আমি সেইরূপ একটী "কীট" পরিব্বারে জন্মগ্রহণ করি। ''কীট" পরিবার অবশ্যই দাসব্যবসায়ী অতুলসম্পত্তিশালী ঔপনিবেশিকদিগের নিকট নগণ্যের মধ্যে ছিল। সে যাহা হউক, আমি বহু পরিশ্রমে এমন কিছু জিনিস জন্মাইতে ও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম যাহা লইয়া নৌকাযোগে বিভিন্ন প্রদেশে যাইয়া বিক্রয় করা আবশ্যক হইল। অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া ম'কে ত সম্মত করিলাম। তৎপরে একটী ক্ষুদ্র নৌকা গড়িয়া তাহার উপর আমাদের যৎসামান্য সামগ্রী বোঝাই করিলাম। তার পর নৌকায় চড়িয়া একাকী নিউ অর্লিয়েন্স অভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

পথে দেখিলাম একখানি ষ্টীমার আসিতেছে। অমনি নৌকাখানি তীরে লাগাইলাম। সে স্থানে আরও কতকগুলি নৌকা বাঁধা ছিল। স্থানটী একটী ষ্টীমার-ষ্টেসন। ষ্টীমার আসিয়া আমাদের পাশাপাশি মধ্য নদীতে নঙ্গর ফেলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে স্থানে সেই ষ্টীমারে চড়িবার জন্য

অনেক লোক আসিয়া একত্র হইল। তাহাদের মধ্যে দুই-জন ভদ্রলোক একখানি গাড়ী করিয়া আসিয়া ঘাটে পহুছিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক ভাল ভাল বাক্স ও তোরঙ্গ ছিল। তাঁহারা ঘাটের অন্যান্য নৌকাগুলি দেখিয়া আমার নৌকার নিকটে আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন নৌকাখানি কার? আমি বলিলাম "আমার"—তাহারা বলিলেন "তুমি আমাদিগকে ও আমাদিগের এই বাক্সগুলিকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিতে পারিবে?" আমি সম্মত হইলাম। কিছু উপরি লাভ হইবে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম। ভাবিলাম যদি প্রত্যেকে ৩।৪টী করিয়া পয়সা দেয় তবে তাই বা মন্দ কি? বাক্সগুলি নৌকায় তুলিলাম। ভদ্রলোক দুটী নৌকায় উঠিয়া তাঁহাদের বাক্সের উপর বসিলেন। আমি নৌকা বাহিয়া ষ্টীমারের পাশে লইয়া গেলাম। ভদ্রলোকদ্বয় ষ্টীমারে উঠিলে আমি বাক্সগুলিকে ষ্টীমা-রের উপরে তুলিয়া দিলাম। ষ্টীমারটী শিশ্ দিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল, তখন আমি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলাম "আপনারা আমার পারিশ্রমিক দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।" তাঁহারা অমনি প্রত্যেকে নিজের নিজের পকেট হইতে ১।০ পাঁচ সিকা মূল্যের এক এক খণ্ড মুদ্রা বাহির করিয়া আমার নৌকার পাটাতনের উপর ফেলিয়া দিলেন। মুদ্রা দুটী কুড়াইয়া তুলিলাম বটে কিন্তু বাস্তবিকই যে আমি ২॥০ টাকা রোজগার করিয়াছি তাহা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। আমি একজন অষ্টাদশবৎসর বয়স্কদরিদ্রবালক, নিজের পরিশ্রম বলে এত অল্প সময়ের মধ্যে ২॥০ টাকা রোজগার করিয়া ফেলিয়াছি ইহা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। অবশেষে মুদ্রা দুটীকে চট-

কাইতে চটকাইতে যখন আর অপ্রত্যয়ের কারণ রহিল না তখন আমার প্রাণটা অননুভূতপূর্ব্ব আশ্বাসে পরিপূর্ণ হইল। সংসার আমার নিকট দয়া দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল।"

এব্ যে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে অর্থোপার্জ্জন করে নাই তাহা নহে। তবে এইরূপ উপরি লাভকে সে এবারে নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল তাহার সমস্তই তাহার পিতার হস্তে দিয়াছিল। পারিবারিক ব্যয় সঙ্কুলন করা যেরূপ দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে টমাস যে এবের উপার্জ্জিত অর্থের এক কপর্দ্দকও তাহার নিজব্যয়ের জন্য দিতে পারেন নাই তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তার পর তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ছেলে ছোকড়ার আবার টাকার কি দরকার হইতে পারে? তাই ইহার পূর্ব্বে এবের হস্তে নিজস্ব বলিয়া এক কপর্দ্দকও আসে নাই।

প্রথম আদালত দর্শন।

জেণ্ট্রির চাকরী পরিত্যাগের পর এবের বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে সে নৌকাবাহকের ব্যবসায় অবলম্বন করতঃ জীবিকার্জ্জনে নিযুক্ত হয়। কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তাহার পিতা মাতা তাহার এ প্রস্তাবে কোনও প্রকারেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা যে পর্য্যন্ত আর চাকুরী না যোটে সে পর্য্যন্ত এব্কে বাড়ী বসিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু এব্ বসিয়া থাকিতে জানিত না। তাহার ইচ্ছা হইল যে সে পিতা মাতার বাসের জন্য একটী ভাল বাড়ী প্রস্তুত করিবে। অমনি সে অরণ্যে যাইয়া বৃক্ষচ্ছেদন করতঃ গৃহোপযোগী তক্তা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু

বিধিনির্ব্বন্ধে এবের এ ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। টমাস অল্পদিনের মধ্যেই স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হওয়াতে এবের এ পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া গেল।

এ সময়ে এবের একজন বন্ধু "ইণ্ডিয়ানার ব্যবস্থা" নামক একখানি আইন গ্রন্থ ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। এব্ অমনি তাঁহার বাড়ী যাইয়া বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। ব্যবস্থাগ্রন্থ অন্যান্য লোকের নিকট বড়ই নীরস বোধ হয়। কিন্তু এবের নিকট তাহা সেরূপ বোধ হইল না। যে সকল বিধানে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন বিহিত হইতেছে, সভ্য ঔপনিবেশিক ও অসভ্য বক্তকায়ের যে প্রভেদ তাহা সুরক্ষিত হইতেছে, সে সকল বিধান এবের নিকট নীরস্ লাগিবে কেন? অল্প দিনের মধ্যেই সে ইণ্ডিয়ানার আইন কানুন অধিগত করিয়া ফেলিল। আইন পড়িয়া তাহার আদালত দেখিবার সাধ হইল। তাই একদিন সে একজন বন্ধুকে বলিল "আমি বুন্‌ভিলে আদালত দেখিতে যাইব। তুমিও চল না?"

বন্ধু—"কেন, কোন খুনি মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছ কি, যে প্রাণের দায়ে বুন্‌ভিলে যাইবে।"

এব্—"খুনি মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের কিরূপে বিচার হয় তাই দেখিতে যাইতেছি। আমি ইহার পূর্ব্বে কখনও আদালত দেখি নাই।"

বন্ধু—বুন্‌ভিলে কেমন করিয়া যাইবে?

এব—কেন, হাঁটিয়া! বুন্‌ভিল একটা বড় দূর কি?

বন্ধু—তোমার ও লম্বা পায়ের নিকট বুন্‌ভিল দূর না হইতে

পারে, কিন্তু আমার পক্ষে ১৫ মাইল পথ যাওয়া আর আসা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তুমি যেদিন উকীল হইয়া আদালতে সওয়াল জবাব করিবে সেদিন যদি তাহা দেখিবার জন্য আমি ১৫ মাইল পথ হাটিয়া না যাই তবে তখন আমাকে তুমি অনুযোগ দিও। কিন্তু সুধু সুধু ৩০ মাইল পথ চলা ত আমার কর্ম্ম নয়।"

এব্ একাকীই বুন্‌ভিলে গেল। সেখানে যাইয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার সকল শ্রম সার্থক বোধ হইল। আদালতের বিচার তাহার এতদূর প্রীতি উৎপাদন করিল যে সে সুযোগ পাইলেই বুন্‌ভিলে যাইয়া উপস্থিত হইত। একদিন একজন খুনি আসামীর বিচার হইতেছিল, আসামীর পক্ষ সমর্থনের জন্য সে অঞ্চলের সর্ব্বোত্তম উকীল জনব্রেকিনব্রিজকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এব্ উকীলের বক্তৃতা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াগেল। সে মনে মনে ভাবিল যে এলোকটার মত বক্তৃতা করিতে পারিলে আমি আমার জীবন সার্থক মনে করিব। বক্তৃতা শুনিয়া এব্ এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল যে বিচারান্তে সে ব্রেকিনব্রিজের নিকট যাইয়া বলিল "আপনার বক্তৃতার মত সুন্দর বক্তৃতা আমি আর কখনও শুনিনাই।"— ব্রেকিনব্রিজ ভাবিলেন "এ ছোকড়াটা আবার কে? এর সাহসটাই বা কি যে এমন করিয়া আমার নিকট আসিল।" কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া একটু বিরক্তির সহিত তিনি এবের প্রতি তাচ্ছিল্যপ্রদর্শনপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।—

ইহার অনেক বৎসর পরে, আরেক দিন, যখন এব্ যুক্তরাজ্যের সভাপতি, যখন তিনি বীরপরাক্রমে নররাক্ষস দাসব্যবসায়ীদিগের নিষ্টুরপ্রথার বিরুদ্ধে ভীষণযুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়া-

ছেন, তখন একদিন কয়েকজন দাসব্যবসায়ী বিদ্রোহলিপ্ত ঔপনিবেশিক বন্দীদশায় রাজধানীতে আনীত হইল। যুক্ত-রাজ্যের সভাপতি তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলেন। যাইয়া দেখেন যে বুন্‌ভিলের সেই সুপ্রসিদ্ধ উকীল ব্রেকিনব্রিজ বন্দীদশায় তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ব্রেকিনব্রিজকে দেখিয়াই তিনি চিনিলেন। কিন্তু ব্রেকিনব্রিজ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন তিনি সেই দিনের ঘটনার উল্লেখ করিয়া ব্রেকিনব্রিজের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিলেন। ব্রেকিনব্রিজ দয়ার ভিখারী হইয়া তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বুন্‌ভিলের এই দিনকার তেজস্বী বক্তৃতা তখন তাঁহার জীবন রক্ষার পক্ষে সহায় হইল।

ব্রেকিনব্রিজ ও অন্যান্য উকীলদিগের বক্তৃতা শুনিয়া এবের বক্তৃতা করিতে শিখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল। তাই সে স্বীয় বন্ধুদিগকে লইয়া একটী বক্তৃতাসভা স্থাপন করিল। এই বক্তৃতা সভায় এব্ নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিত। একদিন "কোন্‌টী অধিক শক্তিশালী, জল কি বায়ু?" এবিষয়ে বক্তৃতা হয়। আরেক দিন "নিগ্রো ও আমেরিকদিগের মধ্যে কাহার প্রতি সমধিক অত্যাচার হইয়াছে" এবিষয়ে বক্তৃতা হয়। এই রূপে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে এবের সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল।

আবার দেশান্তর।

এব্ এখন একুশ বৎসরে পা দিয়াছে। যুক্ত রাজ্যের বিধানানুসারে একুশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলেই এব্ সাবালকত্ব

প্রাপ্ত হইবে, নিজের প্রভু হইবে। এ পর্য্যন্ত সে পিতামাতার আদেশানুসারে চলিতে আইনতঃ বাধ্য ছিল। এখন তাঁহাদের আদেশ পালন করা না করা তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা।

ও দিকে টমাস আর ইণ্ডিয়ানায় থাকিতে পারিতেছেন না। স্থানটী তাঁহার মোটেই সহিতেছেনা। এবের মাসতুতো ভগিনীপতি ও অন্যান্য নিকটসম্পর্কিত লোকের পক্ষেও ইণ্ডিয়ানা বড়ই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা সকলেই স্থির করিয়াছেন যে এই বৎসরেই,—১৮৩০ সালে, সকলে যার যার ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়া ইলিনয় প্রদেশে গমন করিবেন।

এবের সাবালকত্ব প্রাপ্তির ২।৩ দিন বাকী আছে। ১৮৩০ সালের ১২ই ফেব্রয়ারি তারিখ হইতে সে নিজের প্রভু হইবে। ওদিকে সকলে স্থির করিয়াছেন যে ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ই তারিখে তাঁহারা ইলিনয় অভিমুখে রওয়ানা হইবেন। টমাসের বাড়ী, শস্য ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। দেশান্তরগমনেচ্ছু তিনটী পরিবারেরই দ্রব্যসামগ্রী গাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এব্ না হইলে তাঁহাদিগকে সে বিদেশে লইয়াই বা যায় কে, আর সেখানে যাইয়া তাঁহাদের সমস্ত বন্দোবস্তই বা ঠিক্ করিয়া দেয় কে?—এব্ ত এখন নিজের প্রভু। সে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের মুখ চাহিয়া তাঁহাদের জন্য এতটা স্বার্থত্যাগ করিবে কি? তাই, একদিন টমাস তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—

"এব্ এখন ত তুমি তোমার নিজের প্রভু হইলে।"

পিতার মনে কি কথা জাগিতেছে তাহা এবের বুঝিতে বাকী রহিল না। সে বলিল—"তাতে কি?"

পিতা—"কেন, তোমার ইচ্ছা হইলে এখন তুমি অন্যত্রও যাইতে পার। তবে, তোমা ছাড়া আমার যে কেমন করিয়া চলিবে তাহা ত আমি দেখিতে পাইতেছি না।"

এব্—আর তোমাকে ছাড়িয়া আমার বুঝি চলিবে, কেমন?—আমিও তোমার সঙ্গে ইলিনয় যাইব, তোমাকে নিরাপদে পঁহুছাইয়া দিব, তোমার জন্য সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব—তার পর, তুমি যেখানে যাহা করিতে বলিবে তাহা করিব।"

পিতা—"তোমার কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। আমাদিগের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার পর তোমাকে আমি আর এক মুহূর্ত্তও বাড়ী থাকিতে অনুরোধ করিব না। তোমার নিজের উন্নতির জন্য এখন তোমায় অবসর খুঁজিয়া লইতে দেওয়া উচিত। আমার জন্য আর কতদিন খাটিবে?"

এব্—"সে কথা সেখানে যাইয়া ভাবা যাইবে। তোমাকে সেখানে ঠিক করিয়া বসাইতে ত কিছু সময়ের প্রয়োজন হইবেই। তার পর আর আর কথা ভাবিবার সময় আসিতে পারে।"

পিতা—"স্থানটা বড় দূর। এক একবার আমার মনে হইতেছে যে এ বয়সে এতটা দূরে যাইয়া নূতন ঘরবাড়ী বান্ধিয়া নূতন ভাবে জীবন-পত্তনের সঙ্কল্প না করিলেই ভাল হইত। সেখানে যাইয়া পঁহুছাটাই ত আমার নিকট এক সুবৃহৎ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে।"

এব্—"আমার ত সেরূপ কিছুই মনে হইতেছে না। এখান হইতে রওয়ানা হওয়ার ৪ সপ্তাহের মধ্যে তোমার জন্য একটী

সুন্দর ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তোমাকে বসাইতে পারিব ভরসা করি।"

পিতা—"তা দেখা যাবে।"

বস্তুতঃ, অন্যের মনে যেরূপ ভাবেরই উদয় হউক না কেন, এবের মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও এরূপ ভাবের উদয় হয় নাই যে সে পিতা মাতাকে এরূপ সঙ্কট সময়ে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। এ সময়ে যদি কেহ তাহাকে পর্ব্বতপ্রমাণ ধনরাশির লোভ দেখাইয়া অন্যত্র কাজ দিতে চাহিত তবু সে তাহা কখনও গ্রহণ করিত না। পিতা মাতার জন্য যে বালক সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়, সে কি আবার জগতে কখনও ধন্য হইতে পারে?

যাত্রার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। লিঙ্কন, হ্যাঙ্কস্ ও হল এই তিনটী পরিবারের সমস্ত তৈজস পত্র গাড়ী বোঝাই করিয়া যাত্রীদল এবের অধিনায়কত্বে ইলিনয়াভিমুখে প্রস্থান করিল। ইণ্ডিয়ানা হইতে ইলিনয় প্রায় ২০০ মাইল পথ। দিবাভাগে কখনও বা কর্দ্দমময় পথ দিয়া, কখনও বা দুরারোহ পর্ব্বতের উপর দিয়া, কখনও বা ফল পুষ্প সুশোভিত অরণ্যের মধ্য দিয়া—আর কখনও বা জলাবৃত প্রান্তরের উপর দিয়া, যাত্রীদল অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতি দিন গড়ে ১০।১৫ মাইল করিয়া পথ অতিবাহিত হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে ইহাঁদিগকে ঝড়বৃষ্টিতে কোনও রূপ ক্লেশ পাইতে হইল না। এইরূপে প্রায় ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমাদের যাত্রীদল কঙ্কস্কিয়া নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জলপ্লাবনে নদীর উভয়তীর ভাসিয়া গিয়াছিল।

সুতরাং নদীর স্বাভাবিক বিশালতা সমধিক বাড়িয়া গিয়াছিল। যাত্রীদল এইরূপ নদীতীরে উপস্থিত হইলে এবের ভগিনীপতি বলিলেন—"এবারেই হয়েছে আর কি।"

এব্—"একটু দেখিয়া শুনিয়া আসা যাক্, তার পর নদী পার হইবার পথ অন্বেষণ করা যাইবে।"

ভগিনীপতি—"দেখিবে আর কি?—দেখাই ত যাচ্চে। যে লোকটা কাল আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল সে বলিয়াছিল যে জলপ্লাবন হইয়া থাকিলে কস্কস্কিয়া নদী তিন মাইল প্রশস্ত হইয়া পড়ে। আমি দেখিতেছি এ জলরাশি আড়াআড়ি তিন মাইলেরও অধিকদূর বিস্তৃত।"

এব্—"যদি এই জলরাশি তত গভীর না হয়, তবে তিন মাইলের পরিবর্ত্তে ছয় মাইল প্রশস্ত হইলেই বা ভয়ের কারণ কি?"

ভগিনীপতি—'চল এখানে কিছুদিন অপেক্ষা করি। জল শুকাইয়া যাক, তারপর নদী পার হওয়া যাইবে। আর যদি সেরূপ ইচ্ছা না হয় তবে চল একটু ঘুরিযা যাই, নদীর তট হয়ত কোনও স্থানে এতটা উচ্চ পাইব যেখানে জল ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। সে স্থানে আমরা সহজেই নদী পার হইতে পারিব।"

এব্—"তাহাতে অনেক সময় লাগিবে। জল শীঘ্র শুকাইবে না। এখন সবে ফেব্রুয়ারী মাস, এই সময়েই ত নদ নদীর জল বাড়িয়া থাকে। চল সোজা সুজি যাই, ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে। ভয় কি?

টমাস—"তা ছাড়া আর উপায় নাই।"

এব্—"জল যে পর্য্যন্ত না শুকায় সে পর্য্যন্ত আমরা এখানে

কিছুতেই থাকিতে পারিব না। তার পর নদীর অপর পারে যাইবার জন্য এস্থান হইতে ভাল স্থান বোধ হয় এ কুড়ি মাইলের মধ্যেও মিলিবে না।"

টমাস—"আর, তাতে সময় যাবে কত!"

এব্—"তাই আমার মত যে সোজাসুজি অগ্রসর হওয়া যাক্। আমি আগে আগে যাচ্চি। যদি আমাকে জলের তলে ডুবিয়া যাইতে দেখ, তবে না হয় তোমরা সাবধান হইও। এস ভায়া, তুমি কি বল্‌চ? বলি, আমার পেছনে পেছনে যেতে পারবে ত?

ভগিনীপতি—হাঁঃ, তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যেতে পারব। চল।"

যাত্রীদল সেই জলরাশির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তিন মাইল পথ পর্য্যন্ত এব্ নিজের কোমর সমান জলে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল। গাড়ী ও বলদ অনেকবার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে রহিয়া গেল। অবশেষে এবের সাহস ও নৈপুণ্যে পথের সমস্ত বাধা অতিক্রান্ত হইল। যাত্রীদল নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পঁহুছিল।

হ্যাঙ্ক্‌সের খুল্লতাত জন্ সে অঞ্চলে অনেক দিন হইতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারই প্রমুখাৎ ইলিনয়ের প্রশংসা শুনিয়া টমাস লিঙ্কন সকুটুম্ব সে অঞ্চলে আসিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। জন্ আত্মীয় স্বজনদিগকে পাইয়া পরম প্রীত হইলেন। তাঁহাদিগের জন্য তিনি পূর্ব্বেই বাসোপযোগী স্থান ও গৃহনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাহারা আসিয়া পঁহুছিলেই বাটী নির্ম্মাণের উদ্যোগ হইল। টমাস, এব্, তাহার ভগিনীপতি এবং জন্, চারিজনে মিলিয়া সত্বর

একটী সুন্দর কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলেন। এব্ স্থির করিয়াছিল যে এবারে পিতা মাতায় বাসের জন্য সে এমন বাড়ী তৈয়ার করিবে যাহা তাঁহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার সম্যক উপযোগী হয়। তাহার যত্নে লিঙ্কনপরিবারের বাসগৃহটী সৌন্দর্য্যেও স্বচ্ছন্দতার জন্য অনুপম হইয়া উঠিল। বাসকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া এব্ পিতার জন্য একটী আস্তাবল প্রস্তুত করিল।

এই সকল কাজ শেষ হইতে হইতেই ফসল বুনিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। এব্ পিতার জন্য এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় ৬০ বিঘা জমি চাস করিয়া তাহাতে ফসল বপন করিল। এবং যাহাতে ফসলের চারার কোনরূপ অপচয় না হয় তজ্জন্য সেই সমস্ত স্থান স্বহস্তগঠিত রেল দ্বারা বেষ্টিত করিল।

এই সকল গার্হস্থ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াও এব্ এই সময়ে এ বাড়ী ও বাড়ী কিছু কাজ করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিল। প্রত্যুত তাহার মত সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ লোকের পক্ষে কাজ যুটিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না।

এইরূপে পিতামাতার সেবা করিতে করিতে এবের সে বৎসর চলিয়া গেল। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের নূতন বাটীতে সুস্থ হইয়া বসিতে না বসিতে দেখা গেল যে, সে স্থানটী বড়ই অস্বাস্থ্যকর। জ্বরজ্বারীতে সে অঞ্চলনিবাসী নরনারী বিষম কষ্ট পাইতে লাগিল। লিঙ্কন-পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই এই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প হইলেন। এব্ও এ জ্বরের হাত এড়াইতে পারিল না। কিন্তু তাহার বিশাল দেহে জ্বর বিশেষ রূপ কোন অধিকার স্থাপন করিতে পারিল না। অবশেষে সকলেরই হৃদ্বোধ হইল যে

ইলিনয় স্বাস্থ্যকর স্থান নহে। সুতরাং লিঙ্কনপরিবারকে আরেক-বার দেশান্তরিত হইতে হইল। এবারে কোলাঞ্চল নামক স্থানে যাইয়া তাঁহারা বসতি করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্থানে ১৮৫১ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে বৃদ্ধ টমাসের মৃত্যু হয়।

আবার নিউ অর্লিয়েন্সে।

এবের দ্বাবিংশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহার পিতামাতার থাকিবার জন্য একরূপ পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন তাহার চাকরী যুটিল, তখন তাহা গ্রহণ করিতে তাহার কোন বাধা রহিল না। অফট নামক নিউসালেম নগরের একজন বণিক্ নৌকাযোগে নিউ অর্লিয়েন্সে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিবার জনা কতকগুলি দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবের ভগিনীপতির খুল্লতাত জনের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। জন্ সে অঞ্চলে নৌবাহ-কের কার্য্য করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং অফট তাঁহাকে নৌকা চালকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহি-লেন। মাঝিগিরি জনের ভাল লাগিত না। তবে অফট ভাল লোক ছিলেন, আর জন্ এ চাকরী স্বীকার করিলে তাঁহার আত্মীয় এব্ ও জন্সনের কাজ যোটে, তাই তিনি অগত্যা চাকরী স্বীকার করিলেন। জন্সন্ এবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

অফট জনের মুখে এবের বড়ই সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন। তাই প্রত্যেককে মাসে প্রায় ৪০৲ টাকা বেতন দিতে অঙ্গীকার করিয়া, তিনি তিন জনকে স্বীয় নৌকার মাঝিগিরিতে নিযুক্ত করিলেন।

মার্চ্চ মাস পড়িবামাত্র জন্, এব্ ও জন্সন্ তিনজনে অফটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য স্প্রিংফিল্ড নগরে গমন করিলেন। অফট এব্কে দেখিয়া চমকিয়া গেলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, এবের মত লম্বা লোক সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু এব্ যে এত লম্বা তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তারপর এব্ খুব লম্বা হইলেও, এখনও তাহাকে দেখিতে বালকের মতই দেখাইত। শ্মশ্রু গুম্ফ প্রভৃতি পুরুষোচিত কোনও চিহ্নই তাহার মুখে এ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। সে যাহা হউক, অফটের সহিত শীঘ্রই এবের বন্ধুতা স্থাপিত হইল। অফট বলিলেন—দেখ লোকে আমাকে বড়ই ঠকাইয়াছে। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, যে নৌকায় করিয়া আমার দ্রব্য সামগ্রী নিউ অর্লিয়েন্সে পাঠাইব, তাহা ইতিপুর্ব্বেই তৈয়ার হইয়া যাইবে। কিন্তু এখানে আসিয়া কাল শুনিলাম যে, নৌ-নির্ম্মাতারা এখনও আমার নৌকা স্পর্শও করে নাই। এখন কি করা যায় ?

এব্—"কেন, অবিলম্বে একখানি নৌকা তৈয়ার করিয়া ফেলা যাক্।"

অফট—"তুমি নৌকা গড়িতে জান ?"

এব্—"অবশ্যই জানি। আমরা তিনজনে তিন সপ্তাহের মধ্যে তোমার নৌকা প্রস্তুত করিয়া দিব।"

অফট—"তবে তাই হোক্। এ বনে কাঠের ত কোনও অভাবই নাই। উপযুক্ত পরিমাণ কাঠ কাটিয়া নদীর স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া যাক্। সুবিধা মত স্থানে পঁহুছিলেই তথায় নৌকা গড়িতে আরম্ভ করা যাইবে।"

সে স্থান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী অরণ্যে যাইয়া এব বন্ধুদ্বয় সমভিব্যাহারে কাষ্ঠচ্ছেদনে নিযুক্ত হইল। সারাদিন বনে কাজ করিয়া তথা হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী একটী স্থানে আসিয়া তাহাদিগকে আহারাদি সম্পন্নকরতঃ বিশ্রাম করিতে হইত। এইরূপে উপযুক্ত পরিমাণ কাষ্ঠ সংগ্রহ হইলে তাহারা তাহা ভাসাইয়া লইয়া নৌকা গঠনের উপযোগী একটী স্থানে একত্র করিল। এবং তথায় বাসোপযোগী একটী ক্ষুদ্র তক্তার গৃহ প্রস্তুত করিয়া নৌকা গঠনে প্রবৃত্ত হইল। দুই সপ্তাহের মধ্যেই নৌকা প্রস্তুত হইয়া গেল। অফট নৌকা খানি দেখিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলেন।

নৌকাগঠন শেষ হইবামাত্র অফটের সংগৃহীত দ্রব্য সামগ্রী তাহাতে বোঝাই করা হইল। শস্য, মাংস ও শূকর এই তিনটী বাণিজ্য দ্রব্যে নৌকা প্রায় ভরিয়া গেল। অফট পথে আরও জিনিস কিনিবার অভিপ্রায়ে নৌকার ব্যাপারী বেশে নৌকায় উঠিলেন। নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল।

নৌকা নিউ সালেম নগর ছাড়াইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। স্রোতের বেগে অকস্মাৎ তাহার অর্দ্ধভাগ একটী বান্ধের উপর যাইয়া উঠিল। অমনি অপরার্দ্ধ জলমগ্ন হইতে চলিল। অফট নৌকাটীকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, "এবারে বড়ই বিপদ। এ বান্ধের উপর হইতে এত ভারী নৌকা কিছুতেই সরান যাইবে না। এখন উপায় ?"

এব্—"আমার ত সেরূপ বোধ হয় না,—তবে নৌকাটীকে অবশ্যই শীঘ্র শীঘ্র খালি করিতে হইবে।

অফট—"জিনিস গুলি জলে ফেলিয়া দিয়া কি ?

এব্—তা কেন ? অল্পকালের জন্য একটা নৌকা ভাড়া করা হোক্। তাতে জিনিস পত্র তুলিয়া দেওয়া যাক্। তার পরে আমাদের নৌকাটীকে শীঘ্রই জলে নামান যাইবে।

রাত্রিতে নৌকাখানি বান্ধের উপর উঠিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইবামাত্র নৌকার বিপদের কথা শুনিয়া নিউসালেমের অনেক লোক নদীতীরে আসিয়া তামাসা দেখিবার জন্য একত্র হইল। নৌকার যে কিরূপ বিপদ্ তাহা তট হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। তাই একজন লোক ডাকিয়া বলিল "ওহে নৌকার লোক সব, একটু তাড়াতাড়ি না করিলে যে তোমাদের নৌকা ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হইয়া যাইবে।"—ওদিকে নৌকার লোকেরা নিদ্রিত ছিল না। তাহারা শীঘ্রই অপর একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া আনিল। তাহাতে অফটের দ্রব্যসামগ্রী তুলিয়া দেওয়া হইল। নৌকাখানি খালি হইবামাত্র যে অংশ বান্ধের উপর গিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে এব্ একটা বড় ছিদ্র করিল। এবং তৎপরে কৌশল পূর্ব্বক নৌকার জলমগ্ন অংশটী তুলিয়া ধরিল। নৌকার ভিতরকার সব জল গড়াইয়া গিয়া সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া নদীতে পড়িতে লাগিল। নৌকা জলশূন্য হইলে এব্ সেই ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিল। তারপর অতি সহজেই নৌকা-খানিকে সেই বান্ধের উপর দিয়া জলে ঠেলিয়া ফেলা হইল। এবের বুদ্ধিমত্তাতে দর্শকবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া গেল। অফট বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "এব্, তুমি এবারে প্রকৃত নৈপুণ্য দেখাইলে বটে। হাজারের মধ্যে একজনও এরূপ নৈপুণ্য দেখাইতে পারে কি না সন্দেহ।"

নৌকাখানি নির্ব্বিঘ্নে জলে নামিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহা

আবার বোঝাই হইল। দ্রুতগতিতে নৌকা আবার নিউ-অর্লিয়েন্স অভিমুখে ধাবিত হইল। পথে অফট অনেকবারই এবের উপস্থিতবুদ্ধিপ্রভাবে অনেক বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন। এবং অবশেষে নিউ অর্লিয়েন্সে পঁহুছিয়া তথায় প্রচুর লাভে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি এবের যেসকল সদ্গুণের পরিচয় পাইলেন তাহাতে তাহার সহিত একেবারে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে তাঁহার বড়ই অনিচ্ছা হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে এব্ যেরূপ কাজের লোক তাহাতে তাহার দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট উপকার লাভ হইতে পারিবে।

প্রথম দাসদর্শন।

নিউ অর্লিয়েন্সের পথে এব্ একদিন বন্ধুদের সহিত বেড়াইতেছিলেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে একদল লোককে লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া একজন লোক রাজপথ দিয়া লইয়া চলিয়াছে। লোকটী মধ্যে মধ্যে তাহার হস্তস্থিত চাবুক দ্বারা নিগড়বদ্ধ লোকদিগকে প্রহার করিতেছে এবং যাহাতে তাহারা আরও দ্রুত গমন করে তজ্জন্য তাহাদিগকে যাতনা দিতেছে। এবের এদৃশ্য সহ্য হইল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন "কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা! যে রাজ্যে এরূপ নিষ্ঠুরতা দমনের উপায় অবলম্বিত না হয়, নিশ্চয়ই সে রাজ্য ঈশ্বরের অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়া অচিরে অবনতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।"

অফট প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"কৃষ্ণকায় লোকের এরূপ ব্যবহার সহ্য হইয়া গিয়াছে। পশুগুলিকে একসঙ্গে বান্ধিয়া চাবুক মারিতে মারিতে লইয়া গেলে যেমন তাহারা কিছু মনে

করে না, ইহারাও আর এরূপ ব্যবহারে সেইরূপ আর কিছু কষ্ট বোধ করে না।”

এব্—“ইহারা যদি কষ্ট বোধ নাই করে, তাতে কি? অপর মানুষকে পশু করিতে হইলে তোমাকেও অন্ততঃ মনুষ্যত্বটীত হারাইতে হইবে?—যে জাতি মনুষ্যোচিত দয়া দাক্ষিণ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে ঈশ্বরের অভিসম্পাত তাহার উপর পড়িবেই পড়িবে।”

অফট—“তা পড়ুক, কিন্তু আশা করি আমাদিগের সময়ে পড়িবে না।

এব্—“ কালে অবশ্যই পড়িবে।”

অফটের সহিত এইরূপ তীব্রভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে করিতে এব্ সে স্থান অতিক্রম করিলেন। সঙ্গিগণ অল্পকালের মধ্যেই এদৃশ্য ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু এবের প্রাণে আজ যে জলন্তলৌহ প্রবেশ করিল, তাহাতে তাঁহার প্রাণের সকল সুখ, সকল শান্তি তিরোহিত হইয়া গেল। তাঁহার হৃদয় ক্রোধে পরিপুর্ণ হইল। ইহার পর তিনি আর যতদিন নিউ অর্লিয়েন্সে অবস্থান করিলেন, যতই এই হতভাগ্য কৃষ্ণকায়দিগকে নিগড়বদ্ধ, অত্যাচরিত এবং কশাঘাতে জর্জ্জরিতদেহ হইতে দেখিতে লাগিলেন ততই তাঁহার হৃদয় তাহাদিগের দুঃখে গলিয়া—জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। এসকল দেখিয়া শুনিয়া এবের প্রাণের মধুরতা যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহার মুখের হাসি বিলীন হইয়া গেল। বন্ধুগণ তাঁহাকে দিন দিন বিষণ্ণ, চিন্তাপূর্ণ ও অন্যমনস্ক দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

বিধাতা নিজে হাতে ধরিয়া এবকে এমন সকল অবস্থা ও ঘটনার মধ্য দিয়া লইয়া চলিয়াছেন যাহাতে উপযুক্ত সময়ে

উপযুক্ত স্থানে আপনা-আপনিই তাঁহার প্রাণ স্বীয় জীবনের ব্রতে দীক্ষিত হইয়া যাইতেছে। আজ ১৮৩১ সালের মে মাসে এবের প্রাণ এমন মন্ত্রে দীক্ষিত হইল, এমন ব্রত গ্রহণ করিল, যাহার সাধন ও উদ্‌যাপনের জন্যই বিধাতাপুরুষ তাঁহাকে আমেরিকার ভীষণ অরণ্যে ভূমিষ্ঠ করিয়াছিলেন। এবের প্রাণের এ আগুণ নিবিবে না, এ বিষাদ কালিমা মুছিবে না, এ চিন্তার তরঙ্গ থামিবে না—যে পর্য্যন্ত না যুক্তরাজ্যে কৃষ্ণকায়ের দেহবদ্ধ নিগড় খসিয়া যায়।—এ নিগড় খসিলে এবের মুখে আবার হাসি দেখা দিবে, এবের প্রাণের চিন্তাতরঙ্গ থামিয়া যাইবে—আর তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনপ্রদীপও নির্ব্বাপিত হইবে।

দোকানে।

১৮৩১ সালের ১লা আগষ্ট হইতে এব্রাহাম অফটের নিউ-সালেম নগরীস্থ দোকানে তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। নিউসালেমবাসীগণের নিকট তিনি অপরিচিত ছিলেন না। যেরূপ দক্ষতার সহিত কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি সেই নগরীর সন্নিকটে অফটের নৌকাটীকে বাঁচাইয়াছিলেন তাহা তাহাদের স্মরণ ছিল। তৎপরে অফট যেখানে সেখানে দশমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়া বেড়াইতেন তাহাতে নগরবাসীদের মনে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল। এই সকল কারণে এবং বিশেষতঃ এবের সাধুতা ও সুরসিকতা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনেক লোকই অফটের দোকানের সহিত সংশ্রব স্থাপন করিল। এই স্থানে অফটের আরেকটী কারবার ছিল। নগর হইতে কিছু দূরে তিনি একটী করাতের কল ভাড়া করিয়াছিলেন।

এব্‌কে এই দুইটী কারবারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া তিনি তাঁহার সাহায্যার্থ উইলিয়ম গ্রীণ নামক জনৈক যুবককে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এব্‌ দুইটী কারবারেরই তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও দক্ষতায় দুইটী কারবারেরই শ্রীবৃদ্ধি হইল। অফটের স্পর্দ্ধা তখন দেখে কে? এবের প্রশংসার জন্য তিনি আর অভিধানে ভাষা খুঁজিয়া পান না। সমগ্র যুক্তরাজ্যের মধ্যে এবের মত বুদ্ধিমান্‌ ও দক্ষ লোক নাই, একথা বলিতেও আর তাঁহার সঙ্কোচ হয় না। কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে তিনি অমনি বলিয়া উঠিতেন "মনে রেখো, আমি বল্‌ছি—এব্‌ কালে যুক্তরাজ্যের সভাপতি হইবে।"

সেই সময়কার আরণ্যকনগরীতে দোকানদারই নগরের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া পরিগণিত হইত। এব্‌ সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই পদ অধিকার করিয়া বসিলেন। তার পর তাঁহার নিজের বিদ্যা, সহৃদয়তা, ও সাধুতাগুণে তিনি অচিরেই নগরবাসীদিগের নিকট বিশেষ সম্মান ও আদরের ভাজন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সাধুতার নিদর্শনে নগরবাসীগণ দিন দিনই আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিল।

একদিন এব্‌ একজন স্ত্রীলোকের নিকট কয়েকটী জিনিস বিক্রয় করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকটী তাহার মূল্য দেওয়ার সময় হিসাবের গোলে মালে ১৷৹ বেশী দিয়া ফেলিল। সন্ধ্যাবেলা হিসাব মিলাইবার সময় এব্‌ বুঝিতে পারিলেন যে সেই স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে ১৷৹ বেশী দিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া তিনি সেই রাত্রিতেই সেই স্ত্রীলোকটীর বাড়ী

গেলেন। স্ত্রীলোকটির বাড়ী তাঁহার দোকান হইতে ১ ক্রোশ দূরে ছিল। এই এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গিয়া তিনি তাহার ১৷৹টী টাকা ফিরাইয়া দিলেন তবে তাঁহার শান্তি হইল।

আরেকবার আরেকজন স্ত্রীলোক সন্ধ্যা ফিরিয়া গেলে এক পোওয়া চা কিনিবার জন্য তাঁহার দোকানে আসিল। এব্ চা ওজন করিয়া তাহাকে দিলেন এবং রাত্রির জন্য দোকান বন্ধ করিয়া বাসায় গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে দোকান খুলিবা-মাত্র পাল্লার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন যে, স্ত্রীলোকটীকে এক পোওয়ার বাটখারা দিয়া চা ওজন করিয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে ভুলিয়া আধ পোওয়ার বাটখারা দিয়া তাহাকে তাহা ওজন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আর দোকানে বসা হইল না। অমনি আর আধ পোওয়া চা ওজন করিয়া তিনি দোকান বন্ধ করিলেন এবং দিবসের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই সেই স্ত্রীলোকটীকে তাহার প্রাপ্য চা দিয়া আসিলেন।

এইরূপে তাঁহার সাধুতার অনেক নিদর্শন পাইয়া নগরের অধিবাসী এব্‌কে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতে শিখিল। এবং এইরূপ সাধুতা লোকসমাজে স্বতঃই আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িল।

একদিন একজন গুণ্ডা মাতাল অবস্থায় অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে এবের দোকানে ঢুকিল। সে সময়ে কয়েকজন স্ত্রীলোক তাঁহার দোকানে জিনিস কিনিতেছিলেন। এব্ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চুপ্ কর। মেয়েরা রয়েছেন দেখিতে পাইতেছ না?"

লোকটী মদে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। এবের কথায়

সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। আরও অশ্রাব্য ভাষা উচ্চারণ করিতে লাগিল। বলিল, "আমার যা খুসী তাই বলিব। এমন লোক কে আছে যে আমাকে বাধা দিতে পারে? তোমাকে অনেক দিন হইতেই আমি শিক্ষা দিব ভাবিয়াছি। মেয়েদের জন্য যদি অত ভাবনা হইয়া থাকে তবে একবার এস না।"

এব্ বলিলেন—"আচ্ছা মেয়েরা যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি তোমায় পরিতুষ্ট করিব।"

গুণ্ডার অশ্রাব্য ভাষা বন্ধ হইল না। অল্পকালের মধ্যেই মেয়েরা চলিয়া গেলেন। তখন এব্ দোকান হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "মেয়েদের সম্মুখে এরূপ ভাষা এ দোকানে আসিয়া যাহাতে তুমি আর কখনও উচ্চারণ না কর আমি তোমাকে সেইরূপ শিক্ষা দিতেছি।"

গুণ্ডা—"এস না, লম্বপাদ।"

এব্—"মার না খাইলে যখন তুমি শান্ত হইবে না তখন আমিই তোমাকে সাধ পুরাইয়া প্রহার করিব।"—এই কথা বলিয়া তিনি তাহাকে গলা ধাক্কা দিয়া দোকান হইতে বাহির করিয়া দিলেন। গুণ্ডা অমনি তাঁহাকে পাছড়াইয়া ধরিল। এব্ তখন তাহাকে মাটির উপর চিৎ করিয়া ফেলিয়া এক মুষ্টি বিচুটি পাতা লইয়া তাহার মুখে ঘসিয়া দিলেন। গুণ্ডা যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে লাগিল এবং ভবিষ্যতে আর কখনও এমন ব্যবহার করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। এব্ তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং যাহাতে তাহার যন্ত্রণার শান্তি হয় সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন। এই ঘটনার ফল এই হইল যে, সেই দিন হইতে গুণ্ডা শুধরিয়া গিয়া এবের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হইয়া উঠিল।

নিউসালেম নগরীতে একটী স্কুল ছিল। মিণ্টার গ্রেহাম সে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। একদিন শিক্ষক মহাশয়কে দোকানে পাইয়া এব্ বলিলেন, "দেখুন আমি ইংরেজী ব্যাকরণ কথনও পড়ি নাই। এখন পড়িতে চাই। আপনি কি বলেন?"

গ্রেহাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এব্ মুদী দোকানের জিনিশ পত্র ওজন করিবার জন্য সৃষ্ট হন নাই। সুতরাং অদ্যকার কথোপ-কথনের ফল এই দাঁড়াইল যে এব্ প্রথম সুযোগেই ছয় মাইল পথ হাঁটিয়া একখানি ব্যাকরণ চাহিয়া আনিলেন এবং অবসর সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত্তই তাহা পাঠে নিয়োজিত করিলেন।—ইহাতে আর কাহারও হউক না হউক, তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগের বড়ই অসুবিধা হইল। পূর্ব্বকার মত ওয়াসিংটন, ফ্রাঙ্কলিন ও ক্লের জীবনঘটিত গল্প শুনা আর বড় তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না।

এব্ একদিকে দিবসের প্রত্যেক অবসর মুহূর্ত্তের যেরূপ সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন, অপর দিকে সেইরূপ রাত্রিকে দিন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রাত্রিতে পড়িতে হইলে আলোর দরকার। এব্ যেরূপ দরিদ্র, আর বাতি সে অঞ্চলে যেরূপ দুর্ম্মূল্য, তাহাতে বাতি পোড়াইয়া পড়িতে হইলে এবের ব্যাকরণ পড়া হইত না। কিন্তু প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে পথও আপনা আপনিই আসিয়া যোটে। এবেরও তাহাই হইল। তাঁহার দোকানের পার্শ্বে একজন টবনির্ম্মাতার কারখানা ছিল। তাহার দোকানে যে সকল কাঠের টুকরা পড়িয়া থাকিত এব্ তাহার অনুমতি লইয়া সে সকলের সদ্ব্যবহার করতঃ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। সুধু ব্যাকরণটীই যে এ সময়ে তাঁহার পাঠ্য ছিল তাহা নহে। গ্রীণপরিবারে অনেক বই ছিল। তিনি সে সকল

বইও পড়িতেন। গ্রেহাম দোকানে, রাস্তাতে ও মাঠে, পাঠ বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতেন। নিউসালম নগরীতে লেখা পড়া জানে বলিয়া যাহার খ্যাতি ছিল এব্ যে কোনও রূপে হউক তাহার নিকট হইতে সাহায্যগ্রহণ করিতেন। এইরূপ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ও নানাপ্রকারের লোকের সহিত জ্ঞানালোচনার ফল এই দাঁড়াইল যে তিনি তাঁহার শারীরিক বলের জন্য যেরূপ সে অঞ্চলে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, বিদ্যার গভীরতার জন্যও সেইরূপ যশস্বী হইয়া উঠিলেন।

গুণ্ডার দল।

নিউসালেম নগরীতে "ক্লারী-কুঞ্জের ছোকড়া" নামে একদল গুণ্ডা ছিল। তাহাদিগের ভয়ে নগরবাসীগণ সর্ব্বদাই জড়সড় থাকিত। এব্রাহাম যখন নিউসালেম নগরীতে আসিয়া প্রথম উপস্থিত হন তখন অবধি ইহারা বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছিল। ইহারা সর্ব্বদাই আপনাদিগের দলের লোকদের সাহস ও বলের গর্ব্ব করিয়া বেড়াইত। এবং নিউ সালেমে কোন ব্যক্তি আসিয়া বাস করিতে চাহিলে তাহাকেই ইহাদের বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত। ইহারা স্বভাবতঃ দুষ্টপ্রকৃতির লোক ছিল না বটে। একটু আমোদ উপভোগ করিবার জন্যই ইহারা নগরীর নূতন অধিবাসীকে এরূপ যন্ত্রণা দিত। এরূপ বেত্রাঘাত করাকে ইহারা "দীক্ষিত করা" নাম দিয়াছিল। কোনও নূতন লোক নগরীতে আসিলে ইহাদের কেহ প্রথমে তাহাকে আপনাদের কাহারও সহিত

দৌড়িতে, লাফাইতে, বল ছুঁড়িতে কিম্বা কুস্তি করিতে আহ্বান করিত। আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত, "আচ্ছা যদি কেহ তোমার নাক মলিয়া দেয় কিম্বা তোমার মুখে থুথু দেয়, তবে তুমি কি কর?"—এরূপ অবস্থায় তাহার কি কর্ত্তব্য তাহা যদি সে সমুচিত তেজ ও নির্ভরের সহিত বলিতে অক্ষম হইত, তবে হয় তাহাকে একটা পিপার মধ্যে পুরিয়া নিউসালেম পাহাড়ের উপর হইতে গড়াইয়া দেওয়া হইত, নয় সঙ্গোমন নদীতে লইয়া গিয়া একটু নাকানি চোবানি খাওয়াইয়া তাহার কর্ত্তব্য বুদ্ধি সুপরিস্কৃত করার চেষ্টা করা হইত। আর কথন কথন বা সকলে মিলিয়া তাহাকে উপহাস করিত এবং লাথিটা গুতোটা মারিতে মারিতে নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া আসিত। এরূপ কাপুরুষ সে নগরে বাস করিবার কিছুতেই উপযুক্ত নহে বলিয়া নির্ণীত হইত।—কিন্তু নবাগত লোক যদি ক্ল্যারী কুঞ্জের কোনও গুণ্ডার সহিত মল্লযুদ্ধ কিম্বা অন্য প্রকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সম্মত হইত, তবে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সময় গুণ্ডারা নানা প্রকারের ছুতোনাতা ধরিয়া তাহাকে বিবিধ প্রকারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা করিত। এ অবস্থাতেও যদি সেই নবাগত ব্যক্তি উপযুক্ত সাহস ও তেজ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইত, তবে সে এই গুণ্ডার দলের একজন সভ্য বলিয়া গৃহীত হইত এবং তারপর তাহার এই নির্য্যাতনকারী ব্যক্তিগণই তখন তাহার জীবনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হইয়া দাঁড়াইত।

কোনও কারণে এই ক্ল্যারীকুঞ্জের ছোকড়ারা এব্‌কে "দীক্ষিত" করিতে ইচ্ছা করে নাই। অফটের মুখে এবের

শারীরিক বল সম্বন্ধে আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়াই হউক, কিম্বা তাহার অন্যবিধ চাক্ষুষনিদর্শন পাইয়াই হউক, এবের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত তাহারা কোনও রূপ বিবাদবিযম্বাদে প্রবৃত্ত হয় নাই। ঘটনাক্রমে এক দিন কুঞ্জের দলপতি ক্ল্যারীর সহিত কথায় কথায় অফটের ঝগড়া বাধিল। উভয়েই ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল—ক্ল্যারী বলিল—"তুমি এবের কি বড়াই করিতেছ, আমাদের জ্যাক্ তাহাকে শিশুর মত নাচাইতে পারে।"

অফট—"বটেরে বটে! এব্‌কে তোরা জানিস্ না তাই অমন কথা বলিতেছিস্। এবের শরীরে এমন সামর্থ্য আছে যে তোদের সকল গুণ্ডা একত্র হইয়া আসিলেও সে একা তাহাদের সকলকেই এক সঙ্গে নদীর জলে হাবুডুবু খাওয়াইতে পারে।"

ক্যারী—"আচ্ছা বাজি রাখ। এব্ যদি জ্যাক্‌কে হারাতে পারে ত আমি ২৫৲ টাকা হারিব। আসল কথা এই যে এবের সাহসই হইবে না যে জ্যাকের সঙ্গে লড়াই করে।"

অফট—"তোদের দলই কাপুরুষের দল—তোরা কেবলই পরস্পরের প্রশংসা করিয়া বেড়াইতে ভাল বাসিস্। তোদের সমস্ত দলটা এবের কনিষ্ঠাঙ্গুলীরও সমতুল্য হইবে না।"

ঝগড়ার কথা নিমেষের মধ্যে সমগ্র নগরীতে ছড়াইয়া পড়িল। ক্লারীকুঞ্জের ছোকড়াদের সুনামের উপর আঘাত পড়াতে তাহারা আর কিছুতেই এবের সহিত শান্তিতে বাস করিতে সম্মত হইল না। জ্যাকের সহিত এব্‌কে মল্লযুদ্ধ করিতেই হইবে। ক্ল্যারীকুঞ্জের ছোকড়াদের মধ্যে এবের সমকক্ষ লোক নাই, ইহা কি কখনও হইতে পারে? শীঘ্রই জ্যাকের সহিত মল্লযুদ্ধার্থ এব্‌কে আহ্বান করা হইল। এব্ বলিলেন—

"জ্যাকের সহিত আমি কেন মল্লযুদ্ধ করিব ?"—ক্ল্যারীকুঞ্জের একটী ছোকড়া চেঁচাইয়া বলিল "তবে তুমি আর নিউসালেম নগরীতে বাস করিবার উপযুক্ত নহ।"

এব্—"তাই নয় হোল, কিন্তু তাতে তোমার কি ?"

ছোকড়া—"নদীতে একবার হাবুডুবু খাবে, আর কি ?

এব্—"তা খাওয়াইও। মল্লযুদ্ধ করা আমার ব্যবসায়ও নহে, করিবও না।"—কিন্তু কে কার কথা শুনে? ছোকড়াদের একজন এবের নাক মলিয়া দিল। তারপর পাঁচজনে নানাবিধ উৎপাত আরম্ভ করিল। এব্ দেখিলেন যুদ্ধ অনিবার্য্য। অগত্যা জ্যাকের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বীয় আজানুলম্বিত বাহুদ্বারা জ্যাক্‌কে চকিতের মধ্যে মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া ফেলিলেন। সে সজোরে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু তাহার পৃষ্ঠদেশ মৃত্তিকা স্পর্শ করিল না। নিমেষের মধ্যে সে আবার পদভরে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধার সহিত এব্‌কে আবার যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন এব্ বলিলেন,—"জ্যাক্ এখন নিরস্ত হও। দেখ তুমিও আমাকে ফেলিতে পারিলে না,আমিও তোমাকে ফেলিতে পারিলাম না! এখানেই ক্ষান্ত হওয়া যাক্।"

ক্ল্যারীকুঞ্জের দলপতি বলিয়া উঠিল—"না হে জ্যাক্ ওসব কথা শুনিও না। এব্ তোমার সঙ্গে বলে না পারিয়া এখন নিজের মান বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে।" জ্যাক ও অবসর খুঁজিতেছিল। হঠাৎ লম্ফ দিয়া সে এবের পাদদেশ আক্রমণ করিল। এব্ তাহার অন্যায় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া সজোরে তাহার গলদেশ আক্রমণ করিলেন এবং মাটি হইতে তুলিয়া বালকের মত ঝাঁকিতে লাগিলেন। "ছোকড়া"রা দেখিল যে তাহা-

দের সঙ্গী পরাজয় স্বীকার করিতে যাইতেছে; অমনি তাহারা বলিয়া উঠিল, "জ্যাক্ ছাড়িও না, ছাড়িও না।"

কিন্তু জ্যাক্ আর তাহাদের কোনও কথা শুনিল না। সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, এবের মত বলশালী লোকের সহিত তাহার মল্লযুদ্ধে কিছুতেই জয়ের আশা নাই। সুতরাং সে হার মানিল, এবং এব্ তাহার গলা ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র তাঁহার হাতে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

জ্যাক্ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাহার সঙ্গীদিগকে বুঝাইয়া দিল যে এবের মত বলিষ্ঠ লোক সে নগরীতে আর কেহই নাই; তাহার সহিত তাহাদের বিবাদ করা উচিত নয়। জ্যাক্ই ক্ল্যারীকুঞ্জের প্রধান গুণ্ডা ছিল। তাহার মুখে এরূপ কথা শুনিয়া "ছোকড়া" গণ নিরুত্তর হইয়া রহিল। জ্যাক্ অতঃপর এবের সদ্গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রতি বড়ই অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

জ্যাক্ ও এবের মধ্যে মিত্রতাস্থাপন হওয়াতে নিউসালেম নগরীর একটী মহদুপকার সাধিত হইল। ক্ল্যারীকুঞ্জের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ তিরোহিত হইল। এব্ প্রকাশ্যভাবে তাহাদের দলের নিন্দা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। অল্পে অল্পে তাঁহার সহিত অন্যান্য নগরবাসী মিলিত হইলেন। ক্রমে সমগ্র নগরবাসী একবাক্যে তাহাদিগের দুষ্ক্রিয়ার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া লজ্জার খাতিরে তাহারা মাথা লুকাইল।

এবের ভালবাসায় ও মানসিক তেজে অনেক গুণ্ডারই পরমোপকার সাধিত হইল। তাঁহার পরামর্শে ও অনুরোধে তাহারা অনেকেই অসৎপথ পরিত্যাগ করিল এবং যে উৎসাহে ও প্রতাপে ক্ল্যারীকুঞ্জ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল সেই উৎসাহ ও

প্রতাপ ভাবদিকে পরিচালিত করিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অচিরেই নগরীর মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিল।

ক্লারীকুঞ্জের ছোকড়ার দল, বিশেষতঃ জ্যাক্, এবের কথায় কতদূর বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই ভালরূপে বুঝা যাইবে।

একদিন একজন নূতন গুণ্ডা নিউসালেম নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। জ্যাকের সহিত কি কারণে কথায় কথায় তাহার বিবাদ হওয়াতে, জ্যাক্ তাহাকে বলিল "তুমি কাপুরুষ ও মিথ্যাবাদী„—আগন্তুক বলিল—"আমি কি তা তোমায় দেখাচ্ছি"—একথা বলিয়া সে আস্তে আস্তে এক গাদা কাঠের দিকে অগ্রসর হইল। জ্যাক্ও সমধিক দাম্ভিকতার সহিত তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল—এবং বলিল "আমি বল্‌ছি যে তুমি মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ।" আগন্তুক কাঠের গাদার নিকটে আসিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে একখণ্ড কাঠ তুলিয়া তদ্দারা সজোরে জ্যাক্‌কে আঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিল। জ্যাক্ নিমেষের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং লম্ফ দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিতে গেল। তখন এব্ তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন ঃ—

"জ্যাক্, আমি হইলে এরূপ ব্যবহার করিতাম না। এরূপ মারামারিতে তোমার কি উপকার হইবে ?"

জ্যাক্—"আমি ইহাকে সমুচিত শিক্ষা দিব।"

এব্—"না জ্যাক, বৃথা বিবাদ করিও না। আমরা এনগরীতে ত আর ঝগড়া কলহ করিব না স্থির করিয়াছি।"

জ্যাক্—"কিন্তু এলোকটা আমার অপমান করিল কেন

এব্—"তুমি উহাকে আগে কি বলিয়াছিলে।"

এই প্রশ্নে জ্যাকের ক্রোধ একটু থামিল, চক্ষু একটু খুলিল। সে বলিল—"আমি উহাকে মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ বলিয়াছিলাম।"

এব্—আচ্ছা, তুমি যদি কোন বিদেশে যাইতে, আর সেখানে যদি কেহ তোমাকে মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ বলিত তবে তুমি সে অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিতে?

জ্যাক্—"আমি তাহাকে মনের সাধে প্রহার করিতাম।"

এব্—"এলোকটাও ত তাহাই করিয়াছে, তবে ইহার উপর তোমার এত রাগ কেন?

জ্যাক্—"তাও ত বটে। এব্ তুমি ঠিক্ বলেছ।" এই কথা বলিয়া জ্যাক্ আগন্তুকের দিকে ফিরিয়া বলিল "ভাই মাপ কর!"

যুদ্ধপথে।

অফটের দোকানে কাজ করিয়া এব্ বড়ই লাভবান্ হইয়াছেন। অন্তর্বাণিজ্য বিষয়ে তিনি বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পর ইংরেজী ব্যাকরণে তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে; অনেক নূতন পুস্তক পড়া হইয়াছে; অনেক লোকের সহিত বন্ধুতা জন্মিয়াছে, এবং নগরীর মধ্যে তিনি একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। কোনও বিষয়ে বিবাদবিসম্বাদ উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে মধ্যস্থতা করিয়া তাহা মিটাইয়া দিতে হয়। যে কোন রূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হউক না কেন এব্ তাহার বিচারক। প্রকৃতির মিষ্টতায়, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, জ্ঞানের

গভীরতায়, বিনয় ও নম্রতায়, দয়া ও সৌজন্যে, শক্তিতেও চরিত্র-বলে তাঁহার সমকক্ষতা করে নিউসালেমে এমন লোক নাই।

কিন্তু অফটের দোকানে তাঁহাকে আর অধিকদিন কাজ করিতে হইল না। নানাপ্রকারের বিপৎপাত হওয়াতে অফ-টের কারবার বন্ধ হইয়া গেল।

এই সময়ে "কৃষ্ণশ্যোন" নামক জনৈক আমেরিক দলপতির উৎপাতে উত্ত্যক্ত হইয়া যুক্তরাজ্যের সভাপতি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "কৃষ্ণশ্যোন" বড়ই ক্রূর প্রকৃতির লোক ছিল। তাহার অত্যাচারকাহিনী শুনিয়া এবের তরুণ শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। তাই যখন ইলিনয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ইলিনয়বাসীদিগকে ভলণ্টিয়ার সৈন্যরূপে গবর্ণ-মেণ্টের সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন, তখন এব্ অপরাপর নগরবাসীদিগকে উত্তেজিত করিয়া একটী দল প্রস্তুত করতঃ তাহাদিগের অধিনায়কত্বে অভিষিক্ত হইয়া "কৃষ্ণশ্যোনের" বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

লিঙ্কন কৃষ্ণশ্যোনের দেশে যাইয়া ছাউনি করিয়া আছেন, এমন সময় একদিন একজন বৃদ্ধ আমেরিক তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিল। সে আপনাকে শ্বেতকায়দিগের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিল এবং সৈন্যদিগের নিকট দয়া ভিক্ষা চাহিল।—সেই পূর্ব্বকার ক্ল্যারীকুঞ্জের একজন ছোকড়া বলিয়া উঠিল "রক্তকায়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি, সুতরাং দয়ার পরিবর্ত্তে তোমাকে গুলি করিব।"

অনেকেই বলিয়া উঠিল—"মার, মার উহাকে মার।" কেহ

কেহ বলিল—"এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই গুপ্তচর, ইহাকে মারিয়া ফেলিতেই হইবে।"

সৈন্যদিগের চিৎকারে বেচারী রক্তকায়, ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। তাহার হস্তে একখণ্ড কাগজ ছিল তাহা মাটিতে পড়িয়া গেল। সে সকলকে উহা পাঠ করিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল। এব্ কাগজখানি কুড়াইয়া লইলেন এবং সঙ্গীদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন যে তাহাদিগেরই একজন প্রধান সেনানী ক্যাস্ সাহেব তাহাতে লিখিয়াছেন যে পত্রবাহক তাঁহার বড়ই উপকার করিয়াছিল সুতরাং আমেরিক-ইংরেজ যেন কেহ তাহার কোনও অনিষ্ট না করে।—অমনি অনেকে বলিয়া উঠিল—"রক্তকায় চিঠি জাল করিয়াছে।" ক্ল্যারীকুঞ্জের দলপতিও এবের দলভুক্ত হইয়া আসিয়াছিল, সে বলিল—আমরা এতটা নির্ব্বোধ নই যে একজন অসভ্য বর্ব্বর আসিয়া আমাদিগকে ঠকাইয়া যাইবে।" একথা বলিয়া যে তাহার বন্দুক হতভাগ্য আমেরিকের দিকে ধরিল।—ছোকড়াদের আরেকজন বলিল "মার, বেটাকে মার, উহাকে কোনও মতেই দয়া দেখান যাইতে পারে না।"

কাপ্তান লিঙ্কন—আমাদের এব্—অমনি ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া সেই কম্পিতকলেবর বৃদ্ধ আমেরিকের সম্মুখে গিয়া বলিলেন—"সাবধান, কেহ আমেরিকের কোনও ক্ষতি করিওনা। সেনাপতি ক্যাসের অনুরোধ পালন করিতে হইবে।"—ক্ল্যারীকুঞ্জের একজন দুরাত্মা সগর্ব্বে বলিল—

"আমরা উহাকে মারিবই মারিব।"

কাপ্তান উগ্রভাবে উত্তর করিলেন—"আমাকে না মারিয়া

কেহই উহাকে মারিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি স্বীয় শরীর দিয়া আমেরিককে আবৃত করতঃ স্থির ও প্রশান্ত-ভাবে শালবৃক্ষের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহসের নিকট ক্ল্যারীকুঞ্জ আবার পরাজয় স্বীকার করিল। ছোকড়াগণ একে একে সেস্থান হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুইএকজন বড়ই গোঁয়ার প্রকৃতির লোক ছিল। তাহারা বলিয়া উঠিল—"লিঙ্কন, ইহাকে তোমার শরীর দিয়া ঢাকিয়া বাঁচান বড়ই কাপুরুষতার পরিচায়ক হইতেছে।"

লিঙ্কন বলিলেন—"তোমরা কেহ যদি এরূপ মনে কর, তবে এখনই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার আমি কাপুরুষ কি না?"

তদুত্তরে আরেকজন বলিল—"তুমি আমাদের অপেক্ষা লম্বা ও বলবান্ কি না, তাই এরূপ স্পর্দ্ধা করিতে সাহসী হইলে।"

লিঙ্কন—"নিজেদের পছন্দমত অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া সে বৈষম্য দূর কর।"—ফলতঃ লিঙ্কনের নির্ভীকচিত্ততা, সাহস ও স্থৈর্য্যের নিকট সকলেই পরাস্ত হইল। কেহই সে আমেরিকের কোনও অপচয় করিতে সাহসী হইল না।

কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুরোধে বিপদ্ আলিঙ্গন করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া লিঙ্কনের প্রকৃতি ছিল না—তাই আজ রক্তকায় রক্ষা পাইল,—আর লিঙ্কনের কাপ্তান নামে কোন কলঙ্ক পড়িল না।

ন্যায়পরতা।

"কৃষ্ণশ্যেনের" এখনও সম্পূর্ণ পরাজয় হয় নাই। কিন্তু আমেরিক-ইংরেজ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছেন তাহাতে যুদ্ধ যে বেশী দিন চলিবে তাহার সম্ভাবনা

নাই। "কৃষ্ণশ্যেন" এখন অল্প কয়েকজন অনুচর লইয়া বনে বনে লুকাইয়া বেড়াইতেছে আর আমেরিক-ইংরেজেরা অল্প-পরিমিত সেনা লইয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। অধিকাংশ আমেরিক-ইংরেজই এখন ছাউনিতে বাস করিতেছে, শীঘ্রই যুদ্ধাবসান হইবে, শীঘ্রই স্বীয় স্বীয় বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে ইহা ভাবিয়া সকলেই প্রফুল্লচিত্ত। প্রতি ছাউনীতে নানা-প্রকারের আমোদ-প্রমোদ চলিতেছে। নানা-প্রকারের ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিয়া যুক্তরাজ্যের সেনাগণ সময়াতিপাত করিতেছে। এদলের লোক ওদলের লোককে মল্লযুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে,—আজ এখানে আমোদ, কাল ওখানে মল্লযুদ্ধ, এইরূপে আমেরিক-ইংরেজের দিন কাটিয়া যাইতেছে।

লিঙ্কনের দলভুক্ত লোকেরাও এ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট নহে। শারীরিক শক্তিতে এবের সমকক্ষতা করিতে পারে এমন লোক এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে যত লোক আসিয়াছিল সকলেই পরাস্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এবের সমকক্ষ লোক হয়ত যুক্তরাজ্যের সমগ্র সেনার মধ্যে পাওয়া যাইবে না ইহা ভাবিয়া তাঁহার দলস্থ কয়েকজন লোক যুক্তরাজ্যের সমস্ত সেনা দলেই এবের বিরুদ্ধে মল্লযুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বানপত্র প্রেরণ করিল। এই আমন্ত্রণে আহূত হইয়া টমসন্ নামক একজন লোক এবের সহিত মল্ল-যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। লিঙ্কনের দলস্থ ব্যক্তিগণ নানাপ্রকারের বাজি রাখিয়া তাঁহাকে টমসনের সহিত ক্রীড়ার্থ নিয়োজিত করিল। লিঙ্কন হারিবেন এরূপ কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই; সুতরাং বাজি রাখিবার সময় কেহ একটুকুও ভাবিল না।

লিঙ্কন কয়েক মিনিট টম্সনের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে এবারে তাঁহার জয় তত অবধারিত নহে। তাই বন্ধুগণকে বলিলেন "এমন শক্তিশালী লোক আমি আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয় এ আমাকে পাড়িয়া ফেলিবে। তোমরা বাজী হারিবে।"

তবু তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে লড়িতে অনুরোধ করিতে লাগিল। টমসন কিছু কালের মধ্যেই লিঙ্কনকে পাড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু লিঙ্কনের বন্ধুগণ তাহাতে দমিল না। তাহারা মনে করিল দৈবাৎ লিঙ্কনের পরাজয় হইয়াছে। তাই তাহারা মল্লযুদ্ধের নিয়মানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয়কে আবার কুস্তি করিতে অনুরোধ করিল। উভয়ে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবারে উভয়েই একসঙ্গে মাটিতে পড়িলেন,—লিঙ্কন নীচে, টম্সন্ উপরে। তখন লিঙ্কনের বন্ধুগণ বড়ই দমিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সেই ক্ল্যারীকুঞ্জের লোকও ছিল, তাহারা সহসা পরাজয় স্বীকার করিতে চাহিল না। তাহারা বলিতে লাগিল যে লিঙ্কন যখন টম্সন্‌কে মাটিতে ফেলিতে পারিয়াছেন তখন দুই বারেই টম্সনের জয় হয় নাই, অতএব তাহারা বাজি হারে নাই! এরূপ অন্যায় কথায় টম্সনের বন্ধুগণ চটিয়া গেল। দুই দলে মারামারি বাধে আর কি! এমন সময় এব্ দুই দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন "বন্ধুগণ টম্সন্ একবার ত আমাকে পরিষ্কার রূপেই মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। দ্বিতীয় বারও তিনি আমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়াছি। আশা করি তোমরা এ অবস্থায় সৎ লোকের মত ব্যবহার করিবে।"

লিঙ্কনের কথায় গোলমাল মিটিয়া গেল।—লোকে সহসা পরাজয় স্বীকার করিতে চায় না। তার পর বন্ধুগণ যদি বলে যে পরাজয় হয় নাই, তবে ত কোনও কথাই থাকে না। কিন্তু এব্ এরূপ শ্রেণীর লোক ছিলেন না। ন্যায় তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় ছিল। বলা বাহুল্য লিঙ্কনের এরূপ ব্যবহারে সকলেই সাতিশয় চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়াছিল।

"কামার" বনামে "উকীল"।

যুদ্ধাবসানে লিঙ্কন নিউসালেমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হারওন নামক একজন বন্ধুর বাটীতে বাসা লইলেন। নগরবাসীগণ তাঁহাকে পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল। হারওনপরিবারের সকল ব্যক্তিই লিঙ্কনের চরিত্রগুণে তাঁহার প্রতি সমধিক আসক্ত হইয়া পড়িল। হারওনের ছেলেরা মোটেই তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না। লিঙ্কন নগরবাসীদিগের বাড়ী বাড়ী যাইয়া যথাসাধ্য সকলের উপকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অসহায় বিধবা ও অনাথ শিশু তাঁহার বিশেষ যত্নের পাত্র হইল। তিনি নানাপ্রকারে তাহাদিগের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

কোন্ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে জনসমাজের সমধিক উপকার সাধন করতঃ জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম হইতে পারা যায় এই প্রশ্ন এই সময়ে গভীরভাবে লিঙ্কনের প্রাণে উদিত হইয়াছিল। কোনও কারণে কর্ম্মকারের ব্যবসায় লিঙ্কনের নিকট বড়ই ভাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাই তিনি কথাপ্রসঙ্গে একদিন

একজন বন্ধুকে বলিলেন—আমি যদি কামারের ব্যবসায় গ্রহণ করি তবে কেমন হয় বল দেখি?"

বন্ধু—"কাপ্তান, লিঙ্কন হইতে 'কামার' লিঙ্কনে অবতরণ করা অপেক্ষা অধিক অবনতি আর কি হইতে পারে?—কিন্তু বোধ হয় কাপ্তান তুমি তামাসা করিতেছ।"

লিঙ্কন—কেন?—কাপ্তান হইতে কামার কি সমাজের অধিক উপকারে আইসে না?

বন্ধু—তা হোক্, কিন্তু কামারের ব্যবসায়ে কিছুমাত্র গৌরব নাই। যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইলে লোকে জনসমাজে বীর বলিয়া পরিচিত হয়, এবং রাজনৈতিক জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে। ভাল কথা, আমরা যে তোমাকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য করিয়া দিব স্থির করিয়াছি।"

লিঙ্কন—"যাও, তোমায় আর তামাসা করিতে হইবে না। আমি কাজের কথা বলিতেছি।"—লিঙ্কন ভাবিলেন যে তাঁহার বন্ধু উপহাস করিতেছেন।—কিন্তু তিনি উপহাসচ্ছলে কোন কথা বলেন নাই। তাই তিনি বলিলেন—"আমিও কাজের কথাই বলিতেছি। তুমি কি শুন নাই যে আমাদের দলের লোক তোমাকে ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিবেন?"

লিঙ্কন—"আমি শুনি নাই—আর তুমিও শুন নাই। ষ্টুয়ার্ট, টেলার ও কার্টরাইট এই তিনজনকে আমাদের বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা সভ্যের পদপ্রার্থী হইতে সম্মত করিয়াছে, কাল শুনিয়া আসিয়াছি। আর এইরূপ লোকের বিরুদ্ধে আমার নাম দিতে বোধ হয় কেহ সাহস করিবে না।"

বন্ধু—তোমার কথা ঠিক্ হইতে পারে। এবং ঐ তিনজন ছাড়া আরও ৬।৭ জন বড় বড় লোক সভ্যপদপ্রার্থী বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। কিন্তু তবুও তুমি নিজে যদি অসম্মত না হও তবে আমরা আমাদের পক্ষের প্রতিনিধি বলিয়া তোমার নাম সভ্যপদপ্রার্থীদের তালিকাভুক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

লিঙ্কন—তোমরা সকলে ক্ষেপেছ।—আমি একটা সেদিনের ছোঁড়া, আমাকে প্রতিনিধি খাড়া করিয়া তোমরা এত বড় বড় বিজ্ঞ অভিজ্ঞ লোকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে? ইহাও, কি কখন সম্ভব হইতে পারে?

বন্ধু—তবে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিলে না?

লিঙ্কন—তাহা কেন বলিতেছ?

বন্ধু—বিশ্বাস কর আর না কর, এ নগরের কয়েকজন বড় বড় লোক তোমার সম্মতি লইবার জন্য শীঘ্রই তোমার নিকট আসিবেন স্থির করিয়াছেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই নিউসালেমের কয়েকজন বড় বড় লোক লিঙ্কনকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী হইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া লিঙ্কন বলিলেন—"ইহাতে লোকের নিকট আমাকে কেবলমাত্র উপহাসাস্পদ হইতে হইবে।"

"কেন"?

"ষ্টুয়ার্ট ও কার্টরাইটের মত লোকদিগের বিরুদ্ধে আমার মত লোকের পক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া কি নির্ব্বুদ্ধিতা নহে?"

"তাহাদিগকে হারাইতে পারিলে ত নির্ব্বোধ বলিয়া কেহ হাসিতে পারিবে না?"

"তাহা অসম্ভব! আমি যদি সভ্যপদপ্রার্থী হইতে সম্মতও হই, তবু মনোনীত হইব এরূপ আশা করিব না।"

"আমরা তাহা মনে করি না। আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে তোমাকে সভ্যপদে নিযুক্ত করিতে পারিব।"

"আমি এ অঞ্চলে কেবলমাত্র কয়েক মাস হইল আসিয়াছি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ এঅঞ্চলের সকল লোকেরই বিশেষ পরিচিত। তারপর সভ্য নির্ব্বাচনের আর কেবলমাত্র ১০ দিন বাকী আছে। ইহার মধ্যে তোমরা কি করিতে পারিবে?"

"তা হোক্ কিন্তু তুমি প্রতিপক্ষ দাঁড়াইলে আমাদের মতাবলম্বী যত লোক আছে তোমার পক্ষাবলম্বন করিবে। এ অঞ্চলে আমাদের দলটী পুষ্ট হইয়া উঠিবে। তদ্ব্যতীত আমাদের যে অস্তিত্ব আছে তাহারও ত কোন নিদর্শন থাকিবে না।"

ইহা ভাবিবার কথা বটে।—বর্ত্তমানকালের মত তখনও ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোক যুক্তরাজ্যে বাস করিত। কেহবা আপনাকে একজন বড়লোকের দলভুক্ত বলিয়া প্রচার করিত আর কেহবা সেই বড়লোকের বিপরীত-পক্ষের লোক বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিত। এব্রাহাম ক্লের দলভুক্ত ছিলেন—কিন্তু সে প্রদেশের অধিকাংশ লোকই ক্লের প্রতিপক্ষ দলভুক্ত ছিল।—সুতরাং লিঙ্কন যে নির্ব্বাচিত হইবেন তাহার আশা ছিল না। তবে লিঙ্কন সভ্যপদ প্রার্থী হইলে ক্লের দলভুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে দলবদ্ধ হইয়া আন্দোলন করার সুবিধা হয় বটে। তাহাও ত কম লাভ নহে।—

সুতরাং লিঙ্কন সভ্যপদপ্রার্থী হইতে সম্মত হইলেন। লিঙ্কনের পক্ষাবলম্বী লোকগণ আপনাদিগের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ

করতঃ নির্ব্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদিগের চেষ্টা এবারে সফল হইল না বটে—কিন্তু সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে লিঙ্কনের নামে নির্ব্বাচিত সভ্য ব্যতীত আর সকল পদপ্রার্থীদিগ হইতেই অধিক সংখ্যক মত সংগৃহীত হইল। নিউসালেম নগরীতে ২৮৪ জন মতদাতাদের মধ্যে ২৭৭ জনই তাঁহার জন্য মত দিয়াছিলেন।—অপরাপর লোক অপেক্ষা লিঙ্কন নিজে সমধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নির্ব্বাচিত না হইলেও ইহা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় হইল।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনয়নের গোলমাল চুকিয়া গেল। তৎ সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্কনের সঞ্চিত অর্থও ফুরাইয়া গেল। নিউসালেমে অনেক লোকই যে তাঁহার বন্ধু তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না বটে, কিন্তু শুধু বন্ধুতে কাহারও পেট ভরে না। সুতরাং লিঙ্কন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এ অবস্থায় নিউসালেম পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্র যাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করার কথাও তাঁহার মনে উদয় হইল। একজন বন্ধুকে একথা বলায় তিনি বলিলেন—"আর যাহাই হউক না কেন, এখানে তোমাকে থাকিতে হইবে।"

লিঙ্কন—"কাজ না যুটিলে থাকিব কিরূপে ?"

বন্ধু—"কাজ যুটিবেই, একটু বিলম্ব হইতে পারে। উতলা হইলে চলিবে না। সৃষ্টি ত আর একদিনে হয় নাই ?"

লিঙ্কন—"না, সৃষ্টি করিতে বিধাতার ছয় দিন লাগিয়াছিল। ছয় দিনের মধ্যে কাজ যুটিলে আমিও সন্তুষ্ট হইব।"

বন্ধু—"আচ্ছা তুমি আইন পড়িয়া উকীল হও না কেন? আমার বোধ হয় যেন তুমি ওকালতির জন্যই সৃষ্ট হইয়াছ।"

লিঙ্কন—"হাঁঃ, আমি উকীল হব না ত হবে কে ?"

বন্ধু—"আচ্ছা কেন বল দেখি।"

লিঙ্কন—"ওকালতির উপযোগী মস্তিষ্ক পাইব কোথায় ?"

বন্ধু—"আমি ও ভাবিতেছিলাম যে তুমি এ কথাই বলিবে। আমার বিশ্বাস যে সমগ্র ইলিয় প্রদেশের উকীলদের মধ্যে তোমার মত মস্তিষ্কশালী ৫।৬ জন লোক আছে কি না সন্দেহ।

লিঙ্কন—ইহা আমার পক্ষে যদিও ততটা প্রশংসার কথা হইল না, তবু তুমি প্রশংসার উদ্দেশ্যেই যখন কথটা বলিলে তখন তাহার জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

বন্ধু—"প্রশংসা অপ্রশংসা বুঝি না। আমি অনেকের মুখেই শুনিয়াছি যে আইন পড়িলে তুমি ভাল উকীল হইতে পারিবে অতএব তোমার উকীল হওয়া উচিত।"

লিঙ্কন—"আর আমি একজনের মুখে শুনিয়াছি যে আমার কামার হওয়া উচিত। কর্ম্মকারের ব্যবসায় অবলম্বন করিলে বোধ হয় হাতুড়ের ব্যবহারে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিব।"

বন্ধু—এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে তোমার যে সকল স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে তাহাও উড়াইয়া দিতে পারিবে ?—কামার ত যে সে হইতে পারে।"

লিঙ্কন—তোমার বড়ই ভুল হইতেছে। কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে হইলে বুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এতিনের বড়ই প্রয়োজন।

বন্ধু—"তা মানি। কিন্তু আমি যদি তুমি হইতাম তবে কামার ত কিছুতেই হইতাম না।—আচ্ছা তোমার মাথায় একথা কে প্রথমে ঢুকাইয়া দিয়াছিল ?

লিঙ্কন—অনেক বৎসর গত হইল আমার বাবা প্রথমে আমাকে একথা বলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহার পরামর্শানুসারে কাজ করিতে যাইতেছিলাম আর কি! কিন্তু একটা ব্যাঘাতের জন্য পারি নাই।

বন্ধু—তোমার ঐত চেহারা, তাতে লোহার কালি মাখাইলে কি সুন্দরই দেখাইত!

লিঙ্কন—ব্যবসায়টী বড়ই সৎ—তাই আমার এত পছন্দ হইতেছে। কামার অপেক্ষা উকীলকে দেখিতে একটু ফিট্‌ফাট্ দেখায় বটে, কিন্তু কামারের মনটা উকীলের মন অপেক্ষা অনেক বেশী ফিট্‌ফাট্ তাহা কি তুমি স্বীকার করিবে না?"

বন্ধু—"কেন?"

লিঙ্কন—"বাঃ, তুমি কি জাননা যে লোকে উকীলদিগকে বড়ই ছল ও চাতুরীপ্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করে—পয়সার জন্য উকীলে না করিতে পারে এমন কি অপকার্য্য আছে?—পয়সা পাইলে মহাপাতকী নরাধমকেও সমুচিত শাস্তির হস্ত হইতে বাঁচাইবার জন্য উকীলগণ কি সর্ব্বদাই প্রয়াসী হয় না?"

বন্ধু—"অতটা নয়, এব্। আমি জানি, উকীল যে সকলেই খুব সাধু তা নয়। তবে যারা উকীল নয় তারা সকলেও যে খুব সাধু তাও ত নয়। কোনও ব্যবসায়ে অনেক অসাধু লোক আছে বলিয়া যদি তুমি সে ব্যবসায় অবলম্বন না কর, তবে ঠিক্ মত ব্যবসায় বাছিয়া লওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

লিঙ্কন—তা ঠিক্ বটে। কিন্তু উকীল হইয়া অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করা কাহারও উচিত নয়, তা বোধ হয় তুমি মানিবে?

বন্ধু—তা মানি; এবং কামার হইয়াও যে অন্যায়ের পক্ষ সম-

র্থন করা কাহারও উচিত নয় তাহাও তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে। সুতরাং তোমার উকীল হওয়ার পক্ষে বাধাটা কি?

লিঙ্কন—তোমার মত আরও ৫।৬ জনের নিকট আমি এইরূপ পরামর্শ পাইয়াছি। লোকে যে কেন আমাকে এরূপ পরামর্শ দেয় তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

বন্ধু—আশা করি শীঘ্রই তোমার চক্ষু ফুটিবে। তখন দেখিতে পাইবে যে তোমার বন্ধুগণ তোমাকে ঠিক্ পরামর্শই দিয়াছেন। স্বীয় শক্তিতে তোমার মত আস্থাহীন যুবাপুরুষ আমি কখনও দেখি নাই। হয়ত যখন তুমি লম্বায় সাত ফুট হইবে তখন নিজের ক্ষমতা বিষয়ে তোমার জ্ঞান সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে।

লিঙ্কন—লোকের কথা ঠিক্ হইলে আমার সাত ফুট লম্বা হওয়ারও বড় অধিক বাকী নাই।

বন্ধু—যেরূপ হিসাবে বাড়িতেছ সেরূপ হিসাবে বাড়িতে থাকিলে সাত ফুট হইতে বড় বেশী বিলম্ব হইবে না বটে।

লিঙ্কন—আচ্ছা, তখন উকীলও হওয়া যাইবে। বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত লিঙ্কনের প্রায়ই এইরূপ কথাবার্তা হইত। যে যাহাই বলুক না কেন, উকীল হওয়া লিঙ্কনের নিকট বড়ই ঘৃণার বিষয় ছিল। তৎপরে তিনি যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহাতে উকীল হইতে চেষ্টা করাও তাঁহার নিকট বড়ই ধৃষ্টতার কার্য্য বলিয়া বোধ হইত। এই সকল নানা কারণে উকীল হইতে এখনও তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল না।

লিঙ্কন উকীল হইতে চাহিলেন না। কামারও হইলেন না। আবার বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। যে বাড়ীতে তিনি বাসা লইয়াছিলেন সে বাড়ীর কর্ত্তার একখানি সরিকী দোকান

ছিল। প্রায় ৫০০ শত টাকার তমঃস্থক লইয়া তিনি লিঙ্কনকে সেই দোকানের নিজ অংশ বিক্রয় করিলেন। দোকানের অপর অংশীদার বড়ই দুষ্টলোক ছিলেন। তিনি লিঙ্কনকে ঠকাইয়া অনেকগুলি দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করতঃ পলাইয়া গেলেন। দোকানের ঋণভার লিঙ্কনের স্কন্ধে পড়িল। সমস্তদ্রব্য বিক্রয় করিয়াও তিনি সে ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না। এ ব্যবসায়ে তাহার পাঁচ শত টাকা ক্ষতি হইল।

দোকান বন্ধ হইয়া গেলে লিঙ্কন আবার বে-কার হইলেন। অনেকদিন এইরূপে চলিয়া গেল। নানাবিধ পুস্তক পাঠে তিনি সময়ের সার্থকতা করিতে লাগিলেন—রোলিন প্রণীত "প্রাচীন ইতিহাস", গিবণ প্রণীত "রোমের অবনতি ও পতন" প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। যাহাতে বৃথা সময় না যায় তজ্জন্য তিনি প্রায়ই নিজের বাসা ছাড়িয়া গ্রন্থ হস্তে নির্জ্জন স্থানে গমন করিতেন। বর্ন্স ও সেক্সপীয়রের গ্রন্থও এই সময়ে তাঁহার প্রথম হস্তগত হয়। ইহাঁদের প্রায় সকল কবিতাই তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

লিঙ্কন যাহাই পড়িতেন তাহারই সার-সংগ্রহ করিয়া একটী পুস্তিকায় লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপ উপায় অবলম্বন করাতে অতি সহজেই অধীত গ্রন্থের মর্ম্ম তাঁহার স্মরণ থাকিত। ভাবী-জীবনে বক্তৃতাকালে ইহাতে তাঁহার বড়ই উপকার সাধিত হইয়াছিল।

আমিনী ।

অবশেষে লিঙ্কনের কাজ ঘুটিল। স্প্রিংফিল্ডনগরের জন্ কালুন নামক জনৈক ভদ্রলোক সে প্রদেশ জরিপ করিবার ভার পাইয়াছিলেন। লিঙ্কনের সহিত দৈবযোগে একদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি লিঙ্কনকে জরিপ শিখিতে অনুরোধ করিলেন। লিঙ্কন জরিপ সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন। সে কথা কালুনকে বলাতে তিনি বলিলেন "ইচ্ছা থাকিলে জরিপের কাজ অতি সহজেই শিখিতে পারা যায়।"

লিঙ্কন বলিলেন "ইচ্ছা আছে বই কি! কাজটা শিখিতে পারিলে যে উহা আমার ভাল লাগিবে তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু শিখিব কিরূপে ?"

কালুন—"আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তুমি এ কাজ শিখিতে পারিবে। দুইখানি পুস্তক আমি তোমায় ধার দিতেছি। তুমি একটা কম্পাস ও চেইন সংগ্রহ করিয়া লও। তোমার যেরূপ সাহায্য প্রয়োজন হইবে আমি করিব।"

কালুনের সদাশয়তার জন্য লিঙ্কন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন, এবং পুস্তক দুখানি লইয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। ছয় সপ্তাহের মধ্যে লিঙ্কন পুস্তক দুখানি পড়িয়া ফেলিলেন। তারপর মাঠে যাইয়া কয়েকবার কালুনকে জরিপ করিতে দেখিলেন,—লিঙ্কনের আমীনের কার্য্য শিক্ষা হইল। শীঘ্রই তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চ বেতনে নানাস্থানে জরিপের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমিনী করিতে লাগিলেন।

লিঙ্কনের জরিপে কেহ কখনও কোনও রূপ ভুল ধরিতে পারে নাই। জমির সীমা লইয়া প্রতিবাসীদিগের মধ্যে কোনও রূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয়পক্ষই লিঙ্কনের নিকট আসিত এবং তিনি যেরূপ মীমাংসা করিতেন তাহাতে কাহাকেও কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে শুনা যায় নাই।

এ অবস্থায় তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার উকীল হইবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন।

জরিপের কাজ করিয়া অবসর পাইলেই লিঙ্কন সে সময় সমাজের কোন না কোন হিতকর কার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। যে সকল নরনারী দুঃখ দুর্দ্দশায় পড়িয়া ক্লেশ পাইতেছে তাহাদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি দিন দিনই গাঢ়তর হইতে লাগিল। নিউসালেমে কোনও প্রকার বিবাদের সূচনা হইলেই তিনি অমনি তাহা মিটাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন। একদিন তিনি কাজ হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে একজন লোক কাঠ চেলা করিতেছে। বেচারী দুরন্ত শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কষ্টে স্বষ্টে কুড়াল খানি তুলিতেছিল কিন্তু তাহার ক্ষীণ আঘাতে কোনও কাজই হইতেছিল না। তাহার ক্লেশ দেখিয়া লিঙ্কন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কাজটার জন্য তুমি কত পাইবে?"—মজুর—দুই টাকা। আমার এক যোড়া জুতার বড়ই দরকার।" একথা বলিয়া সে লিঙ্কনকে তাহার শীতে জমাট প্রায় পা দুখানি দেখাইল। লিঙ্কন তাহাকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আগুন পোহাইতে বলিলেন এবং স্বহস্তে এত শীঘ্র সে কাজটী সম্পন্ন করিয়া

ফেলিলেন যে গৃহস্বামী এবং সেই দরিদ্র বেচারী উভয়েই তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইল।

১৮৩৩ সালে সভাপতি জ্যাক্‌সন লিঙ্কনকে নিউসালেমের পোষ্টমাষ্টারের কাজে নিযুক্ত করিলেন। পোষ্ট আফিসটী একটী মুদি দোকানে স্থাপিত ছিল। লিঙ্কন যখন জরীপের কার্য্যে কিম্বা অন্য কোন প্রয়োজনে অন্যত্র থাকিতেন তখন মুদি তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিত। তবে, এ সময়ে এ অঞ্চলে ডাকঘরে এত অল্প কাজ ছিল যে লিঙ্কন চিঠি পত্র নিজের টুপির মধ্যে পুরিয়া সহজে বিলি করিয়া আসিতেন।

ব্যবস্থাপক সভায়।

ইলিনয় প্রদেশে দুই বৎসরের জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিয়োগ করা বিধি ছিল। সুতরাং ১৮৩৪ সালে আবার সভ্য মনোনয়নের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। লিঙ্কন অবশ্যই সভ্যপদ প্রার্থী হইলেন। এবারে স্বীয় দক্ষতা ও বাক্-চাতুর্য্যে তিনি অপরাপর সকল ব্যক্তি অপেক্ষাই অধিক সংখ্যক ভোট সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন।

লিঙ্কন ত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইলেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পক্ষে অন্ততঃ মানুষের মত পোষাক চাই এবং সভার অধিবেশনকালে উদরান্নের সংস্থান চাই। ইহার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ আসিবে কোথা হইতে?—লিঙ্কন বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তবে দৈবানুগ্রহে শীঘ্রই এ সমস্যা পূরণ হইয়া গেল।

১৮৩২ সালে যখন লিঙ্কন অফটের দোকানে কাজ করিতে

ছিলেন,—তখন একদিন প্রাতঃকালে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার দোকানে ঢুকিলেন এবং স্মুট নামে আপনার পরিচয় দিলেন। লিঙ্কন তাঁহার নিকটে আসিয়া আনন্দের সহিত করমর্দ্দন করতঃ বলিলেন—"আমি অনেক লোকের মুখেই আপনার নাম শুনিয়াছি। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই।—আজ আপনাকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।" স্মুট প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

"এব্ লিঙ্কন, আমিও তোমাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। আমি তোমার এতদিন হইতে প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছি যে আমার নিকট তুমি চিরপরিচিত একথা বলিলেও চলে।

লিঙ্কন স্মুটকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।—অবশেষে বলিলেন—

"দেখুন আপনাকে দেখিয়া আমার আশানুরূপ সন্তোষ লাভ হইল না। আপনার নাম শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে আপনার শরীর আঁইসে ঢাকা হইবে। কিন্তু এ দেখিতেছি বেশ ফিট ফাট্।" স্মুটও সুরসিক, তিনি হটিবেন কেন? প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

আপনার চেহারাও আমার ধারণার অনুরূপ হয় নাই। আপনার নাম শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে আপনি দিব্য সুপুরুষ হইবেন। কিন্তু আপনাকে দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছে।

এইরূপে স্মুট ও লিঙ্কনের মধ্যে যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল কালক্রমে তাহা প্রগাঢ় হইয়া সুদৃঢ় বন্ধনে পরিণত হইল।

লিঙ্কন আজ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়া যে

সমস্যায় পড়িলেন তাহা পূরণের জন্য এই স্মুটের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অভিবাদনান্তে লিঙ্কন বলিলেন—"ওহে স্মুট, তুমি কি আমার জন্য ভোট দিয়াছিলে?

স্মুট—"ভোট?—হাঁ দিয়াছিলাম বই কি?"

লিঙ্কন—"ভাল, তবে আমি ভদ্রলোকের মত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় যাই, ইহা তোমার ইচ্ছা কি না বল?"

স্মুট—তাত অবশ্যই। ভদ্রলোকের মত হইয়া ত যাইতেই হইবে। তবে আমার মত চেহারার শ্রী পাইবে কোথায়?"

লিঙ্কন—তা যা আছে তাতেই চলিতে পারে। কিন্তু নূতন পোষাকের দরকার, তার জন্য আমায় কিছু টাকা ধার দিতে হইবে। কাপড় চোপড় ব্যতীত কি ভদ্রলোক হওয়া যায়?

স্মুট—টাকা অনায়াসেই ধার দিতে পারি। আর,—ভাল কাপড় চোপড় পরিলে তোমার ও চেহারারও শ্রী খুলিতে পারে। কত টাকা লাগিবে?"

লিঙ্কন—৫০০৲ টাকা চাই। ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনান্তে টাকা ফিরাইয়া পাইবে।"

স্মুট অবিলম্বে ৫০০৲ টাকা আনিয়া লিঙ্কনের হস্তে দিলেন।

লিঙ্কন বিষম সমস্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

ওকালতির জন্য অধ্যয়ন।

নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া লিঙ্কন ব্যবস্থাপক সভায় গেলেন। তাঁহার যেরূপ শিক্ষা ও অবস্থা ছিল তাহাতে একথা বলিলে কেহই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না যে, এবারে তিনি সভা-

স্থলে ততটা বাক্‌পটুতা দেখাইবার অবসর পাইলেন না। কিন্তু তাহা হইলেও, ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাবিত বিধি-ব্যবস্থা গুলি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটীতে প্রকটিত ও বিবেচিত হইত, তাহাতে তাঁহার সমকক্ষ সুদক্ষ ও সুবিবেচক সভ্য বড় বেশী ছিল না। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়াতে লিঙ্কনকে অনেক প্রসিদ্ধ উকীলের সহিত মিশিতে বাধ্য হইতে হইল। তাঁহাদের মধ্যে ষ্টুয়ার্ট নামক একজন স্প্রিংফিল্ডে ওকালতি করিতেন। ষ্টুয়ার্টের লোক চিনিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। লিঙ্কনের সহিত মিশিতে আরম্ভ করিয়াই তিনি দেখিলেন যে তাঁহার অনেক অলোকসামান্য গুণ আছে যাহার বলে সুবিধা পাইলে তিনি যুক্তরাজ্যের মধ্যে অদ্বিতীয় সম্মান লাভে সমর্থ হইতে পারিবেন। তাই তিনি একদিন সুযোগ পাইয়া লিঙ্কনকে বলিলেন—"আইন পড়ার কথাটা কি আপনার মনে কখনও উদিত হয় নাই ?"

লি—না। তবে অপরে এরূপ পরামর্শ দিয়াছে বটে।

ষ্টু—তাহাদের পরামর্শ আপনার নিকট ভাল বোধ হয় নাই কেন ?

লি—"আমার বিশ্বাস যে আমার তেমন কোন গুণ নাই যদ্দ্বারা ঐ ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা লাভের আশা করিতে পারি। আর তার জন্য যেরূপ অর্থের প্রয়োজন তাও আমার নাই।"

ষ্টু—হয়ত আপনি ভাবিতেছেন যে ভাল উকীল হইতে হইলে কি জানি কিরূপ মহদ্‌গুণেরই প্রয়োজন!—ভাল জিজ্ঞাসা করি, আইনে এমন কি আছে যাহার জন্য অসাধারণ প্রতিভা না হইলে চলে না? চিকিৎসাশাস্ত্র, কিম্বা ধর্ম্মবিজ্ঞান অপেক্ষা আইন সমধিক দুরূহ একথা কি আপনি মনে করেন?—

হয়ত এ প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলিবেন, না।—আর যদিই বা সেরূপ উত্তর না দেন, তবে ভবিষ্যতে দেখিতে পাইবেন যে, যে সকল অসাধারণ গুণ না হইলে ভাল উকীল হওয়া যায় না, আপনাতে তাহার সকলগুলিই আছে।

লি—সে কথা থাক্। আমার মত গরিব লোকে আইন পড়িবে কিরূপে। আমার এমন কোন বন্ধু নাই যাঁহার সাহায্যে আমি দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যয়নে ব্রতী হইতে পারি। পুস্তকই বা পাইব কোথায়? আইনের বইরও ত দাম অনেক।

ষ্টু—আইন পড়িতে তত দীর্ঘকাল লাগে না। আর তত খরচেরও দরকার হয় না। আপনার খাওয়া পরার যদি সংস্থান থাকে তাহা হইলেই আপনি আইন পড়িতে পারেন।

লি—কেমন করিয়া?"

ষ্টু—আইন ত আপনি নিজে নিজেই পড়িতে পারেন। আর আমিনী কাজ করিয়া নিজের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করাও আপনার পক্ষে দুরূহ নহে। সুতরাং পড়িতে আরম্ভ করার তিন বৎসর পরেই আপনি উকীল হইতে পারেন।

লি—কিন্তু বইর দাম কোথায় পাইব? আইনের বইর দাম ত অনেক।

ষ্টু—তা ঠিক্। তবে আপনি আমার লাইব্রেরী হইতে বই আনিয়া পড়িতে পারেন। যতবার ইচ্ছা ততবার আমার লাইব্রেরীতে আপনি আসিবেন এবং যতগুলি বই ইচ্ছা করেন লইয়া যাইবেন। আর যতদিন আপনার প্রয়োজন থাকিবে ততদিন বইগুলি নিকটে রাখিবেন। তাহা হইলে আইনের বইর জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না।

লি—আপনার সদাশয়তার জন্য আমি কি বলিয়া আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব, জানি না। আপনার এ ঋণ আমি কোনও প্রকারেই পরিশোধ করিতে পারিব না।

ষ্টু—(হাসিতে হাসিতে)—আপনার নিকট আমি কোনও-প্রতিদান প্রত্যাশা করি না। আপনাকে আদালতে ওকালতি করিতে দেখিলে আমার যে আনন্দ হইবে তাহাই আমি আমার ঋণের যথেষ্ট প্রতিদান বলিয়া মনে করিব।

লি—"আদালতে দাঁড়াইয়া ওকালতি করিতে হইবে একথা ভাবিলেই যে আমার প্রাণে আতঙ্ক জন্মে।

ষ্টু—সে আতঙ্ক দুই-এক দিনেই তিরোহিত হইবে। আপনি আমার পরামর্শ শুনুন, ভবিষ্যতে দেখিবেন তাহাতে আপনার কেমন উপকার হইবে।

লি—আপনি আমার মঙ্গলের জন্য যেরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন তাহাতে আমি কি বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিব জানি না। আপনার পরামর্শানুসারে চলা আমার পক্ষে সম্ভবই হউক আর অসম্ভবই হউক এজন্য আমি আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিব।

লিঙ্কনের নিউসালেম নগরীর বন্ধুগণ যখন শুনিতে পাইলেন যে তিনি অবশেষে আইন পড়াই স্থির করিয়াছেন তখন তাঁহাদের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। জরিপের কার্য্য করিয়া আইন পড়িতে হইলে, লিঙ্কনকে যে কতদূর কঠোর শ্রম করিতে হইবে তাহা তাঁহারা প্রথমে সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু লিঙ্কন স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উকীল হওয়ার পূর্ব্বপর্য্যন্ত তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার আমোদ

প্রমোদ ও সামাজিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং স্বাস্থ্যের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অমনোযোগী হইয়া রাত্রির অধিকাংশ সময়ই অধ্যয়নে যাপিত করিতে হইবে। সামাজিকতা, আমোদ প্রমোদ লিঙ্কনের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার দ্বারা বন্ধু বান্ধবদিগের মনোরঞ্জন করিতে ও তাঁহাদের প্রাণের ক্লেশ ও চিন্তার ভার কিয়ৎকালের জন্য অপসারিত করিতে তাঁহার বড়ই আনন্দ বোধ হইত। কিন্তু উকীল হইতে হইলে সমগ্র অবসরকালই অধ্যয়নে যাপন করা প্রয়োজন। যাহা প্রয়োজন লিঙ্কন তাহা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। সুতরাং আমোদ প্রমোদ বন্ধ হইয়া গেল। কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও সুখস্পৃহাতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবামাত্র সুখস্পৃহা পরাস্ত হইয়া বিদায় লইল। প্রকৃত মনুষ্যত্বের এইরূপ স্থলেই পরিচয় পাওয়া যায়।

স্প্রিংফিল্ড হইতে নিউসালেম ২২ ক্রোশ পথ। লিঙ্কন ষ্টুয়ার্টের নিকট হইতে বই আনিবার জন্য একদিন প্রাতঃকালে তথায় রওয়ানা হইয়া গেলেন। বই লইয়া সেই দিনই সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য, এক দিনে ২২ ক্রোশ পথ চলিতে লিঙ্কনের বিলক্ষণ ক্লেশ বোধ হইয়াছিল। পরদিন সায়ংকালে তাঁহার বন্ধু গ্রীন তত্ত্ব লইতে আসিয়া যখন শুনিলেন যে লিঙ্কন পুস্তকের প্রকাণ্ড বোঝা হাতে করিয়া একই দিনে ২২ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি, অতবড় বোঝা লইয়া কালই স্প্রিংফিল্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ?"

লি—হাঁ, আর রাস্তায় চলিতে চলিতে প্রথমখণ্ডের ৪০ পাতা পড়িয়া ফেলিয়াছি। এই ৪০ পাতায় কি আছে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা কর না, দেখি মনে আছে কি না।"

লিঙ্কন পথ চলিতে চলিতে বই পড়ার অভ্যাস করিয়াছিলেন। এইরূপে পড়িবার জন্য অনেক সময় পাইতেন। ব্লাকষ্টোনের বড় বড় চারি খণ্ড পুস্তক বহিয়া ২২ ক্রোশ পথ চলিতে চলিতে তিনি তাহার প্রথম খণ্ডের ৪০ পাতা পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন! গ্রীনকে তাহারই পরীক্ষা লইতে বলিলেন!

গ্রীন বলিলেন—"তোমার শরীর কি পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছে যে তুমি এত সহিতে পার। এত বড় বোঝা লইয়া পাঁচ ক্রোশ পথ চলিলেই ত আমার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইত।"

লি—আমি বাল্যকাল হইতেই এরূপ পরিশ্রমে অভ্যস্ত সেই জন্য তোমাতে আমাতে এই প্রভেদ। সে যাক্, এখন এই প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগে আমার কতদূর বিদ্যা হইয়াছে তাহার পরীক্ষা কর।"

গ্রীন—(বই লইয়া)—"পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তোমাকে কি আমায় ওকালতির জন্য সার্টিফিকেট দিতে হইবে?—তাতে আমার কোনই আপত্তি নাই।" এই কথা বলিয়া গ্রীন লিঙ্কনকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।—লিঙ্কন সকল প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারিলেন দেখিয়া গ্রীণের বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। লিঙ্কন পাঠে গভীর মনোনিবেশ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাই তিনি যাহাই পড়িতেন তাহাই অধিগত করিয়া ফেলিতে পারিতেন।

এইরূপে লিঙ্কনের আইন পড়া আরম্ভ হইল। আমিনের

কাজ করিয়া যেসময়ে অবকাশ পাইতেন সেই সময় অধ্যয়নে পর্য্যবসিত হইত। জরিপ করিতে করিতেও অনেক সময় তাঁহার মন বইর উপর পড়িয়া থাকিত। রাত্রিতে যাহা পড়িতেন দিবসে জরিপ করিবার সময় তাহার বিষয়ে চিন্তা করিতে তাহা দৃঢ়-ভাবে স্মৃতিপটে চিত্রিত করিয়া ফেলিতেন। কখন কখন তাঁহাকে অনেক দিনের জন্য সারাদিন জরিপের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইত, তখন তিনি নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার লৌহশরীর এত অধিক পরিশ্রম করিয়াও কখন এক মুহূর্ত্তের জন্য কোন প্রকারের ব্যাধিগ্রস্ত হয় নাই।

ব্যবস্থাপক সভার সৎসাহস।

১৮৩৪।৩৫ সালে লিঙ্কন ব্যবস্থাপক সভায় এতদূর পরিশ্রম ও সততার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন যে ১৮৩৬ সালে আবার সভ্য মনোনয়নের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার বন্ধুগণ একবাক্যে তাঁহাকে পুনরায় সভ্যপদের জন্য মনোনয়ন করিলেন। সুতরাং সভ্যনির্ব্বাচিত হইবার জন্য লিঙ্কনকে আবার এবৎসর নানা স্থানে সভা ডাকিয়া বক্তৃতা করিতে হইল। এবারকার বক্তৃতাগুলিতে স্পষ্টই দেখা গেল যে লিঙ্কন জ্ঞানেও শক্তিতে অনেকদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছেন।

লিঙ্কন আবার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এবারে তাঁহাকে দাস প্রথার সমর্থনকারিদিগের বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। দাসপ্রথার বিরোধিগণ অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত এবং বহুতর অর্থ ব্যয় করিয়া সমগ্র যুক্তরাজ্যের মধ্যে যে আন্দোলন তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার

কিঞ্চিৎ ফল দেখা যাইতে লাগিল। একদল লোকের মন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। দাস-প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। অপরদিকে যুক্তরাজ্যের দক্ষিণস্থ দাসপ্রদেশে সেই পরিমাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আন্দোলনতরঙ্গ প্রশমিত না করিলে দাসরাজ্যগুলি যুক্তরাজ্যের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ করিবে, শাসনকর্ত্তাদের মনে এইরূপ ভয় হওযাতে সকল প্রদেশেই এই আন্দোলনকারিদিগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল। দাসপ্রথার ঘোর বিরোধী উত্তরস্থ প্রদেশগুলিও এই আন্দোলন অসাময়িক জ্ঞানে তাহার বিরুদ্ধে বিধি বদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল।

এমন কি স্বাধীনতার বরপুত্র নিউইয়র্ক ও ম্যাসাচসেটের অধিবাসী গণও এই আন্দোলনকারিদিগকে নিন্দা করিতে ক্ষান্ত হইল না। এ অবস্থায় ইলিনয়ের ব্যবস্থাপক সভায়ও ইঁহাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উপস্থিত হইতে বড় অধিককাল বিলম্ব হইল না। ইলিনয়ের অধিকাংশ লোকই এই আন্দোলনকারিদিগকে বিষম ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিল। এই আন্দোলনকারিদিগের একজন অধিনায়ক লভজয় এই প্রদেশে দাস-প্রথার বিরুদ্ধে একটী সংবাদপত্র চালাইয়া আসিতে ছিলেন। ইলিনয়ের লোক আন্দোলনকারিদের বিরুদ্ধে এতদূর ক্ষেপিয়া গিয়াছিল যে তাহারা তাঁহার ঘর বাড়ী আক্রমণ করতঃ তাঁহাকে বন্দুকযোগে হত্যা করিতেও কুন্ঠিত হইল না।

এইরূপ অবস্থায় ইলিনয়ের ব্যবস্থাপক সভাতে দাস-প্রথার সমর্থকব্যক্তিগণ আন্দোলনকারিদিগকে জব্দ করিবার জন্য ব্যবস্থাপ্রণয়নের জন্য কয়েকটী প্রস্তাব উপস্থিত করিল। তাহা-

দিগের প্রস্তাবগুলি দাস-ব্যবসায়ীদের এতদূর সপক্ষে গিয়াছিল, যে দাসদেশেও তাহাদিগের পক্ষে সেরূপ সুবিধাজনক ব্যবস্থা ছিলনা। কিন্তু বাহিরে আন্দোলনকারিদিগের বিরুদ্ধে জনসাধারণের যেরূপ বিদ্বেষ, তাহাতে এই সকল নির্ম্মম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হয় এমন লোক দাস-প্রথার চিরবিরোধিদলের মধ্য হইতেও বাহির হইবে প্রস্তাবকারীদের সেরূপ বিশ্বাস ছিল না। তাহারা লিঙ্কনকে চিনিত না। লিঙ্কনের দলভুক্ত আর আর সকল সভ্যেরাই ভয়ে ভয়ে প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। কিন্তু লিঙ্কন ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। নির্ভীকচিত্তে অসমসাহসে তিনি প্রস্তাবগুলির দোষ ঘোষণা কবিতে লাগিলেন। তাঁহার সাহস দেখিয়া তাঁহার দলের আরেকজন লোক আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। কিন্তু আর কেহই সে সকল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহসী হইল না। তাই অধিকাংশের মতানুসারে প্রস্তাবগুলি বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। লিঙ্কন ও তাঁহার বন্ধু এ অবস্থায় প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদলিপি রচনা করিয়া তাহা সভাতে উপস্থিত করিলেন। সভা তাহা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে ১৮৩৬ হইতে ১৮৩৮ সাল পর্য্যন্ত নির্ভীকচিত্তে ও অসমসাহসে স্বদলকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও দাসদিগের পক্ষসমর্থন করাতে লিঙ্কন সমগ্র যুক্তরাজ্যের মধ্যে দাসদিগের একজন পরমবন্ধু বলিয়া পরিচিত হইলেন।

১৮৩৭ সালে লিঙ্কন ওকালতির সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং নিউসালেম ছাড়িয়া তাঁহাকে স্প্রিংফিল্ডে যাইয়া বাস

করিতে হইল। তথায় তিনি তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত উপকারী বন্ধু ষ্টুয়ার্টের অংশীদাররূপে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

বাক্‌পটুতা।

১৮৩৮ সালে লিঙ্কন তৃতীয়বারের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এবারকার ব্যবস্থাপক সভায় একজন অর্দ্ধক্ষিপ্ত সভ্য ওয়াবাস অঞ্চল হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছিলেন। নিজের কণ্ঠস্বর তাঁহার নিকট বড়ই মিষ্ট লাগিত; সেইজন্য যে-কোন প্রস্তাবই ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হইত তিনি তাহারই বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতঃ কিয়ৎকাল স্বীয় কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেন। প্রত্যেক প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই তাঁহার একই আপত্তি ছিল—'প্রস্তাবটী আইন বিরুদ্ধ'। সভাতে কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইবামাত্র ওয়াবাসের সভ্য অমনি উঠিয়া তাহা আইন বিরুদ্ধ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন।—তাঁহার ব্যবহারে অবশেষে সকলে বড়ই উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে জব্দ করিবার পন্থা উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল।

একদিন, বিশেষ ভাবে লিঙ্কনের বন্ধুগণের উপকারক একটী প্রস্তাব সভাতে উপস্থিত হইল।—ওয়াবাসের সভ্য অমনি দাঁড়াইয়া সমধিক তেজের সহিত সে প্রস্তাবটি যে আইন বিরুদ্ধ তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ঘোরতর তর্কের অবতারণা করিলেন।—লিঙ্কনের আর সহ্য হইল না। তিনি অমনি উঠিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে তাঁহাকে জন্মের মত নিরস্ত করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—"সভাপতি মহাশয়! আমার বন্ধু

এই প্রস্তাবটীকে আইন বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য যেসকল তর্কযুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে আমার আর একটী প্রাচীন বন্ধুর কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি দেখিতে অপর সাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল ভ্রমর বিনিন্দিত কেশগুচ্ছ পরিশোভিত ছিল; এবং চস্‌মার ব্যবহার ব্যতীত তাঁহার পক্ষে দূরতর কোনও পদার্থ লক্ষ্য করা সম্ভব ছিল না।—(সকলেই তাকাইয়া দেখিল যে লিঙ্কন সেই ওয়াবাসের সভ্যের অবয়ব বর্ণনা করিতেছেন)—একদিন প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই তাঁহার মনে হইল যে তাঁহার গৃহের নিকটস্থ বৃক্ষোপরি একটী কাঠবিড়াল রহিয়াছে। অবিলম্বে তিনি বন্দুক হাতে লইয়া কাঠবিড়ালটীকে শিকার করিবার জন্য গুলি ছুঁড়িলেন। কিন্তু কাঠবিড়ালটী তাঁহার গুলির প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন করিল বলিয়া বোধ হইল না। সুতরাং তিনি আবার বন্দুক পূরিয়া আওয়াজ করিলেন—এইরূপে ত্রয়োদশবার বন্দুক ছোঁড়া হইল, কিন্তু তাহাতেও কাঠ-বিড়ালের কোনরূপ অপচয় হইল না। তিনি দেখিলেন যে উহা পূর্ব্বের মতই বৃক্ষডালে বসিয়া আছে। তখন তিনি অধীর হইয়া স্বীয় পুত্রকে ক্রোধভরে বলিলেন, "বন্দুকটা খারাপ করে ফেলিছিস্ নাকি?" পুত্র উত্তর দিল—"বন্দুক ত বেশ ভালই আছে। কিন্তু কাঠ-বিড়াল কোথায়?" পিতা বলিলেন, কেন ঐ গাছের ডালে—তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না?" পুত্র—"কোথায়, কিছুই দেখিতেছি না ত।"—এই কথা বলিয়া সে ফিরিয়া পিতার মুখের দিকে তাকাইল এবং বলিয়া উঠিল—"তোমার কাঠবিড়াল আমি দেখিতে পাইয়াছি,

ঐ যে তোমার ভ্রূর উপর উকুন রহিয়াছে উহাকেই তুমি কাঠ-বিড়াল মনে করিয়া এতক্ষণ গাছের উপর গুলি ছুঁড়িতেছিলে।"

লিঙ্কনের গল্প শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্যবস্থাগৃহ অট্টহাস্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ওয়াবাসের সভ্য অতঃপর তাঁহার জীবনে আর কথনও কোনও প্রস্তাবকে আইনবিরুদ্ধ বলিয়া উড়াইয়া দিতে সাহসী হন নাই।

বলা বাহুল্য এইরূপ বাক্‌পটুতা যাঁহার, আদালতে কৃত-কার্য্যতা লাভ করা তাঁহার পক্ষে বড় কষ্টকর হইল না। অল্প দিনের মধ্যেই স্প্রিংফিল্‌ডে তিনি একজন সুদক্ষ উকীল বলিয়া খ্যাতিলাভে সমর্থ হইলেন।

১৮৪২ সালে, ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে লিঙ্কন, টড নামক ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সভ্যের মেরি নাম্নী একটী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহে তাঁহার ৪টী পুত্র-সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র এডওয়ার্ডস্ শিশু বয়সেই প্রাণ ত্যাগ করে। তাহার কনিষ্ঠ উইলিয়ম্ দ্বাদশবর্ষ বয়সে ওয়াসিংটন নগরে জীবন-যাত্রা পরিসমাপ্ত করে। সর্ব্বকনিষ্ঠ টমাস বিংশবর্ষ বয়সে ইলিনয় প্রদেশে মানবলীলা সম্বরণ করে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রবার্ট কালক্রমে ওয়াসিংটন নগরে সেনাবিভাগের কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

লিঙ্কনের ওকালতী।

কিরূপ সততা, দয়ালুতা, সদাশয়তা, সরলতা ও ন্যায়পরতার সহিত লিঙ্কন স্বীয় ওকালতী ব্যবসায় চালাইতেন, তাহার

কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। আমাদের দেশের উকীলদের ব্যবহারের সহিত তাঁহার ব্যবহারের তুলনায় সমালোচনা করিলে, অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারা যায়।

একদিন একজন লোক আসিয়া লিঙ্কনকে উকীল নিযুক্ত করিতে চাহিল। লিঙ্কন তাঁহাকে মোকদ্দমার স্থূল বিবরণ বলিতে বলিলেন। তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইলে লিঙ্কন বলিলেন,—"আমি আপনার মোকদ্দমা লইব না। আমি দেখিতেছি যে, আপনারই অন্যায় হইয়াছে। আপনার বিপক্ষ পক্ষের কোনও অপরাধ নাই।" লোকটী বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। প্রত্যুত্তরে বলিল—"তাহাতে আপনার কি? আমি আপনাকে টাকা দিব, আপনি আমার উকীল হইয়া মোকদ্দমা চালাইবেন।"

লিঙ্কন—(তেজের সহিত)—"তাহাতে আমার কি? তোমার জন্য আমি অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিব, কেমন? আমি অন্যায় মোকদ্দমা কখনও গ্রহণ করি না।"

লোক—"তা, আপনি আমাকে মোকদ্দমা নাই জিতিয়া দিলেন। আমার বিরুদ্ধপক্ষকে একটু বিপদে ফেলিতে ত পারেন। তাহাতে আপনার কি আপত্তি হইতে পারে?"

লি—"তা কেন, হয়ত আমি আপনার হইয়া লড়িলে মোকদ্দমাও জিতাইয়া দিতে পারি। আমি আপনাদের পাড়াটীতে মহা অশান্তি ও কলহের উদ্রেক করিয়া দিতে পারি। আমি আপনার বিরুদ্ধপক্ষীয় সেই বিধবা স্ত্রীলোকটী ও তাহার ছয়টী অনাথ সন্তানদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে পারি। এবং এসকল করিয়া আপনাকে প্রায় ১৫০০৲ টাকা—যাহা ন্যায়ানুসারে

সেই বিধবার সম্পত্তি—লইয়া দিতে পারি।—এসকলই করা আমার আয়ত্তাধীন বটে—কিন্তু আমি ইহার কিছুই করিব না।

লোক—"আপনাকে যদি অনেক টাকা দিই।"

লি—"আপনার সমগ্র সম্পত্তি দিলেও তাহা হইবে না। আপনার স্মরণ রাখা উচিত যে, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা আইনতঃ না হইলেও ন্যায়তঃ সম্পূর্ণ দূষণীয়। আমি আপনার মোকদ্দমা লইব না।"

লোকটী এবারে বড়ই চটিয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"তুমি না লইবে ত আমার ব'য়েই গেল। এদেশে আর উকীল নাই, কেমন ?"

লিঙ্কন—"দেখুন, আমি বেখরচা আপনাকে একটা পরামর্শ দিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনাকে দেখিতে উৎসাহপূর্ণ অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। অন্য কোনও উপায়ে ১৫০০৲ টাকা উপার্জ্জনের পথ দেখিলে হানি কি ?"

একদিন বিকাল বেলা একজন আফ্রিক রমণী আসিয়া লিঙ্কনের নিকট স্বীয় দুঃখকাহিনী নিবেদন করিল। কেণ্টকীতে সে পূর্ব্বে হিঙ্কল নামক জনৈক ইংরেজের দাসী ছিল। হিঙ্কল ইলিনয়ে আসিয়া তাহাকে এবং তাহার পুত্রকন্যাদিগকে স্বাধীন করিয়া দেন। তাহার পুত্র কার্য্যোপলক্ষে ষ্টীমারযোগে নিউ অর্লিয়েন্স নগরে গিয়াছিল। ষ্টীমার ছাড়িয়া সহরে যাইবামাত্র তথাকার পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। সে প্রদেশে এইরূপ বিধি প্রচলিত ছিল যে, বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কোন কৃষ্ণকায় আফ্রিক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেই, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুলিস দ্বারা ধরান হইত। এইরূপে ধৃত হওয়ার

অব্যবহিত পরেই যদি তাহার বন্ধুবান্ধবগণ উপযুক্ত অর্থ দ্বারা তাহাকে উদ্ধার না করিত, তবে তাহাকে আবার দাসরূপে বিক্রয় করা হইত। এই বিধানানুসারে এই হতভাগিনীর পুত্র নিউ অর্লিয়েন্স নগরে ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। শীঘ্র শীঘ্র উদ্ধার না করিলে সে আবার দাসরূপে বিক্রীত হইবে, ইহা ভাবিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তাই সে লিঙ্কনের নিকট দুঃখ জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিল।

লিঙ্কন হতভাগিনীর দুঃখকাহিনী শুনিয়া একদিকে যেমন সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া গেলেন, অপর দিকে নিউ অর্লিয়েন্সের অন্যায় ব্যবস্থার কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার একজন কেরাণীকে বলিলেন, "আমাদের শাসনকর্ত্তার নিকট একবার দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আইস ত, আমাদিগের প্রদেশবাসী নিগ্রো বালকের মুক্তির জন্য তিনি কোনও উপায় অবলম্বন করিতে পারেন কি না।"

তাঁহার কেরাণী শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন, "শাসনকর্ত্তা মহাশয় বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এবিষয়ে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে বৈধ নহে।" লিঙ্কনের ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল; তিনি বলিলেন—"ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে আমি শীঘ্রই নিগ্রোটীকে ফিরাইয়া আনিব, নচেৎ এদেশে এমনই আন্দোলনের তরঙ্গ তুলিব, যাহাতে শীঘ্রই এ বিষয়ের আইন-সঙ্গত প্রতিকার হয়।"

লিঙ্কন আমাদের দেশের লোকের মত বাক্য-সর্ব্বস্ব ছিলেন না। তিনি অবিলম্বে নিগ্রো বালকের মুক্তির জন্য নিজের তহবিল হইতে টাকা পাঠাইয়া দিলেন। টাকা সময়মতে

নিউঅর্লিয়েন্সে পঁহুছাতে সে মুক্ত হইয়া আবার তাহার মাতার নিকট প্রত্যাগমন করিল।

আরেকবার একজন লোক আসিয়া কর্ণেল বেকার নামক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট একটী কৃষ্ণকায় পলাতক দাসের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিল। বেকার দাসবন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন—"দেখ, দশ-জনের অনুগ্রহের উপর আমার ভাবী জীবনের উন্নতি নির্ভর করে। রাজনৈতিক জগতে বড় হইবার জন্য আমি কামনা করিয়া আসিতেছি, তাহারই জন্য সর্ব্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করি-তেছি। এখন তোমার কথায় এই লোকের সাহায্য করিলে সকল লোকই আমার উপর চটিয়া যাইবে। সুতরাং আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। লিঙ্কনের নিকট যাও, সে লোকের নিন্দা প্রশংসা বড় গ্রাহ্য করে না। যাহা কর্ত্তব্য বোধ করে তাহাই অকুতোভয়ে সম্পাদন করে। তাহার নিকট গেলে সে অবশ্যই তোমার সাহায্য করিবে।"

জনসাধারণের কৃপার উপর যে উকীল জাতির জীবিকা নির্ভর করে, সে উকীলশ্রেণীর অন্তভুক্ত হইয়াও যে ব্যক্তি এইরূপ জনসাধারণের নিন্দা ও ঘৃণার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় হৃদয়ের উত্তেজনা দ্বারা পরিচালিত হয় ও কর্ত্তব্য-পালনে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার সাহস ও ভগবানের উপর নির্ভর ইয়ত্তা করি, আমাদের সাধ্য কোথায়?

একবার একটী ঋণের মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের উকীলে খুব তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিল। লিঙ্কন প্রমাণ করিলেন যে, তাঁহার মক্কেল কিছু টাকা ধার দিয়াছিল। অমনি প্রতিপক্ষের

উকীল ঋণ পরিশোধসূচক একখণ্ড রসিদ প্রমাণ স্থলে উপস্থিত করিয়া স্বীয় বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লিঙ্কন আদালত হইতে তিরোধান করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আদালত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু লিঙ্কন আর আসেন না দেখিয়া, বিচারক তাঁহাকে ডাকিবার জন্য তাঁহার বাসাতে একজন লোক পাঠাইলেন। লিঙ্কন বলিয়া পাঠাইলেন, "বিচারক মহাশয়কে বলিও যে, আমার হাত বড়ই অপরিষ্কার হইয়া গিয়াছে; তাই আমি তাহা ধুইবার জন্য বাসায় আসিয়াছি।"

একটী বিখ্যাত খুনী মোকদ্দমায় লিঙ্কন, স্যুয়েট নামক আরেক জন উকীলের সহিত আসামীর পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন। সাক্ষীর জবানবন্দী শুনিয়া লিঙ্কনের প্রতীতি জন্মিল যে, আসামী প্রকৃত প্রস্তাবেই অপরাধী। অমনি তাঁহার সঙ্গী উকীলকে ডাকিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী কুঠরীতে লইয়া গেলেন। বলিলেন "দেখ, স্যুয়েট, লোকটা ত অপরাধী।"—স্যুয়েট বলিলেন "তাহাতে সন্দেহ কি?" লিঙ্কন—"আমিত উহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া আদালতের সমক্ষে দাঁড় করাইয়া উহার পক্ষসমর্থন করিতে পারিব না। তোমাকেই উহার পক্ষসমর্থন করিতে হইবে।"

স্যুয়েট সম্মত হইলেন, এবং দক্ষতার সহিত মোকদ্দমা চালাইয়া তাহাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া দিলেন। আসামী অব্যাহতি পাইয়া উকীলদ্বয়কে পুরস্কার স্বরূপ ২৫০০৲ টাকা প্রদান করিল। লিঙ্কন তাহার এক কপর্দ্দকও স্পর্শ করিলেন না।

অপরাধীর পয়সা স্পর্শ করিতে লিঙ্কনের হৃদয় বিকম্পিত হইত। সচরাচর ব্যবহারাজীবগণ স্তোকবাক্যে আপনাদিগকে

প্রতারিত করতঃ, জানিয়া শুনিয়াও প্রকৃত অপরাধীকে নির্দ্দোষী (not guilty) বলিয়া ধর্ম্মাধিকরণের সমক্ষে দাঁড় করাইতে সঙ্কুচিত হন না; প্রত্যুত নানা প্রকারের বাগ্‌জাল ও চাতুরী বিস্তার করতঃ তাহাকে সমুচিত দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন এবং এইরূপে উপার্জ্জিত যশে ও অর্থে সমাজ মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন—লিঙ্কনের নিকট এরূপ তর্কযুক্তি বড়ই লজ্জাকর, অযশস্কর ও ঘৃণার্হ বলিয়া বোধ হইত।

একবার একজন স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহাকে উকীল নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল এবং মোকদ্দমার কাগজ পত্র ও ৬০০৲ টাকার এক খণ্ড চেক তাঁহার হস্তে দিয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন সে তাঁহার বাড়ী আসিলে তিনি সেই কাগজপত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার পক্ষ সমর্থন হয়, এমন প্রমাণ এ কাগজ পত্রে দেখিতে পাইলাম না।"—স্ত্রীলোকটী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"—লিঙ্কন তাহাকে সমস্ত কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। সে সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিল। লিঙ্কন তাহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "একটু থাম। এই তোমার ছয় শত টাকার চেক, তুমি ইহা প্রতিগ্রহণ কর।" সে স্ত্রীলোকটী বলিল, "কেন উহা ত আপনারই। আপনি ত ন্যায় মতেই উহা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

লিঙ্কন বলিলেন—"দেখুন, আমি উকীল। কাগজ পত্র দেখিয়া আমার মক্কেলদিগকে সৎপরামর্শ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। তাঁহাদিগের হইয়া আদালতে পরিশ্রম করিলে অবশ্যই

আমি তাহার জন্য পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করিতে পারি। কিন্তু সৎপরামর্শ দেওয়া যখন আমার কর্ত্তব্যকার্য্য, তখন কর্ত্তব্য সমাধার জন্য আমি কোনও রূপ পারিশ্রমিক লইতে পারি না।"

স্ত্রীলোকটী টাকা ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হইল।

এইরূপে শত, সহস্র টাকা হাতে পাইয়াও তাহা অবাধে ফিরাইয়া দিতেছেন দেখিয়া, হয় ত অনেকেরই মনে হইতে পারে যে, এখন লিঙ্কনের অবস্থা এতদূর স্বচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে যে, ৫০০।১০০০ টাকা তাঁহার আয় ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রম। ঈশ্বরবিশ্বাসী, কর্ত্তব্য পরায়ণ, নির্ভরশীল ব্যক্তির অবস্থা যত কেন হীন হউক না, নরহত্যা বা অন্য কোন অপরাধে প্রকৃত অপরাধী ব্যক্তির অর্থ দ্বারা আপনার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই কম্পিত হয়। যাহার চক্ষু এ পৃথিবীর আলোকে ঝলসিয়া গিয়াছে, যাহার মন এ পৃথিবীর ধনে মাতোয়ারা হইয়া গিয়াছে, এবং যাহার প্রাণ এ পৃথিবীর মানে স্ফীত হইয়া অসাড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, আইন সঙ্গত উপায়ে অন্যায়ের পক্ষসমর্থন করা তাহারই পক্ষে সম্ভব।

খুনী মোকদ্দমা।

লিঙ্কন যখন বে-কার অবস্থায় বসিয়াছিলেন, তিল তিল করিয়া যখন তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের ক্ষুদ্র স্তূপ কমিয়া যাইতেছিল,—ভবিষ্যতে কি হইবে, এই আশঙ্কা অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে, অজ্ঞাতসারে যখন তাঁহার হৃদয়ের অতি গুপ্ত স্তরে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের উপর সমধিক নির্ভর ও বিশ্বাস উৎপাদন করতঃ বিলীন

হইয়া যাইত ; যখন সম্পৎকালের বন্ধুদিগের কেহবা নিঃশব্দে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছিলেন, আর কেহবা পরিচয় ও সম্বন্ধ গোপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া সমাদরের পরিবর্ত্তে অনাদর ও প্রশংসার পরিবর্ত্তে কুৎসা করিয়া তাঁহাকে হতমান করিবার জন্য প্রয়াসী হইতেছিলেন,—জীবনের সেই সঙ্কটকালে আর-মষ্ট্রং নামক তাঁহার এক অসময়ের বন্ধু যুটিয়াছিলেন। এই বন্ধুর বাটীতেই তিনি সে সময়ে বাস করিতেন, তাঁহারই ক্ষুদ্র শিশুকে দোলনায় শোওয়াইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে পুস্তক পাঠ করিতেন। এই বাড়ীতেই তিনি আহারাদি সম্পাদন করিতেন এবং এই বাড়ীর গৃহিণী তাঁহার জন্য জামা ও মোজা প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাঁহার শীত নিবারণ করিতেন।

লিঙ্কনের উকীল হইয়া স্প্রিংফিল্ডে আসিবার কিছুকাল পরেই আরমষ্ট্রঙ্গের মৃত্যু হয়।—তাহার পর অনেক দিন চলিয়া গেল। কালক্রমে যে শিশুকে দোলনায় শোওয়াইয়া লিঙ্কন ঘুম পাড়া-ইতে পাড়াইতে পুস্তক পাঠ করিতেন—সে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অসৎসঙ্গে পড়িয়া তাহার চরিত্র নষ্ট হইল,—সে দ্বাবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিচারালয়ের সমক্ষে নীত হইল। একদিন রাত্রিকালে কয়েকজন যুবক মিলিয়া মদ্যপান করিতে করিতে এতদূর মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল যে, কথায় কথায় ঝগড়া বাধাইয়া পরস্পরে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। সে সংগ্রামে একজন লোক আহত হইয়া সেই স্থানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন সকলের চৈতন্য হইল। যুবক আরমষ্ট্রং ও তাহার চিরসহচর নরিসের স্কন্ধে দোষারোপ হইল। বিচারে

নরিসের অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে তাহার ৮ বৎসরের মেয়াদের হুকুম হইল।

যুবক আর্মষ্ট্রঙ্গের মাতার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার সন্তান নির্দ্দোষী; প্রকৃত অপরাধীগণ তাহার সাধারণতুর্ণামের সূত্র অবলম্বন করিয়া নিজকৃত অপরাধ তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহা প্রমাণই বা হয় কিরূপে এবং সন্তানের প্রাণ রক্ষাই বা হয় কিরূপে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে অনাথা বৃদ্ধার মাথা ঘুরিয়া গেল। অবশেষে তাঁহার সেই দরিদ্র বালকের কথা মনে পড়িল, আপৎকালে তিনি যাহার সাহায্য করিযাছিলেন।—সে আজ স্প্রিংফিল্‌ডের একজন প্রসিদ্ধ উকীল—কিন্তু শিশুকালে তাহার যেরূপ উচ্চ অন্তঃকরণ, সরল ভালবাসা এবং মহৎ চরিত্র লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে বড় লোক হইলেও সে যে অনাথা বিধবার প্রাথনা গ্রাহ্য করিবে না, তাহা বোধ হয না। এইরূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিধবা লিঙ্কনকে একখানি পত্র লিখিলেন। পুত্রের বিপদে মাতার প্রাণ যে কিরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছে, তাহা জানাইয়া তিনি লিঙ্কনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন,— লিঙ্কনকে তাঁহার বিপন্ন পুত্রের প্রাণ বাঁচাইয়া দিতে হইবে।

"হানা খুড়ীর" চিঠি পড়িয়া লিঙ্কন কান্দিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সমগ্র হৃদয় বিপন্না জননীর সাহায্যের জন্য ব্যাকুল হইল। আপৎকালে লিঙ্কন "হানা খুড়ীর" নিকট যে উপকার পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে মুদ্রিত ছিল,—সে সকল উপকারের ঋণ পরিশোধ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; লিঙ্কনের মত লোক কি এ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে?

লিঙ্কন, হৃদয়ের পূর্ণ আবেগের সহিত "হানা খুড়ীর" পত্রের উত্তর দিলেন। তাঁহাকে আশার বাণী শুনাইয়া সত্বর স্প্রিং-ফিল্‌ডে যাইতে অনুরোধ করিলেন। জননী. লিঙ্কনের চিঠি পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

জননী বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার পুত্র নির্দ্দোষী,—দুষ্ট লোকে নিজকৃত অপরাধ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে। তাঁহার নিকট আমূলবিবরণ শুনিয়া লিঙ্কনেরও সেইরূপ বিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু ইহাঁদের দুইজন ব্যতীত আর সকল লোকেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে যুবক আরমষ্ট্রংই প্রকৃত অপরাধী। এ অবস্থায় লিঙ্কন হানাকে বলিলেন যে সম্ভব হইলে মোকদ্দমার বিচার আপাততঃ স্থগিত রাখাই সদ্বিবেচনার কার্য্য। কারণ অবিলম্বে বিচার হইলে জনসাধারণের প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মত দেওয়া কোন জুরীর পক্ষেই সম্ভব হইবে না। পুত্র এতদিন জেলে পচিবে ভাবিয়া, জননীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল—কিন্তু একেবারে প্রাণে মারা যাওয়া অপেক্ষা তাহাও ভাল মনে করিয়া তিনি লিঙ্কনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। লিঙ্কনের চেষ্টায় মোকদ্দমার বিচার আপাততঃ স্থগিত রহিল। লিঙ্কন এই সুযোগে অবিশ্রান্তভাবে ঘটনার তদন্ত করিতে লাগিলেন।

অবশেষে বিচারের দিন আসিল। আদালতগৃহ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। আসামীর বিরুদ্ধপক্ষীয় সাক্ষীদের জবানবন্দী হইতে লাগিল। কাহারও সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইল যে যুবক আরমষ্ট্রঙ্গের চরিত্র কলুষিত ছিল। আর অন্যেরা ঘটনার রাত্রিতে যাহা দেখিয়াছিল, তাহাই বর্ণন করিল। আসামীর

বিরুদ্ধপক্ষের প্রধানসাক্ষী গম্ভীরভাবে শপথ করিয়া বলিল যে, যে আঘাতে মৃতব্যক্তির মৃত্যু হয়, আসামীকে সে সেই আঘাত করিতে স্পষ্টই দেখিয়াছিল। লিঙ্কন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এ সম্বন্ধে তোমার কোনও রূপ ভুল হয় নাই ত?"

সাক্ষী—"না। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

লি—"আচ্ছা, সন্ধ্যাকালে কোন্ সময়ে এই ঘটনাটী ঘটে?"

সা—"১০ টা ১১ টার মধ্যে।"

লি—"সময়টা একটু ঠিক করিয়া বলিতে হইবে।

১০ টার কত পবে, সোওযা দশটার সময়, না সাড়ে দশটার সময়? ভালরূপ স্মরণ করিয়া এ প্রশ্নেব উত্তর দাও।"

সা—"সাড়ে দশটার কাছাকাছি হইবে।"

লি—"আচ্ছা। তোমার বেশ বিশ্বাস যে,তুমি এই আসামিকেই সেই আঘাত দিতে দেখিয়াছিলে। সাবধানে কথা বলিও।"

সা—"আমার কোনরূপ ভুল হয নাই।"

লি—"সে সময়ে ত রাত্রি ছিল, তুমি দেখিলে কিরূপে?"

সা—"চন্দ্রালোকে।"

লি—"তাহা হইলে বড় একটা অন্ধকার ছিল না; চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় সব বেশ দেখিযাছিলে, কেমন?"

সা—"হাঁ, চন্দ্রের আলোকে স্পষ্টই দেখিয়াছিলাম।"

লি—আচ্ছা, ঠিক্ করিযা বল দেখি, তুমি কি এই কথা বলিতেছ না যে, ঘটনার দিন, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় চন্দ্রালোকে এই ব্যক্তি স্বীয় হস্তস্থ অস্ত্র দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে যে আঘাত করে, তাহাতেই তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়?"

সা—"হাঁ আমি তাহাই বলিতেছি।"

লি—"আচ্ছা, তবে তুমি এখন যাইতে পার।"

আসামীর বিরুদ্ধপক্ষীয় সাক্ষীদিগের জবানবন্দী হইয়া গেলে আসামীর পক্ষসমর্থনার্থ অল্প কয়েকজন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। তাহাদের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইল যে যুবক আরমষ্ট্রঙ্গের চরিত্র কলুষিত ছিল বটে, কিন্তু তাহার শত্রুগণ যেরূপ বিবরণ দিয়াছিল তাহা অতিরঞ্জিত। এই সাক্ষ্যে আরো প্রমাণিত হইল যে আসামীর বিরুদ্ধপক্ষীয় প্রধানসাক্ষীর সহিত তাহার চিরশত্রুতা ছিল এবং মৃতব্যক্তি আসামীর একজন পরমসুহৃৎ।

তাহা হইলেও আসামীর বিরুদ্ধে এত প্রচুর প্রমাণ হইয়া গিয়াছিল যে, সরকারী উকীল অধিকক্ষণ বক্তৃতা করিয়া সময় নষ্ট করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। দুই চারি কথায় তাঁহার মন্তব্য পরিসমাপ্ত হইল।

এবারে সকলের চক্ষু লিঙ্কনের উপর পড়িল। আসামীর পক্ষে এত প্রবল প্রমাণ, এ অবস্থায় তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি কি বলিবেন? আসামী রক্ষা পাইবে, কাহারও এরূপ বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না।

আসামী নিজে নিরাশপ্রাণে, বিষণ্ণবদনে স্বীয় স্থানে দাঁড়াইয়াছিল,—এজগতে তাহার আর কেহ বন্ধু নাই, এখানে আর তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইবে না, এ ভাব তাহারও প্রাণে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

আদালতগৃহে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজমান। লিঙ্কন নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিলেন। সাক্ষীদিগের জবানবন্দী হইতে তিনি বাছিয়া বাছিয়া এমন সকল কথা পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন, যাহার মধ্যে কোন প্রকারের মিল ছিল না। একজনের

সাক্ষ্যের সহিত অপরের সাক্ষ্য মিলাইয়া তিনি দেখাইতে লাগিলেন যে, একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তির স্কন্ধে দোষ চাপাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে।—অবশেষে আসামীর বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি প্রধান সাক্ষী ছিল, তাহার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বজ্রগম্ভীর নিনাদে আদালতগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন,—রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণে এ ব্যক্তি আসামীকে আঘাত করিতে দেখিয়াছিল. আদালত কৃপাপূর্ব্বক সে দিনকার পঞ্জিকা খুলিয়া দেখুন. সেদিন সাড়ে দশটার সময় চন্দ্রের উদয়ই হয় নাই! সাড়ে দশটায় কেন, তাহার পরেও ১॥। ২ ঘণ্টার মধ্যে চন্দ্রের উদয় হয় নাই! ইহার পরে আর কে অস্বীকার করিবে যে, একদল দুষ্ট লোক যুটিয়া এই নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে বিপদে ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছে ?"

আসামীর বিরুদ্ধে প্রধানসাক্ষীর চাক্ষুষপ্রমাণ এইরূপে অসঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হইবামাত্র শ্রোতৃবৃন্দের মন একেবারে ফিরিয়া গেল। তাহারা পূর্ব্বে যেমন দৃঢ়তার সহিত আসামীকে দোষী বলিয়া স্থির করিয়াছিল, এবারে সেইরূপ দৃঢ়তার সহিত তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া স্থির করিল।

লিঙ্কনের হৃদয় আশ্চর্য্যতেজে পরিপূর্ণ হইল। নির্দ্দোষী আসামীর বিধবা মাতার সন্তাপ ও যন্ত্রণা জীবন্তভাষায় চিত্রিত করিয়া তিনি শ্রোতৃবৃন্দের প্রাণ গলাইয়া দিলেন। তার পরে তিনি অতীত কালের একটী চিত্র আঁকিলেন। এই বিধবা মাতার সহৃদয় স্বামী জীবিতকালে কেমন অনুগ্রহের সহিত একটী নির্ধন, অপরিচিত বালককে আশ্রয় দিয়া স্বীয় কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের

দ্বারা তাহার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিলেন। বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।— অশ্রুবেগ অতি কষ্টে সম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন—"সেই নির্ধন অপরিচিত বালক আজ আপনাদের সমক্ষে দাঁড়াইয়া স্বীয় আশ্রয়দাতার একমাত্র পুত্র, মাতার বৃদ্ধকালের একমাত্র অবলম্বনযষ্টির প্রাণভিক্ষা চাহিতেছে।" আদালতগৃহ কাঁপিয়া গেল। শোকের গভীর আবেগে শ্রোতৃবৃন্দের নয়নাশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল। লিঙ্কন উপসংহারে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, এ মোকদ্দমায় ন্যায়বিচার হইবে; এবং তাহা হইলে আজিকার সূর্য্য অস্তাচূড়াবলম্বী হইবার পূর্ব্বেই আমার মৃত আশ্রয়দাতার একমাত্র পুত্র খালাস পাইয়া স্বীয় জননীকে অপার আনন্দে ভাসাইতে সক্ষম হইবে।"

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে জুরির সিদ্ধান্ত আদালতে প্রচারিত হইল,— "আসামী নির্দ্দোষী"। গভীর আনন্দধ্বনিতে আদালতগৃহ পরিপূর্ণ হইল। লিঙ্কন আসামীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই। তুমি অভিযোগমুক্ত হইলে।"

বৃদ্ধা মাতা, লিঙ্কনের বক্তৃতান্তে আদালতগৃহ হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন। জুরির সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়া মাত্র তিনি তথায় পুনরানীত হইলেন। অভিযোগমুক্ত পুত্র তাঁহার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইল। আনন্দাশ্রুতে তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল।

ঈশ্বর স্বহস্তে প্রত্যেক নরনারীর প্রাণে স্বর্ণাক্ষরে এই আশ্বাসবাণী লিখিয়া রাখিয়াছেন—"দুঃখী ও বিপন্নকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইও না—ইহার যে সুফল, তাহা একদিন তুমি অবশ্যই পাইবে।"

হানা খুড়ীর নিকট আজ ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা ষোলকলায় সুরক্ষিত হইল।

বিমাতার প্রতি ব্যবহার।

একজন গরিব লোকের সন্তান স্বীয় প্রতিভাবলে ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি একটী মফঃস্বল সহরে বাস করিতেন। পুত্রের অবস্থার উন্নতি হইযাছে শুনিয়া পিতা একবার তাহাকে তাহার কার্য্যক্ষেত্রে দেখিবার জন্য সহরে উপনীত হইলেন। তখন পুত্র পুরা মজলিস জমকাইযা বসিয়াছিল। মক্কেল, মোসা-হেব, জুনিয়ার-উকীল সকলে মিলিযা হাসি আমোদের তরঙ্গে বৈঠকখানা প্লাবিত করিতেছিল। এমন সময়ে পরিধানে ছিন্নবস্ত্র, মস্তকে রুক্ষকেশ, এবং পাদুকাবিহীনপাযে একধামা ধূলি লইয়া বাবুর জন্মদাতা সেই কার্পেটমণ্ডিত, কেদারাপরিশোভিত, বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত গৃহে বাবুগণমধ্যবর্ত্তী পুত্রের সমক্ষে উপস্থিত হই-লেন। বাবুকুলতিলক পুত্রের মুখ শুকাইয়া গেল। অমন মণ্ডলীর ভিতর অমন লোককে পিতা বলিযা স্বীকার করিতে তাঁহার প্রাণ চাহিল না। তাই, সেই বর্ব্বরবৃদ্ধকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যখন বাবুমণ্ডলী কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এলোকটা আবার কে হে?"—তখন বাবু অধরে শুষ্কহাসি ফুটা-ইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন—"ও আমাদের বাড়ীর একজন চাকর। কি কাজে যেন বাবা পাঠিয়েছেন।—যাও হে যাও, তুমি পাশের ঘরে যাও, আমি আস্‌চি।" বাপ গরিব হইলেও, তেজস্বী

পুরুষ ছিলেন। তিনি পুত্রের কথায় জ্বলিয়া উঠিলেন। যাহা মুখে আসিল তাহা বলিয়া ত পুত্রের বিষয়বিষ ঝাড়িলেন—তৎপরে ক্রোধভরে তাহার বাটী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি জন্মে আর কখনও এমন পুত্রের মুখ দেখিতে চান নাই। —এই বাবুজাতীয এক শ্রেণীর লোক আছে বটে। এবং দুঃখের বিষয় এই যে অল্পাধিক পরিমাণে এই শ্রেণীর দোষ প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতে পারা যায।—লিঙ্কনের মত উদার ও সরল পিতৃ ভক্তি, মাতৃ প্রেম এ জগতে অতি দুর্লভ।

যখন তিনি ওকালতিতে বেশী প্রসার করিযা উঠিতে পারেন নাই, সে সময়ে একটী ফৌজদারী মোকদ্দমায় জযলাভ করাতে তাঁহার মক্কেল তাঁহাকে ১২৫০ টাকা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করে। যেদিন তিনি এই টাকা পাইলেন তাহার পরদিন তাঁহার একজন উকীলবন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। লিঙ্কন তাঁহাকে টাকা দেখাইযা বলিলেন "দেখ ভাই এই এক মোকদ্দমায় আমি যত টাকা পাইযাছি আমার সারা জীবনেও এত টাকা উপার্জ্জন করি নাই। আরও যদি সাড়ে সাত শত টাকা পাইতাম, তবে ২০০০৲ টাকা দিযা আমার মাতার জন্য একখণ্ড সম্পত্তি কিনিযা দিতাম। বৃদ্ধবযসে তাহা হইলে আর তাঁহাকে কোনও ক্লেশ পাইতে হইত না।"

উকীল—"আপনার যদি দরকার হয় তবে আমি বক্রী টাকা আপনাকে ধার দিতে পারি।"

লি—"তবে দিন।"—বলিয়া লিঙ্কন একখণ্ড হ্যাণ্ডনোট লিখিতে বসিলেন। উকীল বলিলেন "আপনি এ অর্থের যেরূপ ব্যবহার করিবেন বলিয়াছেন আমি হইলে তাহা করিতাম না।"

লি—"আপনি কি করিতেন ?"

উ—আপনার বিমাতা ত বৃদ্ধা হইয়াছেন। তাঁহার আর অনেক দিন বাঁচিবার আশা নাই। আমি হইলে এইরূপ বন্দোবস্ত করিতাম যে তাঁহার জীবদ্দশায় সম্পত্তিটী তাঁহার ভোগদখলে থাকিবে, তৎপরে উহা আবার আমার হইবে।

লি—আমার দ্বারা সেরূপ কাজ কিছুতেই হইবে না। আমার মাতা আমাকে যেরূপ স্নেহ ও যত্নের সহিত লালনপালন করিয়াছেন তাহাতে এই দুই হাজার টাকার সম্পত্তিই ত তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত প্রতিদান। তার পর আবার স্বধু জীবিতস্বত্ব যদি তাঁহাকে দেওয়া হয় তবে সে আর কি হইল ?"

টাকা হাতে আসিবামাত্র প্রথম সুযোগেই সুবিধামত ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া লিঙ্কন তাহা স্বীয় বিমাতার নামে লিখিয়া দিলেন।

উচ্চপদ।

১৮৪৭ সালে লিঙ্কন যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিসভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সময়ে সমগ্র যুক্তরাজ্যে দাসত্বপ্রথা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। দাসত্বপ্রথার সমর্থকগণ এতদূর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যের সভাপতিকে মেক্সিকো দেশের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত টেক্সাস নামক একটী নব্যাধ্যুষিত প্রদেশ যাহাতে দাসরাজ্য রূপে যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহার জন্যও তাহারা বিধিমতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

লিঙ্কন এরূপ সঙ্কট সময়ে প্রতিনিধি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া প্রাণপণে দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতায় প্রতিনিধিসভাতে দাস-বন্ধুদিগের দল সুপুষ্ট ও সমধিক প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিল। দাসত্বপ্রথা কেমন নিষ্ঠুর, কেমন ন্যায়-বিগর্হিত, ইহা তিনি দিনের পর দিন স্বদেশবাসীদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এমন কি এরূপ নিষ্ঠুর প্রথা সমর্থন করিলে যুক্তরাজ্য যে সত্বরই ঈশ্বরের বিশেষ অভিসম্পাত আকর্ষণকরতঃ অধঃপাতে যাইবে, তারস্বরে তিনি স্বদেশবাসীদিগকে যথাতথা একথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। যে দুই বৎসর কাল তাঁহাকে প্রতিনিধি সভার সভ্য রূপে ওয়াসিংটনে কাটাইতে হইয়াছিল সে দুই বৎসরের মধ্যে তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে দ্বিচত্বারিংশৎ বার যুদ্ধ করেন।

কিন্তু প্রতাপশালী লোকের স্বার্থের সহিত যেখানে সংগ্রাম, আর অর্থশালী ব্যক্তিদিগের ধনাগমের অন্যায়পন্থাতে কণ্টক দেওয়া যে সংগ্রামের উদ্দেশ্য, সে সংগ্রামে সত্বর জয়যুক্ত হওয়া বুঝি বা বিধাতার বিধি নহে। পরের রক্তশোষণ নিবারণ করিতে যাঁহারা যত্নশীল, তাঁহাদিগের পবিত্ররক্তে ধরা সিক্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা সফলকাম হইতে পারিবেন না, বুঝি বা বিধাতা তাহার সৃষ্টিতে এইরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন।—তাই লিঙ্কনের বহু চেষ্টাতেও, দাসবন্ধুদিগের বহু পরিশ্রমেও দাসত্বপ্রথার কিছুমাত্র খর্ব্বতাসাধিত হইল না। প্রত্যুত যুক্তরাজ্যে ক্রমাগতই দাসরাজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দাসদিগের বিরুদ্ধে কঠোর বিধান বিধিবদ্ধ হইতে

লাগিল। লিঙ্কন দেখিলেন আপাততঃ এ স্রোত ফিরিবে না। তিনি বুঝিলেন যে, যেদিন ভগবানের কৃপায় যুক্তরাজ্যের কলঙ্ককালিমা অপনোদিত হইবে সেদিন আসিতে এখনও বিলম্ব আছে।—সুতরাং আশাপূর্ণ অন্তরে সে দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আর যাহাতে সেদিন আসিলে তিনি ঈশ্বরের প্রকৃত বীরসন্তানের ন্যায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতে পারেন, তজ্জন্য ইতিমধ্যে সম্যক্ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রতিনিধি সভার সভ্যরূপে তিনি যুক্তরাজ্যের যে সকল মহাবীরদিগের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সহিত নিজের তুলনা করিয়া লিঙ্কন স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে হইলে তাঁহাকে এখনও অনেক গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইবে। এখন তাঁহার বয়স ৩৯ বৎসর হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও শক্তিতে উন্নত হইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লিঙ্কন সকল সময়েই প্রস্তুত। মহম্মদ চল্লিশবর্ষবয়সে স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তখন সেই কর্ত্তব্য সাধনের উপযোগী সমগ্র শিক্ষা লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভারতের সুসন্তান রামমোহন চল্লিশবর্ষ বয়সে স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্যসাধনোপযোগী শিক্ষালাভে যত্নশীল হইয়াছিলেন। লিঙ্কনও এই চত্বারিংশবর্ষ বয়সে সেই শিক্ষালাভের জন্য চেষ্টান্বিত হইলেন যে শিক্ষার ফলে জ্ঞানেতে অদ্বিতীয় হইয়া এবং ধর্ম্মেতে গভীরতা লাভ করতঃ তিনি সমীচীনবিপৎকালে যুক্তরাজ্যের মত সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের ভার স্কন্ধে লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রবীণবয়সে ইংরেজীসাহিত্য ও

বিজ্ঞান পাঠে যেরূপ গভীর মনোনিবেশ করিতে হইল তাহা দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণ বিস্মিত হইয়া গেলেন। ওকালতিতে এতটা প্রসার করিয়া, দেশমধ্যে এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া চল্লিশবর্ষ বয়সে আবার সাহিত্য ও বিজ্ঞান লইয়া চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক বালকের মত অধ্যয়নশীল হওয়া যার তার কর্ম্ম নহে।

এইরূপে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে সে দিন আসিয়া উপস্থিত হইল যেদিন হতভাগ্য দাসদিগের উষ্ণশ্বাস বিধাতার অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাহাদিগের দুঃখমোচনের জন্য তাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেত হইল।

দাসত্ব-প্রথার সমর্থকগণ এই ছয় বৎসরে এতদূর প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিসভাতে ও শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে তাহাদিগের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, যে অবশেষে তাহাদিগের চেষ্টাতে একটী মুক্তপ্রদেশে—কেন্‌সাসে, দাসত্বপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। এতদিন ধরিয়া দাসত্ব-প্রথার সমর্থকগণ ভিন্ন ভিন্ন ভূভাগে নূতনবসতি স্থাপন করতঃ সেই সকল নবাধ্যুষিত প্রদেশকে দাসরাজ্যরূপে যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতঃ দাসরাজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছিল।—এবারে তাহাদের চেষ্টায় একটী মুক্তরাজ্যে দাসত্বপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইল দেখিয়া যুক্তরাজ্যের অধিকাংশ লোকেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল। সকলেই দেখিতে পাইল যে দাসরাজ্য যেরূপ প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে বিশেষ উদ্যোগ না করিলে তাহাদের চেষ্টাতে অচিরে সমগ্র যুক্তরাজ্যেই দাসত্বপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে,—তৎসঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী ইংরেজের পক্ষে যুক্তরাজ্যে বাস করা সমধিক ক্লেশকর হইয়া উঠিবে,—

কারণ দাসরাজ্যে সঙ্গতিশীল বহুলদাসদাসীর অধিস্বামী ব্যক্তি ভিন্ন কে সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারে?—সুতরাং যুক্ত-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মুক্তরাজ্যগুলি এই সম্ভাবিত বিপৎপাতের হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। এবারে তাহারা জীবনমরণের সঙ্কটস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—এখন কি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে? স্থানে স্থানে সভা সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই দাসবন্ধুগণ দলবদ্ধ হইয়া দাসপ্রথার সমর্থনকারিদিগের প্রবলপ্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য যত্নশীল হইতে লাগিলেন।

জাগিয়াও জাগিল না।

স্বদেশবাসীর নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে দেখিয়া লিঙ্কনের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সমগ্র হৃদয়ের সহিত তিনি জাগ্রত স্বদেশবাসীদিগকে প্রোৎসাহিত ও দলবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এ সময়কার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও নানাবিধ স্বার্থত্যাগের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দাস-বন্ধুদিগের মধ্যে অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিলেন। মুক্তরাজ্যে দাসত্বপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে তথাকার স্বাধীনচেতা ও স্বাবলম্বনশীল ইংরেজদিগের যে কিরূপ ভীষণ অবনতি হইবে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি প্রাণপণে অবিশ্রাম খাটিতে লাগিলেন। দাসত্বপ্রথার সমর্থকগণ যেখানে সভা করিয়া আপনাদিগের মত প্রচার করিতেন, লিঙ্কন সেখানেই গিয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতঃ অকাট্যযুক্তি দ্বারা তাহাদিগকে দেশের পরমশত্রু বলিয়া প্রমাণিত করিয়া আসিতেন। তাঁহার সাহস ও নিরলসতা দেখিয়া

দাসবন্ধুগণ বড়ই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চেষ্টায় দাসবন্ধুদিগের মত সর্ব্বত্রই সাদরে গৃহীত হইতে লাগিল।

লিঙ্কন ও তাঁহার বন্ধুগণ খাটিয়া খাটিয়া দেশের মধ্যে এতটা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন যে ১৮৫৬ সালে যুক্ত-রাজ্যের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য যে মহতী সভার অধিবেশন হইল তাহাতে লিঙ্কনকে সহকারী সভা-পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত অযাচিত ভাবে একশত দশজন প্রতিনিধি তাঁহার নামে ভোট দিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এই পদের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তিনি দুইশত উনষষ্টিসংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন। বিনা চেষ্টায়, এইরূপ একটী উচ্চপদের জন্য প্রার্থী না হইয়াও, এতগুলি ভোট পাওয়াতে লিঙ্কনের গৌরব দেশমধ্যে আরও সুবিস্তৃত হইয়া গেল।

লিঙ্কন ও তাঁহার বন্ধুগণ যেমন একদিকে দাসত্বপ্রথার প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, দাসত্ব প্রথার সমর্থনকারিগণ তর্কযুক্তিতে পরাস্ত হইয়াও আপনা-দিগের স্বার্থরক্ষার জন্য তেমনি সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। কেন্সাসবাসীগণ দাসত্বপ্রথার সম্যক্ বিরোধী ছিল। তথায় দাসত্বপ্রথা প্রবর্ত্তনের বিধান বিধিবদ্ধ হইলেও তাহারা মেষশাবকের ন্যায় শান্তভাবে সে বিধান পালন করিতে স্বীকৃত হইল না। সুতরাং তাহাদিগকে ভীত ও অভিভূত করিবার জন্য দাসত্বপ্রথার সমর্থনকারিগণ বহুসংখ্যক গুণ্ডা নিযুক্ত করিল। তাহারা নানাবিধ সুযোগে দাসবন্ধুদিগকে হত্যা করিতে লাগিল; নানাস্থানে গৃহদাহকরতঃ দাসবন্ধুদিগের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। কেন্সাসে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইল।

লিঙ্কন পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা তর্কযুক্তিতে পরাস্ত হইয়া শারীরিক বলপ্রয়োগে দাসবন্ধুদিগকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করিবে। তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ হইল।—কিন্তু তিনি আরও দেখিতে পাইয়াছিলেন যে দাসত্বপ্রথার সমর্থনকারিগণ যখন দেখিবে যে দাসবন্ধুগণ তাহাদিগের কোনও প্রকারের অত্যাচার বা ভয় প্রদর্শনে অভিভূত হইল না, তখন সমগ্র দাসরাজ্য একত্র দলবদ্ধ হইয়া সেনা সংগ্রহপূর্ব্বক মুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে এবং তুমুল সংগ্রামে ভূপৃষ্ঠ শোণিতাক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আরও প্রতীয়মান হইয়াছিল যে সেদিন বড় দূরবর্ত্তী নহে।

দুর্ভাগ্যক্রমে লিঙ্কনের বন্ধুগণের দৃষ্টিশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল না। তাহারা ভাবিতেন যে নৈরাশ্যের প্রথমতরঙ্গ চলিয়া গেলে তাঁহাদের বিপক্ষগণ শান্তভাব ধারণ করিবে এবং বিনা রক্তপাতেই তাহাদের ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া যাইবে।

লিঙ্কন এ অবস্থায় বন্ধুদিগের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করা অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিলেন। তাই যখন যুক্তরাজ্যের সিনেট সভার জন্য সভ্য নির্ব্বাচনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তিনি সভ্যপদ প্রার্থিরূপে মনোনীত হইলেন, তখন তাঁহার প্রাণের আশঙ্কার বিষয় স্বদেশবাসিদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। লিঙ্কন বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। নির্ব্বাচন সভায় তাঁহাকে যে বক্তৃতা দিতে হইবে তাহা রচনা করিতে গিয়া তাই তিনি প্রারম্ভেই লিখিলেন,—"গৃহবিবাদে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। যুক্তরাজ্যে দাসত্বপ্রথা লইয়া দীর্ঘকাল বিবাদ

চলিলে এ সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য্য হইবে। কিন্তু যুক্তরাজ্যের পতন হইবে আমি ইহা সম্ভব মনে করি না—নিশ্চয়ই এই বিবাদ থামিয়া যাইবে—হয় সমগ্র সাম্রাজ্য হইতে দাসত্ব-প্রথা উঠিয়া যাইবে, নয় সমগ্র সাম্রাজ্যে দাসত্বপ্রথা প্রতিষ্টিত হইবে। এ দুইয়ের একটি ভিন্ন এ বিবাদ থামিয়া যাইবার অন্য পথ নাই; যুক্তরাজ্যের পতন নিবারণের দ্বিতীয় উপায় নাই।"

বক্তৃতার আরম্ভ যে স্বরে হইল, সমগ্র বক্তৃতাও সেই স্বরেই গ্রথিত হইল। বক্তৃতা দিবার দিন উপস্থিত হইলে তিনি তাহার কিয়দংশ দুই-একজন বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইলেন। বন্ধুগণ স্বীকার করিলেন যে বক্তৃতার প্রত্যেক কথাই সত্য—কিন্তু তাঁহারা বলিলেন যে সত্য হইলেও দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ওরূপ কথা না বলাই সমধিক বিজ্ঞতার কার্য্য। লিঙ্কন প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে "সত্য হইলেই হইল, দেশের সঙ্কটকালে বিজ্ঞতা অনেক স্থলেই উপকার না করিয়া অপকারই করে। 'গৃহবিবাদে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী'—দেশ ও কাল নির্ব্বি-শেষে এ কথা অতি সত্য। এ কথা বলাতে যদি আমি সভ্য নির্ব্বাচিত নাও হই তবু ক্ষোভ করিব না। কিন্তু এ কথা এ সময়ে দেশবাসীকে না জানাইলে বিষম ক্ষতি হইবে মনে হয়।"

বক্তৃতা দিবার একঘণ্টা পূর্ব্বে লিঙ্কন সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া আরও কয়েকজন বন্ধুর নিকট বক্তৃতার কিয়দংশ পাঠ করিলেন। তাহারা সকলেই চমকিয়া গেল। কেহ বলিল ৫০ বৎসর পরে দেশের যে অবস্থা হইবে তাহারই চিত্র দেওয়া হইতেছে। কেহ বলিল এরূপ বক্তৃতায় দাসবন্ধুদিগের সর্ব্ব-

নাশ হইবে—আর লিঙ্কনের ত কথাই নাই, তিনি কিছু-তেই সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। সকলেই এইভাবে বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল।—লিঙ্কন নিস্তব্ধে সকল কথা শুনিলেন—অবশেষে গম্ভীরভাবে বলিলেন "বন্ধুগণ, আমি এ বিষয়ে অনেক ভাবিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে সময় আসিয়াছে যখন আমার বক্তব্য গোপন করিয়া রাখা সম্পূর্ণ অকর্ত্তব্য। যদি এমনই হয় যে সত্য কথা বলার জন্য আমাকে অপদস্থ হইতে হইবে, তবে তাহাই হউক। ন্যায় ও সত্যের পক্ষ-সমর্থনে মৃত্যু হইলেও তাহা সমধিক প্রার্থনীয়।"

বক্তৃতা যেরূপ লেখা হইয়াছিল সেরূপই বিবৃত হইল।—লিঙ্ক-নের পক্ষসমর্থনকারীগণ তাঁহাকে স্বদেশীয়ের রক্তপাতে এমন অগ্রসর দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন।—একজন প্রতিপত্তিশালী লোক বলিলেন—"লিঙ্কন, তুমি এরূপ বক্তৃতা করিলে কেন? ইহাতে রাজনৈতিক জগত হইতে তোমাকে যে একেবারে বিলুপ্ত হইতে হইবে?—আমার বড়ই ইচ্ছা হয় যে তোমার এই বক্তৃতার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যায়।—তোমারও কি এখন এইরূপ ইচ্ছা হইতেছে না?"

লিঙ্কন—"দেখুন, বরং আমার সারাটী জীবন বিস্মৃতিসাগরে বিলীন হইয়া যাহাতে এই বক্তৃতাটী জনসমাজের স্মৃতিপটে সুচিত্রিত হয় তাহার যদি কোনও উপায় থাকিত তবে তাহাই আমি সমধিক অবলম্বনীয় মনে করিতাম।"

কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা যে ব্যক্তি জীবনপথে চালিত হয়, সমগ্র পৃথিবী তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও সে ত এইরূপ তেজের সহিতই কথা কহিবে। ঈশ্বর যাহাকে জীবনপথে চালান

সে পৃথিবীর ভ্রুকুটীতে কাপুরুষের মত আম্‌তা আম্‌তা করিয়া মাথা চুলকাইবে কেন?

সংগ্রামের প্রাক্কাল।

এ জগতে সচরাচর তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর লোক তীব্র চক্ষুষ্মান্ ও প্রখর বুদ্ধিমান্। ইঁহারা সময়ের গতি দেখিয়া এবং কার্য্য কারণের সম্বন্ধ বিচার করিয়া ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং যাহা ঘটিবে তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের দৃষ্টিশক্তি তত তীব্র নহে, বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ নহে। ইহারা না ঠেকিলে শিখিতে জানে না। তবে একবার ঘটনার চক্র আসিয়া দ্বার-দেশে আঘাত করিলে তখন ইহাদের ঘুম ভাঙ্গে, এবং তখন ইহারা সচেতনাবস্থায় স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনোদ্দেশ্যে জীবনপণ করিয়া থাকে। তৃতীয়শ্রেণীর লোক দেখিয়াও দেখে না, ঠেকিয়াও শিখিতে জানে না। ঘটনার চক্র আসিয়া তাহাদের দ্বারদেশে ভীষণ আঘাত করিলেও তাহাদের চৈতন্য হয় না,—ঘুমের ঘোরেই তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়।—প্রথম শ্রেণীর লোকের সংখ্যা এ জগতে সর্ব্বদাই বিরল; আর দ্বিতীয়-শ্রেণী অপেক্ষা তৃতীয়শ্রেণীর নরনারীই সংখ্যায় অত্যধিক। সেই সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ যাঁহারা বুদ্ধিবলে জগতের গতি পরি-বর্ত্তন করিয়া চিরপরিবর্ত্তনশীল কালের মস্তকে আপনাদের পদাঙ্ক চিহ্নিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রথমশ্রেণীভুক্ত লোক। জগতের লোকে প্রথমে তাঁহাদিগের কথার প্রতি বিদ্রূপ করে, অবিশ্বাস করে, কিন্তু অবশেষে যখন তাঁহাদেরই

কথা অটলভাবে সময়োর্ম্মিকে প্রতিহত করতঃ জগতে জয়যুক্ত হয়, তখন তাঁহাদিগকেই মাথায় তুলিয়া নাচিতে থাকে, তাঁহাদেরই নামে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকে।—লিঙ্কন এই শ্রেণীর লোক। সুতরাং "গৃহবিবাদে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী"—এ অক্ষর সত্য তাঁহার সমসাময়িক লোকে সহজে, সহসা বিশ্বাস করিবে কেন?—তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ না করুক, সিনেটর সভ্যপদে নিযুক্ত করিল না।—

ওদিকে দাসত্বপ্রথার সমর্থকগণ সমগ্র শক্তির সহিত আপনাদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধি করিতে লাগিল। তাহাদিগের চেষ্টায় তাহাদের একজন বন্ধু যুক্তরাজ্যের সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। তিনি স্বীয় বন্ধুদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া যুক্তরাজ্যের প্রধান প্রধান পদে লোক নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এই সকল উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ যে যে বিভাগের কর্ত্তৃত্বে অভিষিক্ত হইল সে সেই বিভাগ হইতেই সমরের জন্য আবশ্যকীয় সমগ্র সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দাসত্ববহুল দক্ষিণাঞ্চলে প্রেরণ করিতে লাগিল। নৌ-বিভাগের কর্ত্তা ভাল ভাল যুদ্ধ জাহাজ বাছিয়া বাছিয়া দক্ষিণ প্রদেশে চালান দিলেন, গোলা বারুদ বিভাগের কর্ত্তা যত কামান, বন্দুক, বারুদ ও গোলা অস্ত্রাগারে পাইলেন সবই দাসত্ববহুল প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে যে ব্যক্তি যে বিভাগের কর্ত্তৃত্ব পদে অভিষিক্ত হইল সে ব্যক্তিই যুক্তরাজ্যের ধন সম্পত্তি ও সামরিক সামগ্রী অপহরণ করতঃ দাসরাজ্যের দুর্গ সুদৃঢ় করিতে লাগিল, রাজকোষ পূর্ণ করিতে লাগিল এবং উপকূলভাগ সুরক্ষিত করিতে লাগিল।

দাসবন্ধুগণ যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করিবেন না এই

সাধু সঙ্কল্প প্রাণে পূরিয়া লিঙ্কনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক শান্তির সুশীতল ছায়ার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন সেই সময়ে সমগ্র যুক্তরাজ্যে দাসত্বপ্রথাপ্রবর্ত্তনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধ পক্ষীয়গণ এইরূপে রণসাজে সাজিতেছিল। সমগ্র দাসরাজ্যগুলি যখন যুক্ত রাজ্যের ধনে ও সামরিক দ্রব্যে এইরূপে সুদৃঢ় হইয়া উঠিল, যুক্তরাজ্যের রাজকোষ ও শস্ত্রাগার যখন শূন্য হইয়া গেল, তখন আর তাহারা আপনাদিগের সঙ্কল্প প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিতে সঙ্কুচিত হইল না এবারে মুক্তরাজ্য সকলের ভ্রম ঘুচিল। স্বাধীনচেতা, স্বাবলম্বনশীল আমেরিক-ইংরেজ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে তাহাদের বিপক্ষগণ সমগ্র যুক্তরাজ্যে দাসত্বপ্রথা প্রবর্ত্তিত না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। তখন অর্দ্ধনিদ্রিত সিংহ কেশরান্দোলন করতঃ গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

লিঙ্কন পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিয়াছিলেন যে "গৃহবিবাদে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। হয় সমগ্র যুক্তরাজ্যে দাসত্বপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া, নয় সমগ্র যুক্তরাজ্য হইতে দাসত্বপ্রথা উঠিয়া গিয়া যুক্তরাজ্যের গৃহ বিবাদের শান্তি হইবে। তদ্ব্যতীত আর তৃতীয় পথ নাই।"—লিঙ্কনের ভবিষ্যৎ বাণী এমন করিয়া যখন সফল হইতে চলিল তখন কাহারও বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না যে, সে সঙ্কটাবস্থায় লিঙ্কনব্যতীত যুক্তরাজ্যের উপযুক্ত কর্ণধার আর কোথায়ও মিলিবে না।

তাই যখন ১৮৬০ সালের ১৬ই জুন তারিখে গভীরচিন্তা ও বুক-ভরা উদ্বেগের ভারে প্রপীড়িত হইয়া শিকাগোনগরীতে পঞ্চবিংশতি সহস্র আমেরিক-ইংরেজ যুক্তরাজ্যের সভাপতি

নির্ব্বাচনের জন্য সমবেত হইলেন, তথন লিঙ্কনের নাম উচ্চারিত হইবামাত্র, সভাস্থলে মহা আনন্দ-কোলাহল উপস্থিত হইল। সভাস্থ দাসবন্ধুগণ সকলে একবাক্যে তাঁহাকে সভাপতিপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য আপনাদিগের মত প্রদান করিলেন। লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইলেন। প্রকাণ্ডমণ্ডপের উপর হইতে একজন উচ্চৈঃস্বরে "সভাপতি লিঙ্কন" এই কথা উচ্চারণ করিবামাত্র—অমনি বাহিরের লক্ষ লক্ষ লোকের জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল; অসংখ্য লোকের জয়োল্লাসে শত শত কামানের গভীরনিনাদে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল।

লিঙ্কন তথন স্প্রিংফিল্ডে। তারযোগে সংবাদ তাঁহার নিকট পঁহুছিল। কিন্তু তথন আনন্দ উল্লাসের সময় ছিল না। যুদ্ধের কালমেঘ অদূর দক্ষিণে খেলিতেছিল।—ভীষণ সঙ্কটকাল উপস্থিত। লিঙ্কন তাড়াতাড়ি কার্য্যক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ওদিকে দাসত্বপ্রথার সমর্থকগণ যথন শুনিতে পাইল যে লিঙ্কন যুক্তরাজ্যের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন, তথন তাহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। লিঙ্কনকে হত্যা করিবে বলিয়া তাহারা ভয় দেখাইতে লাগিল। চারিদিক্ হইতে নানাপ্রকারের ষড়যন্ত্রের, বিবিধ প্রকারের গুপ্তমন্ত্রণার জনরব চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাই লিঙ্কন যথন মাতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন, তথন তাঁহার মাতা তাঁহার গলা ধরিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে তিনি আর পুত্রকে ফিরিয়া পাইবেন না। শুধু তাঁহার কেন, লিঙ্কনের সকল বন্ধুরই প্রাণে এইরূপ ভয়ের সঞ্চার হইল।—কিন্তু লিঙ্কন

এরূপ জনরবের মধ্যেও প্রশান্ত ও গম্ভীর। স্প্রিংফিল্ড হইতে যাত্রা করিবার সময় আসিলে তিনি বন্ধুদিগকে বলিলেন "বন্ধুগণ আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে যে আমার কতদূর ক্লেশ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি আপনাদিগের মধ্যে বাস করিয়াছি। আপনাদিগের মধ্যে বাস করিয়াই আমি মানুষ হইয়াছি। এখানে আমার পুত্রগণের জন্ম হইয়াছে, এবং এই স্থানেই তাহাদের একজন সমাধিস্থ! কতদিনে যে আপনাদিগের সহিত আবার দেখা হইবে জানি না। গুরুতরকর্ত্তব্যভার আমার মস্তকে ন্যস্ত হইয়াছে। ওয়াসিংটনের পরে এত গুরুতর কর্ত্তব্যভার আর কাহারও মস্তকে পড়ে নাই। ওয়াসিংটন যদি সকল সময়েই ভগবানের উপর নির্ভর না করিতেন তবে তিনি জীবনে কখনও কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইতেন না। সেই ভগবানে নির্ভর ভিন্ন আমার পক্ষেও কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। তাঁহারই উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি।—আর বন্ধুগণ, বিদায়কালে তোমাদের নিকট এই বাসনা জানাইতেছি, তোমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও যেন আমি তাঁহার সহায়তালাভে সমর্থ হই। ভগবানের কৃপা ভিন্ন আমি কিছুতেই আমার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিব না। তাঁহার কৃপা পাইলে আবার কাহাকে ভয়?—

ওয়াসিংটনে।

এইরূপে ঈশ্বরের কৃপাভিখারী হইয়া, তাঁহার চরণে একান্ত নির্ভর করতঃ, এব্রাহাম লিঙ্কন পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত

হইতে চলিলেন। অভিষেককালে তিনি দাসত্বপ্রথার সমর্থকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভ্রাতৃগণ, যুদ্ধবিগ্রহ করা না করা তোমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। আমরা তোমাদিগকে আক্রমণ করিব না। তোমরা অস্ত্রক্ষেপ না করিলে তোমাদের উপর কেহ অস্ত্রক্ষেপ করিবে না। যুক্তরাজ্যের বিনাশসাধন করিবার জন্য তোমরা কোনও প্রকারের শপথ গ্রহণ কর নাই। যুক্তরাজ্যের রক্ষাবিধানের জন্য আমি ভগবানের নিকট অতি গম্ভীর প্রতিজ্ঞা করিযাছি। তোমরা শত্রু নহ, মিত্র। আর কি বলিব? ভগবান এ কলহ, এ অশান্তি বিদূরিত করিয়া দিন।"

কিন্তু সাধুর পবিত্রশোণিত ব্যতিরেকে এ অশান্তি নির্ব্বাপিত হইবার নহে। দাসত্বপ্রথার সমর্থকগণ লিঙ্কনের কথায় কর্ণপাত করিল না। ১৮৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে তাহারা বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করতঃ সম্‌টার দুর্গ আক্রমণ করিল। দ্বাদশসহস্র বিদ্রোহী সেনা দুর্গের উপর গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আর বিংশ সহস্র বিদ্রোহী সৈনা রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যুদ্ধের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। পূর্ণ দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত দুর্গরক্ষক এণ্ডার্সন দুর্গ হইতে কোনও প্রকারে শস্ত্রপাত হইতে দিলেন না। অবশেষে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। চব্বিশ ঘণ্টা অক্লান্তদেহে যুদ্ধ করার পর অবশেষে দুর্গরক্ষকদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদিগের বারুদাগারে আগুন লাগিল। দুর্গরক্ষা করা তখন অসম্ভব হইয়া উঠিল। পরদিন সন্ধ্যার সময় রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে সমগ্র সম্পত্তি লইয়া দুর্গরক্ষকসৈন্য দুর্গ পরিত্যাগ করিবার অনুমতি পাইল। দুর্গ শত্রুহস্তগত হইল।

এবারে দেবাসুরে যুদ্ধারম্ভ হইল। দুর্গপতনের সংবাদ দেশমধ্যে রাষ্ট্র হওয়ামাত্র যুক্তরাজ্যের সমগ্র রাজভক্ত প্রজা বিদ্রোহদমনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। লিঙ্কনও তাঁহার সমগ্র হৃদয় ঢালিয়া দিয়া যুদ্ধের পরিচালনকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।—চতুর্ব্বর্ষব্যাপী মহাসমরের ইতিহাসের সহিত তাঁহার জীবনচরিত মিশিয়া গেল।

এদিন হইতে লিঙ্কনের মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা লিঙ্কনচরিতের অন্তর্ভুক্ত বলিলেই হয়। কিন্তু সে সকল ঘটনার যথাযথ বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। কেবল একটীমাত্র প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমরা স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধা করিব। সে কি শক্তি, যাহার বলে বলীয়ান্ হইয়া এমন ভীষণ বিপ্লবে লিঙ্কন স্বীয় জীবনের ব্রত উদ্যাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন?

বিশ্বাস ও নির্ভর।

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চপদে সমারূঢ় হইয়া কৃষক-তনয় লিঙ্কন যখন দেখিতে পাইলেন যে মহাসমরের ভীষণতরঙ্গমালা শান্তির বেলা-ভূমি অতিক্রম করতঃ প্রচণ্ডবেগে চতুর্দ্দিকে প্রলয়ের অবতারণা করিতে চলিয়াছে,—যখন জয়ের পর পরাজয়, আনন্দোচ্ছ্বাসের পর গভীর বিষাদ আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে লাগিল, যখন জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত অনিশ্চিততার গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অতিবাহিত হইতে চলিল—সেই সঙ্কটসময়ে যুক্ত-রাজ্যের সভাপতি ঈশ্বরচরণ ব্যতীত আর কোথায় শরণ লইবেন?—যুক্তরাজ্যের জীবনসঙ্কট উপস্থিত, স্বাবলম্বনশীল

আমেরিক-ইংরেজের পক্ষে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে; এমন সময়ে যেরূপ ব্যাকুলতার সহিত, যেরূপ কাতরতার সহিত যুক্তরাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা লিঙ্কন রাজাধিরাজ ঈশ্বরের চরণে নির্ভর করতঃ, তাঁহার উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়া এবং তাঁহার মুখ চাহিয়া স্বীয় উচ্চপদের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া শত্রুমিত্র সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেল।

অনেক দিন হইল, যুক্তরাজ্যের বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, ঘনঘটাপূর্ণ গম্ভীর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে—কিন্তু এই সুদিন আনয়নে লিঙ্কনের কাতর প্রার্থনা, সরল বিশ্বাস, ও অকপট মানবপ্রেম কতদূর সহায়তা করিয়াছিল কে নির্ণয় করিবে?

যখন যুক্তরাজ্যের সেনাগণ অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে করিতে বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত ও পশ্চাৎপদ করিতেছিল, তখন পরাজিত ও হতোৎসাহ বিদ্রোহিদল বৈরনির্য্যাতনের আর কোনও উপায় না পাইয়া বন্দী বিপক্ষসেনাদিগকে কারাগারে পূরিয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহাদের অত্যাচারে কত লোক অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল, কত লোকের ক্ষতস্থান ঔষধ ব্যতিরেকে পচিয়া যাইতে লাগিল, আর কত লোক দুর্গন্ধময় অন্ধকার স্থানে আবদ্ধ হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গেল। যুক্তরাজ্যের সেনার প্রতি বিদ্রোহিগণ এইরূপ ব্যবহার করিতেছে এই বার্ত্তা প্রচারিত হইবামাত্র সমগ্র দেশমধ্যে মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। সকলে একবাক্যে বিদ্রোহী বন্দী সেনাদিগের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া তাহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে বলিল।—লিঙ্কন প্রতিশোধ লইলেন বটে, কিন্তু সে প্রতিশোধের প্রকৃতি বিভিন্ন ছিল।

ফ্রিডরিক নগরের একটী গৃহে অনেক সঙ্খ্যক আহত বিদ্রোহিসেনা বন্দিভাবে অবস্থান করিতেছিল। লিঙ্কন তাহাদিগকে দেখিতে গেলেন। কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে সে দৃশ্য পর্য্যবেক্ষণ করার পর লিঙ্কন আহতব ন্দিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা সকলে আমার সহিত করমর্দ্দন করিলে আমি বড়ই আনন্দিত হইব। আমার বিশ্বাস আপনারা অনেকেই বাধ্য হইয়া এই যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। আপনাদের বিরুদ্ধে আমার কোনও রূপ দ্বেষভাব নাই। আমি সদ্ভাবে আপনাদিগের করস্পর্শ করিতে প্রস্তুত।"—বিদ্রোহিসেনা সভাপতির কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তৎপরে যে যে পারিল উঠিয়া লিঙ্কনের করস্পর্শ করিল। কয়েকজন লোক গুরুতররূপে আহত হওয়াতে উঠিতে পারিল না। লিঙ্কন তাহাদিগের নিকটে গেলেন এবং সদয়ভাবে বলিলেন—"বন্ধুগণ অন্তর হইতে বিষাদ দূর কর; পরিণামে মঙ্গল হইবে—কারণ তাহাই বিধাতার নিয়ম। যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিয়া আমি তোমাদিগের সেবা শুশ্রূষা করাইব।"—বিদ্রোহিগণ সভাপতির সস্নেহ ব্যবহারে ও সাদর সম্ভাষণে মুগ্ধ হইয়া গেল।

আরেকবার একটি ভীষণ যুদ্ধাবসানে বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সেনা আহত অবস্থায় একটি স্থানে স্বীয় বন্ধুদিগকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়াছিল। বিজয়ী যুক্তরাজ্যের সেনাদল সেস্থান অধিকার করিলে তাহাদিগের কয়েক জন চিকিৎসক যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিন দিন পর্য্যন্ত হতভাগ্য আহত বিদ্রোহি সেনা কোনও প্রকারের আহার কিম্বা ঔষধ পায় নাই। ক্তরাজ্যের চিকিৎসক সেস্থানে উপস্থিত

হইয়াই বিদ্রোহিদিগকে যত্নের সহিত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করাই-বার আয়োজন করিলেন। যত সত্বর সম্ভব তাহাদিগের জন্য আহার সামগ্রী আনীত হইল। তাহাদিগের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিবার আয়োজন হইতে লাগিল; তাহাদিগের পূতিগন্ধময় গাত্রবসন পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত হইল;—আর তাহাদের মধ্যে গুরুতর আঘাতে যাহারা নড়িতে চড়িতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল দাসবন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ যাইয়া তাহাদিগের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে লাগিলেন। একজন এইরূপে একটী বিদ্রোহিসেনার রক্তাক্ত পূতিগন্ধময় মোজা যত্নের সহিত খুলিতে ছিলেন, আহত বন্দী তাহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিল; দাসবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে: ক্ষতস্থানে বেদনা লাগিতেছে কি ?

"না।"—"তবে কি হইয়াছে? আপনি মুখ ফুটিয়া না বলিলে যে আমার কাজ বন্ধ হইয়া গেল।"—'

"কি হইয়াছে ত বটেই ?—তোমরা আমাদিগকে বিদ্রোহী বল—(তা আমরা বিদ্রোহী নহি ত কি ?—যে ব্যক্তি পুরাতন তারকাখচিত পতাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে,—সে ত বিদ্রোহী বটেই।) কিন্তু আমরা যখন আহত ও বন্দী হই তখন তোমরা স্বয়ং প্রভু ঈশার মত আমাদের নিকটে আসিয়া আমাদের পা ধুইয়া দেও!—তোমাদের এ দয়া যে আমার প্রাণে শেল সম বাধিতেছে!"

শত্রুর অসদাচরণের এইরূপে প্রতিশোধ লইতে লিঙ্কনের প্রাণ বড়ই ভাল বাসিত! এইরূপ অসাধারণ মানবপ্রেমে লিঙ্ক-নের হৃদয় অলঙ্কৃত না হইলে কি সে ভীষণ সমরে শত্রু পরাস্ত হইত? বাহুবলে জয় হয় না, জয় হয় প্রেমে।

বিদ্রোহীসেনার প্রতি যাঁহার এত প্রেম, স্বদেশের কল্যাণার্থ যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাদিগের শোণিত তর্পণ করিতেছিল তাহাদিগের জন্য যে তাঁহার প্রেম কত গভীর ছিল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ?

যুদ্ধকালে সমরক্ষেত্রে সৈন্যদিগকে যে ব্যবস্থার অধীন হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে হয় তাহা অতীব কঠোর। এরূপ কঠোরতা যে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন তাহা নহে। যেস্থানে একজনের সতর্কতার উপর সহস্র সহস্র লোকের, এমন কি সমগ্র সাম্রাজ্যের কুশল নির্ভর করে, সে স্থানে এরূপ কঠোর নিয়ম থাকা নিতান্তই আবশ্যক।—তবে দিবাভাগে ক্ষেত্রে খাটিয়া, রজনীতে বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করা যাহার সারা জীবন অভ্যাস, স্বদেশপ্রেমের আহ্বানে সে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেও, এবং হৃদয়ের রক্তে অকাতরে ধরা সিক্ত করিলেও, জন্মগত অভ্যাসের হাত এড়ান সকল সময়ে কি তাহারও পক্ষে সাধ্যায়ত্ত ?—তাই যুক্তরাজ্যের অনেক উপযুক্ত সন্তানই যুদ্ধ আইনের কঠোরতায় এ সময়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেন—যদি লিঙ্কন সর্ব্বদা জাগ্রতভাবে তাঁহাদের শিয়রে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা না করিতেন।—এইরূপে বিপন্ন সৈন্যদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই রাজপ্রাসাদের দ্বার খুলিয়া রাখিতেন। অনেক বার রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তাঁহাকে শয্যা হইতে তুলিয়া অনেক সদাশয় লোক এইরূপে বিপন্ন সেনার জীবন বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

একদিন একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শীর্ণ বস্ত্রে গা ঢাকিয়া

লিঙ্কনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। লিঙ্কন সদয়ভাবে তাহাকে সম্ভাষণ করিলে, সে বলিল "দেখুন আমার স্বামী ও তিনটী ছেলে যুক্তরাজ্যের সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিল। আমার স্বামী যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। ইহাতে আমার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইয়াছে। আপনি যদি আমার বড় ছেলেকে আমার নিকট আসিবার অনুমতি দেন তবে আমার শোকের কথঞ্চিৎ শান্তি হয়।" লিঙ্কন সস্নেহদৃষ্টিতে বিধবার দিকে চাহিয়া বলিলেন "আপনি যুক্তরাজ্যের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন। আপনার বড় ছেলেকে আমরা অবশ্যই ফিরাইয়া দিব।" এই কথা বলিয়া তিনি সেই যুবককে সেনাদল হইতে অবসর দিবার জন্য আদেশ করিলেন। সেই স্ত্রীলোক সকৃতজ্ঞ অন্তরে আদেশলিপি লইয়া প্রস্থান করিল।—কিছুকাল চলিয়া গেলে সেই স্ত্রীলোক আবার লিঙ্কনের নিকট উপস্থিত হইল। হতভাগিনী সভাপতির আদেশলিপি লইয়া নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিল; কিন্তু সে যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে পঁহুছিল সে দিনই তাহার পুত্র যুদ্ধে প্রাণ হারাইল। লিঙ্কন তাহার দুঃখকাহিনী শুনিয়া কান্দিয়া ফেলিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার আরেকটী পুত্রকে অবসর দিবার জন্য আদেশ করিলেন।—আদেশলিপি বিধবার হাতে দিবার সময় বলিলেন "দেখুন আপনার অবশিষ্ট দুটীর একটী আপনি ফিরাইয়া পাইবেন—আমারও দুটীর একটী আমি ফিরাইয়া পাইয়াছি—ঈশ্বর আমাদের উভয়ের প্রতি সমান ব্যবহার করিয়াছেন।" লিঙ্কন যখন রাজপ্রাসাদে, তখন তাঁহার দুইটী পুত্রের সঙ্কটজনক পীড়া হয়। তাহাতে একজন কালগ্রাসে পতিত হয়, অপরজন বাঁচিয়া উঠে। লিঙ্কন বৃদ্ধার নিকট সেই কথার উল্লেখ করিলেন।

একটী গ্রামের দুইজন বালক একটী সেনাদলে ভুক্ত হইয়া একত্র যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন পাহারার জায়গায় নিদ্রিত হইয়া পড়াতে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। মৃত্যু অবধারিত জানিয়া শিশুযোদ্ধা তাহার পিতাকে এই শোক সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য এক পত্র লিখিল: পত্রে সে লিখিল—"বাবা, যখন আমার এই চিঠি তোমার হাতে পঁহু-ছিবে, তখন আমি অনন্তলোকে। আপনি জানেন, আমি জেমি-কারের মাতার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে তাহার ছেলের আবশ্যকমত সাহায্য করিব। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার পীড়া হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইবার পূর্ব্বেই সেনাদলে ফিরিয়া আসিবার জন্য তাহাকে আদেশ করা হয়। সে তখনও প্রায় চলৎশক্তি রহিত। তাই আমি তাহার বোচ্‌কা ও বন্দুকের ভার গ্রহণ করি। ঘটনার রাত্রের পূর্ব্বদিনে আমাদিগকে এত দ্রুতবেগে চলিতে হইয়াছিল যে আমি যদি জেমিকে কান্ধে না করিতাম তবে সে পথিমধ্যেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইত। এইরূপ খাটুনির পর শিবির সন্নিবেশের সময় আসিল। তখন জানিতে পারিলাম যে সেদিন জেমের পাহারা দিবার দিন। তার যেরূপ অবস্থা তাতে তাকে ত চৌকী দিতে দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং আমিই তাহার পরিবর্ত্তে চৌকী দিতে গেলাম। কিন্তু পথশ্রমে এত ক্লান্ত ছিলাম যে—তা, বাবা সেকথা বলিয়া আর লাভ কি? আমাদের সেনাপতি পারিলে আমার প্রাণ রক্ষা করিতেন। আপনি তাঁহাকে কোনও রূপ দোষ দিবেন না, তিনি নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। আর আমার মৃত্যুর জন্য জেমির উপরেও কোন প্রকারের দোষারোপ করিবেন

না। জেমির যে কি কষ্ট হইতেছে, তাহার বর্ণনা হয় না। সে আমার পরিবর্ত্তে মরিতে প্রস্তুত। মা ও ভগিনীর কথা ভাবিতেও আমার প্রাণে বিষম কষ্ট হইতেছে। বাবা, তুমি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিও। ভগবান্ আমার এই কষ্টের সময় বড়ই নিকটস্থ হইয়া আছেন; আমাকে তাঁহার স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য যেন তাঁহার বাহুপ্রসারিত—এতদ্ব্যতীত কি আমি এ মনঃকষ্ট সহ্য করিতে পারি? তিনিই তোমাদের সকলের মঙ্গল করিবেন।"

শিশুযোদ্ধার পত্র তাহার পিতার হস্তগত হইল। তাহার মাতা ও ভগিনী উভয়েই চিঠি পড়িয়া মর্ম্মাহত হইল। কিন্তু তাহার ভগিনী সভাপতির অবিরাম দয়ার কথা শুনিয়াছিল। সে অপরাপর ব্যক্তির মত বৃথাশোকে কালহরণ না করিয়া রেলযোগে তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে লিঙ্কনের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল। তখনও সূর্য্য ভাল করিয়া উদিত হয় নাই। লিঙ্কন জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা তুমি এত সকালে আমার নিকট কি চাহিতে আসিয়াছ"—বালিকা বলিল—"আমার ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা"—লিঙ্কন তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে বলিলেন। বালিকা সরলচিত্তে সকল কথা নিবেদন করিল। লিঙ্কন বলিলেন—"মা তুমি কি জান যে তোমার ভ্রাতার সেই অসময়ে নিদ্রার জন্য সেদিন তোমার মত সহস্র সহস্র ভগিনী ভ্রাতৃহারা হইতে পারিত?"—বালিকা বলিল—"বাবা এই কথা বলিয়া আমাকে আপনার নিকট আসিতে নিরস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।—কিন্তু আমার ভাইকে সেদিন যদি জেমের বোচ্কা না বহিতে হইত তবে"—বালিকার আর কথা সরিল না, অনিবার্য্য বেগে কান্না ফুটিয়া বাহির হইল,

কেবলমাত্র সে স্বীয় ভ্রাতার লিখিত পত্র লিঙ্কনের হস্তে দিল।

লিঙ্কন শিশুযোদ্ধার চিঠি পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। শিশুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিবার আদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা অমনি যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। বালিকাকে বলিলেন—"মা, তুমি বাড়ী যাইয়া তোমার পিতাকে বলিও যে, যে পিতা এমন ছেলের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা, মাতৃ-ভূমির কল্যাণের জন্য জানিয়া অনুমোদন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক। তবে লিঙ্কনের দেহে প্রাণ থাকিতে এরূপ ছেলের কোনওরূপ অনিষ্ট হওয়া সম্ভব নহে।"

যাহাতে শিশুযোদ্ধা তাহার ভগিনীর সহিত বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারে লিঙ্কন তাহার জন্য তাহাকে বিদায় দিতে আদেশ করিলেন এবং শিশুযোদ্ধা ভগিনীর সঙ্গে লিঙ্কনের সহিত দেখা করিতে আসিলে, লিঙ্কন তাহার বাহুতে কর্ম্মচারীর নিদর্শন বান্ধিয়া দিয়া বলিলেন, "যে সৈনিক স্বীয় অসুস্থ সঙ্গীর বোচ্‌কা বহিয়া এমন অম্লানবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে সে ঐ নিদর্শনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।"

লিঙ্কনের দয়াতে এইরূপে যে কত বালকের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাঁহার এইরূপ দয়ার কাহিনী শুনিয়া যুক্তরাজ্যের সকল সহৃদয় ব্যক্তিই তাঁহার প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন।

এইরূপ অকৃত্রিম মানবপ্রেমে হৃদয় বিভূষিত থাকাতে লিঙ্কন শত্রুমিত্র সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করতঃ এ মহাসমরে পূর্ণাহুতি দানে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঊষরভূমিতে প্রোথিত বৃক্ষ যেমন আপনি শুকাইয়া যায়, নিরীশ্বর হৃদয়ের মানবপ্রেমও তেমনি কালসহকারে আপনিই বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু যে মানবপ্রেম ভগবৎ-প্রেমের অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা নদীতটস্থ অটবীর মত নিত্য নবীন ও সরস হইতে থাকে। লিঙ্কনের মানবপ্রেম এই জাতীয়। তাঁহার মুখে প্রায়ই এইরূপ ভক্তির ভাষা শুনা যাইত—

"সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের উপর যদি আমার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিত তাহা হইলে সময়ে সময়ে আমি যেরূপ কঠোর সমস্যায় পড়িতাম. নিশ্চয়ই তাহাতে আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইত। কিন্তু আমার প্রাণে এই প্রতীতি নিয়ত জাগরূক থাকিত যে ভগবানের ইচ্ছা যাহা. তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার অভ্রান্ত, অকাট্য আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই ঠিক্ হইয়া আছে। আমরা বুঝিতে পারি আর না পারি, তাঁহার কার্য্যপ্রণালী নিশ্চয়ই যে চরমে আমাদের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। আমি সর্ব্বদাই পরামর্শের জন্য তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতাম এবং আমার উদ্যোগ আয়োজন সকলই তাঁহার চরণে নিবেদন করিতাম। আমার জ্ঞান ও বিবেক অনুসারে আমি তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কখনও কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই।—অনেকবারই নতজানু হইয়া তাঁহার সিংহাসনতলে আমি আত্মোৎসর্গ করিয়াছি—কারণ আমার যাইবার আর অন্য স্থান ছিল না।—আমি যদি একদিনের তরেও ভাবিতাম যে তাঁহার সাহায্য ও আলোক ব্যতীত এমন সঙ্কট সময়ে আমার উচ্চপদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব,

তাহা হইলে আমার মত নির্ব্বোধ ব্যক্তি কল্পনা করাও দুরূহ হইত।"

রক্তের শীলমোহর।

বিদ্রোহ দমন হইয়া গেল। চারি বৎসরকাল অজস্র শোণিতপাত হইয়া অবশেষে দেবতার জয় ও অসুরের পরাজয় হইল। আজ ১৮৬৫ সালের ১৩ই এপ্রিল,—ঠিক্ ইহার চারি বৎসর পুর্ব্বে সম্‌টার দুর্গের তারকাখচিতপতাকা বিদ্রোহি-সেনার হস্তগত হয়। অনেকদিন হইল, বিদ্রোহিদিগের প্রধান দুর্গ ও রাজধানী, রিচমণ্ড, যুক্তরাজ্যের সেনার হস্তগত হইয়াছে। অদ্যকার দিনে সম্‌টার দুর্গশিরে প্রাচীন পতাকা উড্ডয়ন করা হইবে। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে সহস্র সহস্র নরনারী দলে দলে সমাগত হইতেছে। সভাপতি লিঙ্কন ও সেনাপতি গ্রাণ্ট উভয়কেই আমন্ত্রণ করা হইয়াছে, উভয়েই এ শুভদিনে এ প্রীতিকর দৃশ্য দেখিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে সমাগত হইবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

লিঙ্কনের পক্ষে অদ্য বিশেষ আনন্দের দিন। আজ একমাস গত হইল তিনি পুনরায় যুক্তরাজ্যের সভাপতিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই একমাসের মধ্যে বিদ্রোহিদল সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছে। তার পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অদ্যই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া শেষ যুদ্ধের বৃত্তান্ত ও বিদ্রোহিসেনাপতি লি সাহেবের আত্মসমর্পণ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পিতার আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। দিবসের বক্তৃতা, সভা, সকল কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। সায়ং

কালে অভিনয় দেখিবার জন্য লিঙ্কন আমন্ত্রিত হইয়াছেন সপরিবারে থিয়েটারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।—দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া দ্বারে থামিল, লিঙ্কন সস্ত্রীক, সবান্ধবে গাড়ীতে চড়িয়া থিয়েটারদ্বারে উপস্থিত হইলেন। থিয়েটারে আজ লোকারণ্য জমিয়া গিয়াছে। সকলেই সোৎসুকচিত্তে লিঙ্কনের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছে।—তিনি থিয়েটারে প্রবেশ করিবামাত্র উপস্থিত জনমণ্ডলীর কোলাহলে ও জয়-ধ্বনিতে গৃহ ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। যথাসময়ে অভি-নয় আরম্ভ হইল। কিন্তু আজ অভিনয় দেখে কে? সকলেরই চক্ষু লিঙ্কনের দিকে। আজ তাঁহাকে দেখিয়া যেন তাঁহার স্বদেশবাসীর তৃপ্তি হইতেছে না।

— হঠাৎ একটি বন্দুকধ্বনি হইল। দর্শকবৃন্দ ভাবিল উহা অভিনয়ের অঙ্গমাত্র। কিন্তু একি এ! লিঙ্কনের উপবেশনস্থান হইতে তাঁহার পত্নী এমন করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন কেন?—

—আর এ কে, এমন করিয়া লম্ফ দিয়া পলায়ন করিল?

——সকলেই স্তব্ধ, ভীত ও চকিত!

মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলে শুনিতে পাইল হত্যারকের অব্যর্থশস্ত্র-সন্ধানে লিঙ্কন ভূতলশায়ী হইয়াছেন!—

লিঙ্কনকে নিকটবর্ত্তী একটী বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই।" গভীরশোকে যুক্তরাজ্যবাসীর প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পত্নীর হস্তে হস্ত রাখিয়া লিঙ্কন স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন।

সম্পূর্ণ।